সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র
বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

প্রথম খণ্ড

ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা [রহ.]

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র
বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

প্রথম খণ্ড

মূল
ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা [রহ.]
[বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ]

অনুবাদ
মাওলানা নাসীম আরাফাত
শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোর কাফেলা

প্রথম খণ্ড

মূল ঃ ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা [রহ.]
অনুবাদ ঃ মাওলানা নাসীম আরাফাত

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ মার্চ ২০১০ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুন ২০০৭ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ২০০৪ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ একশত বিশ টাকা মাত্র

ALOR KAFELA
By : Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha [Rh.]
Translated by : Maulana Naseem Arafat
Price Tk. 120.00 US $ 6.00 only

‘মা’
জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করি যাঁর
বিগলিত নয়নে।

অধম, নাসীম আরাফাত
৯/১২/০৪

লেখকের দু'আ

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে গভীরভাবে সততার সাথে ভালবেসেছি। সুতরাং মহাত্রাসের দিবসে তাদের যে কোন একজনের নিকট আপনি আমাকে সমর্পণ করুন।

হে আরহামুর রাহেমীন!

আপনি জানেন, আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই তাদেরকে ভালবেসেছি।

—আবদুর রহমান রাফাত পাশা

দু'টি কথা

আল্লাহ যাঁদেরকে তাঁর প্রিয়নবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, রাসূল যাঁদেরকে মনের মাধুরী দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আপামর মানব গোষ্ঠির হিদায়াতের জন্য তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, যাঁদেরকে বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য বিনির্মাণ করেছেন, যাঁদের বেশ কয়েকজন পৃথিবীতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন আর সবাই পেয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির মহাবাণী, তারপর যাঁদেরকে রাসূল (স.) স্বীয় কণ্ঠে দিশেহারা মানবতার জন্য হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল তারকা রূপে অভিহিত করেছেন তাঁরাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম।

রাসূলের পর এ উম্মতের মাঝে তাঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁদের জীবনালেখ্য আমাদের জীবন পাথেয়। তাঁদের আলোচনা আমাদের হিদায়াত। তাঁদের অনুসরণ আমাদের চিরমুক্তির প্রতিশ্রুতি।

অনূদিত এ গ্রন্থটির মূল 'সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা'। লেখক আরবী ভাষায় তাঁর কলমের আঁচড়ে গ্রন্থটিকে করেছেন কালজয়ী, যুগোত্তীর্ণ। তিনি তাঁর হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি, অপূর্ব রচনাশৈলী, শব্দচয়নের অনন্য দক্ষতা, বর্ণনাভঙ্গির অসম পাণ্ডিত্য আর ভাষার সাবলীলতা আর তরঙ্গময়তা দিয়ে মুহূর্তে পাঠকের হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করে তুলেন। পাতার পর পাতা উল্টিয়ে বহুদূর চলে যেতে বাধ্য করেন।

তাই আরব বিশ্বের ঘরে ঘরে আজ এ গ্রন্থটি বেশ সমাদৃত। এর সাহিত্য-উচ্চমান বজায় রেখে, সাহিত্য-রস, উপমা উৎপেক্ষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ভাষান্তর করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবুও সবার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির আশ্বাসবাণী শুনিয়ে এ দুরূহ কাজটির দায়িত্ব আমার কাঁধেই তুলে দিলেন মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

খান। আল্লাহ তাঁর প্রকাশনীকে কবুল করুন আর তাঁর দূরদর্শিতাকে প্রখর করুন। এরপর তা প্রকাশেরও দায়িত্ব নিলেন। তাই আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

তবে আমাদের দীর্ঘ চেষ্টা সাধনা আর মেহনত তখনই সফল হবে যখন আমরা এ গ্রন্থ থেকে হিদায়াতের আলো গ্রহণ করে জীবন চলার পথে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

নাসীম আরাফাত
৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা
ঢাকা-১২১৯

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজ্জের সময় বাইতুল্লাহ শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট একটি লাইব্রেরী থেকে 'ছুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ' নামক একটি চমৎকার কিতাব ক্রয় করি। নামায, তাওয়াফ, তিলাওয়াত ও হজ্জের অন্যান্য কার্যাদির ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পেতাম কিতাবটি নিয়ে বসে যেতাম, এমনকি মিনা, আরাফাহ্ ও মুজদালিফার ব্যস্ততম দিনগুলোতেও কিতাবটি সাথে রেখেছি এবং সামান্য সুযোগেও সেটা পড়ার কাজ অব্যাহত রেখেছি।

কিতাবটি আমার এতই পছন্দ হয়েছে যে, মদীনা শরীফে যখন এই একই কিতাব মক্কা শরীফের চেয়ে দশ রিয়াল কমে পেলাম, তখন এক স্নেহাস্পদকে হাদীয়া দেওয়ার জন্য আরো একটি কপি ক্রয় করলাম। এই পবিত্র সফরে অনেক মুরুব্বীকেও এর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি। তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং বঙ্গানুবাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার দরুন কখনোই এ দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার হিম্মত হয়নি।

পরবর্তীতে যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও অনুবাদক বন্ধুবর মাওলানা নাসীম আরাফাতের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা হলো তখন তিনি অনুবাদ করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই কিতাবটি অনেক আগেই আমি পড়েছি, এর কিছু কিছু অংশের অনুবাদ করে বিভিন্ন পত্রিকায়ও ছাপিয়েছি ; এ কিতাবের প্রতি আমারও খুবই আগ্রহ আছে। তিনি অনুবাদের দায়িত্ব নিলেন এবং মূল কিতাবের এক–তৃতীয়াংশের অনুবাদ করে আমাকে পৌছালেন। আমি তা অনেকটা যাদুগ্রস্তের মতোই খুব অল্প সময়েই পড়ে ফেললাম। আমার মনে হলো অনুবাদ মূলের মত সাবলীল ও সুন্দর হয়েছে। তাই খুবই যত্নের সাথে এর প্রচ্ছদ ও মুদ্রণের কাজ শুরু করলাম। পাঠকমাত্রই এই যত্নের ছাপ অনুভব করবেন ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য মূল আরবী কিতাবটি মোট সাত খণ্ড কিন্তু বড় এক ভলিউমে বাধাই করা। আমরা আমাদের পাঠকদের সামর্থ্য ও রুচিবোধ বিবেচনা করে অনুবাদকে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছি। যাতে বহন ও পাঠ করা সহজ হয়। ঊনিশজন সাহাবীর জীবনের বিরল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে আলোর কাফেলা নামে এর প্রথম খণ্ড এখন আপনাদের হাতে।

প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর প্রিয়নবীর (স.) প্রিয় সাহাবীদের জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত—

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা–১১০০

ক্রমধারা

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের জুমাহী (রাযিঃ)

সাঈদ ইবনে 'আমের এক মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি ইহকাল বিক্রয় করে পরকাল ক্রয় করেছেন এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

—ইতিহাসবিদগণ

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের জুমাহী (রাযিঃ)

এক বিশাল আনন্দ মিছিল।

মক্কার অলিগলি ঘুরে আনন্দ মিছিলটি তানঈম প্রান্তরের দিকে এগুচ্ছে। এ আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে মক্কার হাজারো যুব-কিশোর আর পৌঢ়-বৃদ্ধরা। শুধু কি তাই! ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অনেক কিশোরী যুবতীও। থেকে থেকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে লাত উয্যার জয়ধ্বনি। করতালি আর উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছে মরুপ্রান্তর।

মিছিলের নেতৃত্বে রয়েছে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। সবার আগে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলছে এক শৃঙ্খলিত বন্দীকে। তাঁর নাম খুবাইব। রাসূলের সাহাবী। একান্ত একনিষ্ঠ সহচর। মুশরিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে বন্দী করেছে। এখন তানঈম প্রান্তরে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁকে শূলে চড়াবে। নির্মমভাবে হত্যা করবে। বদরে নিহত মুশরিকদের হত্যার প্রতিশোধ নিবে। প্রতিহিংসার জ্বালা প্রশমিত করবে।

সাঈদ ইবনে 'আমের। মক্কার এক তরুণ যুবক। যৌবনের জোয়ারে টইটম্বুর তার শরীর-মন। অনুসন্ধিৎসু আর জিজ্ঞাসু তার দেহ-অন্তর। দুরন্ত, দুর্বার আর অপ্রতিরোধ্য তার গতি-প্রকৃতি। আজকের এই উল্লাস মিছিলে সেও পিছিয়ে নেই। হাজারো যুবকের ভিড়ে সেও চলল মিছিলের সাথে সাথে। অনুসন্ধিৎসু মন তাকে একেবারে শৃঙ্খলিত বন্দীর নিকটে নিয়ে এল। দেখল, শৃঙ্খলিত খুবাইবের চেহারায় ভয়-ভীতির কোন ছাপ নেই। নির্বিকার নিশ্চিন্ত এক সুখী মানুষ। যেন প্রশান্তির বন্যা বইছে তার হৃদয় উপত্যকায়। এ দৃশ্যে সাঈদ ইবনে 'আমের অত্যন্ত বিস্মিত হল।

আনন্দ মিছিলটি ধীরে ধীরে তানঈম প্রান্তরে এসে পৌঁছল। একেবারে শূলি কাষ্ঠের গোড়ায় গিয়ে থামল। করতালি আর লাত-উয্যার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে চির শান্ত তানঈম প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠল। সাঈদ ইবনে 'আমেরের অনুসন্ধানী দৃষ্টি আবার ফিরে এল বন্দী খুবাইবের দিকে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর নেই কোন

ব্যাকুলতা। মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকার আতঙ্কে নেই কোন বিষন্নতা। যেন তিনি এক আজব ভুবনের মানুষ।

ইতিমধ্যে সাঈদ শোরগোল আর অট্টহাসির মাঝে খুবাইবের ধীরস্থির প্রশান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বলছে, মৃত্যুর পূর্বে আপনারা কি আমাকে দু' রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ দিবেন? তারপর খুবাইব মুশরিকদের নিশ্ছিদ্র বেষ্টনীর মাঝে দাঁড়িয়ে দু' রাকাত নামায পড়লেন। এ তো নামায নয়। এ যেন অল্লাহর প্রেম-প্রীতি আর ভালবাসার এক অনুপম দৃশ্য। মুহূর্তে আত্মসত্ত্বা ভুলে তিনি যেন চলে গেলেন সুদূর কোন অদৃশ্যলোকে। যেন গোপন অভিসারে নিরব নির্জন স্থানে প্রেমাস্পদের কানে কানে মিটিমিটি কথা বলছেন। তারপর জীবনের সকল সঞ্চিত প্রেম ও ভালবাসা উজাড় করে মহান রাব্বুল আলামীনের পদতলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ছেন।

খুবাইবের এই বিস্ময়কর নামায কাফেরদের চিন্তা-চেতনায় এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। কপালের রেখায় রেখায় একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন তীব্র আকারে ফুটে উঠল। আহ্! কী সুন্দর নামায! কী চমৎকার প্রভু ভক্তি! নিরাকার রবের সামনে কি এমনিভাবে আত্মভোলা হওয়া যায়? জীবনের অন্তিম মুহূর্তে কি নামাযকে শেষ আকাঙ্খা হিসাবে গ্রহণ করা যায়? এমনি বহু প্রশ্নে জর্জরিত হচ্ছে তাদের বিবেক-বুদ্ধি।

ইতিমধ্যে দু' রাকাত নামায শেষ করলেন খুবাইব (রাযিঃ)। ফিরে তাকালেন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের দিকে। বললেন, তোমাদের যদি এ ধারণা না হত যে, মৃত্যুর ভয়ে আমি নামায দীর্ঘ করছি, তাহলে আমি আমার নামাযকে আরো দীর্ঘ করতাম। এরপর সাঈদ ইবনে 'আমের দেখল, মুশরিকরা তাঁর শরীরের একেকটি অঙ্গ নির্মমভাবে কেটে নিচ্ছে আর প্রশ্ন করছে, খুবাইব! তুমি কি চাও, মুহাম্মদ তোমার স্থানে হবে আর তুমি চির মুক্তি পাবে? রক্তাক্ত খুবাইবের অত্যন্ত দৃঢ়, অবিচল প্রতিবাদী কণ্ঠ শুনতে পেল সাঈদ ইবনে 'আমের। তিনি বললেন, নিরাপদে আমি পরিজনের নিকট ফিরে যাব আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে একটি মাত্র কাঁটা বিঁধবে তাও আমি বরদাশত করব না। সাথে সাথে কাফেরদের চিৎকার আর অট্টহাসিতে মুখরিত হয়ে উঠল

তানঈম প্রান্তর। তারা বলছে, হত্যা কর এই সাবীকে। এই ধর্মত্যাগীকে। এক্ষুণি তাকে শূলিতে দে।

এরপর সাঈদ ইবনে 'আমের দেখল, শূলিবিদ্ধ খুবাইবের দৃষ্টি আকাশের নীলিমায় আটকে গেছে। অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলছেন, হে আল্লাহ! এদের সংখ্যা গুণে নিন। নির্মমভাবে এদের হত্যা করুন। এদের কাউকে পরিত্রাণ দিবেন না।

তারপর অগণিত বর্শা আর তরবারীর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ছিন্নভিন্ন দেহ থেকে খুবাইবের প্রাণপাখি নীল আকাশের নিঃসীম নীলিমায় উড়ে গেল। কাফেরদের বেষ্টনীর মাঝে পড়ে রইল তাঁর নিস্প্রাণ নির্জীব দেহটি।

***

খুবাইব (রাযিঃ)–এর শাহাদাতের পর বধ্যভূমি থেকে সবাই ফিরে এল। জনশূন্য হয়ে পড়ল তানঈম প্রান্তর। জীবন–যাত্রাপথের বহু ঘটনা দুর্ঘটনার আবর্তে সবাই ভুলে গেল খুবাইব (রাযিঃ)–এর শাহাদাতের বিস্ময়কর ঘটনাগুলো।

কিন্তু সাঈদ ইবনে 'আমের ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। মুহূর্তের জন্যও তার অন্তর থেকে খুবাইব (রাযিঃ)–এর শাহাদাতের বিস্ময়কর ঘটনাগুলো মুছে যায়নি।

দিবাশেষে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই ঘুমের ঘোরে তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। ভয়ে আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আবার দিবালোকে কল্পনার জগতে এসে খুবাইব (রাযিঃ) হাজির হন। শূলিকাষ্ঠের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ধীরস্থির শান্তচিত্তে দু' রাকাত নামায আদায়ের প্রাণবন্ত চিত্র ভেসে উঠে তার মানসপটে। একেকটি দৃশ্যের পর সর্বশেষে যখন কুরাইশের উপর বদ দু'আর শব্দগুলো তার কর্ণকুহরে গুঞ্জন তুলে, তখন তার শরীর ভয়ে কাঁপতে থাকে। মনে হয়, এই বুঝি আকাশ থেকে মক্কায় ভয়াবহ বজ্রাঘাত নেমে আসবে। এক্ষুণি বুঝি আকাশ থেকে বিশাল প্রস্তর খণ্ড পড়ে মক্কানগরী ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

খুবাইব (রাযিঃ)–এর এই ঘটনা সাঈদ ইবনে 'আমের এর অন্তরে

আলোর বন্যা বইয়ে দিল। তার চিন্তা জগতে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করল। তত্ত্বজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডারে ভরে গেল তার হৃদয়–মন।

সে বুঝে ফেলল, হৃদয়ের গভীরে যে ঈমানের শাখা–প্রশাখা পৌছে যায়, তা বহু বিস্ময়কর কাহিনী সৃষ্টি করে। বহু অলৌকিক ঘটনা জন্ম দেয়।

আরো বুঝল, যে মহান ব্যক্তিকে তাঁর সহচরবৃন্দ ও সঙ্গী–সাথীরা এমনিভাবে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পারে নিঃসন্দেহে তিনি ঊর্ধ্বলোকের মদদপুষ্ট মহান কোন নবী বৈ আর কিছু নন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা সাঈদ ইবনে 'আমের এর রুদ্ধ হৃদয় ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। সমবেত কাফেরদের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। কুরাইশের পৌত্তলিক পাপ–পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করলেন।

***

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) নিজেকে আর মক্কায় ধরে রাখতে পারলেন না। রাসূলের ভালবাসা মহব্বত তাঁকে মদীনার দিকে তীব্র আকর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে ব্যাকুল অস্থির চিত্তে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন।

মদীনায় পৌছে তিনি রাসূলের সাহচর্য অবলম্বন করলেন। সারাক্ষণ রাসূলের আশেপাশে থাকেন। রাসূলের মজলিসে বসেন। ইহলৌকিক পারলৌকিক কথা শুনেন। দিনে দিনে তিনি ঈমানী বলে আরো বলিয়ান হয়ে উঠলেন। খায়বর তৎপরবর্তী সকল জিহাদে তিনি রাসূলের পাশে পাশে থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।

রাসূলের ইন্তেকালের পর তিনি পর্যায়ক্রমে খলীফা আবূবকর (রাযিঃ) ও খলীফা উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)–এর হাতে উন্মুক্ত তরবারী হয়ে যান। ইসলামের সেবায় তিনি তাদের সকল হুকুম অবলীলাক্রমে মেনে নেন। তিনি এখন প্রকৃত মুমিনের এক অনন্য উপমা। দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয়ের পাকা সওদাগর। আল্লাহর রেযামন্দি ও সন্তুষ্টি অর্জনে

এক কামেল মু'মিন।

খলীফাদ্বয় তাঁর সততা, আল্লাহভীরুতা, তাকওয়া–পরহেযগারী সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই তাঁরা তাঁর উপদেশ ও দিক নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে শুনতেন।

একদিনের ঘটনা। হযরত উমর (রাযিঃ) তখন সবেমাত্র খলীফা হয়েছেন। তখন সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) তার নিকট গেলেন। তারপর বললেন, শোন উমর! তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। জনসাধারণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহর ব্যাপারে কাউকে ভয় করবে না। মনে রাখবে, তোমার কথা যেন তোমার কাজের খেলাফ না হয়। কারণ প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ কথা তাই, বাস্তবায়ন যাকে সত্যায়িত ও বলিষ্ঠ করে।

শোন উমর! দূর ও নিকটের মুসলমানদের প্রতি তোমার দৃষ্টিকে সর্বদা অতন্দ্র রাখবে। তোমার ও তোমার পরিজনের জন্য তুমি যা ভালবাস, জনসাধারণের জন্য তা–ই ভালবাসবে। আর যা তোমার ও তোমার পরিজনের জন্য অপছন্দ করবে তা জনসাধারণের জন্য অপছন্দ করবে। সত্য বাস্তবায়নে জীবন–যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়। আল্লাহর বিধি–বিধান বাস্তবায়নে কারো তিরস্কারকে ভয় করো না।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) তখন বললেন, হে সাঈদ! বল তো কে এমনটি করতে পারবে?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, আপনাকে এবং আপনার মত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের শাসক বানিয়েছেন, তারাই তা পারবে।

***

এবার হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন। সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ)–কে খিলাফতের কাজে সহায়তা করার আহ্বান জানালেন। বললেন, শোন সাঈদ! আমি তোমাকে হিম্‌সের গভর্নর বানিয়ে পাঠাচ্ছি।

ভয় পাওয়া লোকের মত কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সাঈদ ইবনে 'আমের

(রাযিঃ) বললেন, ভাই উমর! আল্লাহর কসম করে বলছি, তুমি আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না।

হযরত উমর (রাযিঃ) এবার একটু ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, ছি, ছি, এটা কেমন কথা! আমার মাথায় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তোমরা দূরে সরে থাকবে? আল্লাহর শপথ! আমি এবার তোমাকে ছাড়ছি না।

তারপর তিনি তাঁকে হিম্‌স নগরীর গভর্নর বানিয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ভাই সাঈদ! বাইতুল মাল থেকে কি তোমার ভাতার ব্যবস্থা করে দিব?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, না, ভাতার কোন প্রয়োজন নেই। দিলে তা আমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হবে। তারপর তিনি হিম্‌স নগরীতে চলে গেলেন।

এর কিছুদিন পর হিম্‌স নগরী থেকে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এল। এরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাযিঃ)–এর পরিচিত, বিশ্বস্ত।

হযরত উমর (রাযিঃ) তাদের বললেন, তোমরা আমাকে হিম্‌সের দরিদ্র লোকদের একটি তালিকা তৈরী করে দাও। আমি তাদের অভাব পূরণের চেষ্টা করব।

প্রতিনিধিদল একটি তালিকা তৈরী করে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাযিঃ)–এর নিকট পেশ করলেন। তিনি তালিকাটি নিয়ে চোখ বুলাতে লাগলেন। কয়েকটি নামের পরই তাঁর দৃষ্টি আটকে একেবারে স্থির হয়ে গেল একটি নামের উপর। নামটি হল সাঈদ ইবনে 'আমের।

এক আকাশ বিস্ময় তার কণ্ঠে বাঙ্ময় হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এই সাঈদ ইবনে 'আমের?!

প্রতিনিধিদল বলল, ইনি আমাদের গভর্নর। আমাদের আমীর।

হযরত উমর (রাযিঃ)–এর বিস্ময় এবার বহুগুণ বেড়ে গেল। বললেন, তোমাদের আমীরও কি দরিদ্র?!

প্রতিনিধিদল বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, কখনো এমন হয় যে, দিনের পর দিন তাঁর ঘরে আগুন পর্যন্ত জ্বলে না।

হযরত উমর (রাযিঃ) এবার অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন।

অশ্রুধারায় তাঁর শ্বশ্রু সিক্ত হয়ে গেল। তারপর এক হাজার দীনারের একটি থলে তাদের হাতে দিয়ে বললেন, সাঈদ ইবনে 'আমেরের নিকট আমার সালাম পৌঁছাবে। তাঁকে বলবে, উমর ইবনে খাত্তাব এগুলো আপনাকে আপনার প্রয়োজন পূরণের জন্য দিয়েছেন।

***

হিম্‌সে পৌঁছে প্রতিনিধিদল সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ)–এর বাড়ীতে এল। থলেটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)–এর সালাম পৌঁছালেন ও তাঁর সংবাদটি দিলেন।

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) থলেটি খুলেই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন, ঝকঝকে দীনারে তা ঠাসা। তিনি তা দূরে সরিয়ে দিতে দিতে অত্যন্ত বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ)–এর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। ব্যস্ততায় ভরা কণ্ঠে বললেন, কি হল,।! কী হয়েছে!!! আমীরুল মুমিনীন কি তাহলে ইন্তেকাল করেছেন?!

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, না। বরং এর চেয়ে ভয়াবহ বিষয় ঘটেছে।

স্ত্রী বললেন, তাহলে কি মুজাহিদরা কোথাও পরাজিত হয়েছে?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, না, বরং তার চেয়ে বেশী ভয়াবহ।

স্ত্রী বললেন, বলো না তাহলে হয়েছে কী?!

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, আমার আখেরাতকে ধ্বংস করার জন্য দুনিয়া আমার উপর চেপে বসেছে আর ফিতনা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

স্ত্রী দীনার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাই পর্দার অন্তরাল থেকেই বললেন, ফিতনাকে দূরে সরিয়ে দিন। নিজে তা থেকে বেঁচে থাকুন।

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করবে?

স্ত্রী বললেন, হাঁ, অবশ্যই করব।

তারপর সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) দীনারগুলো ভাগ করে অনেকগুলো থলেতে ভরলেন এবং হিম্‌সের দরিদ্র মুসলমানদের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন।

***

এ ঘটনার কিছুদিন পর আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) জনসাধারণের অবস্থা দেখতে ও পর্যালোচনা করতে শামের প্রদেশগুলোতে এলেন। হিম্‌সকে তখন কুয়াইফা বা ছোট কুফা বলা হত। কারণ হিম্‌সের অধিবাসীরা কুফার অধিবাসীদের মতই গভর্নরদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করত।

হযরত উমর (রাযিঃ) হিম্‌সে পৌছলে হিম্‌সের অধিবাসীরা তাঁর সাথে দেখা করতে এল। হযরত উমর (রাযিঃ) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের আমীরকে কেমন পেলে?

তখন তারা হযরত উমর (রাযিঃ)–এর নিকট আমীরের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ উত্থাপন করল। প্রত্যেকটি অভিযোগ অন্যটির তুলনায় গুরুতর।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, তখন আমি তাঁকে ও তাদেরকে একই মজলিসে সমবেত করলাম। আর মনে মনে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে লাগলাম, হে আল্লাহ! আমি তো সাঈদকে বিশ্বাস করতাম। তাঁর ব্যাপারে আমার আস্থা ছিল। হে আল্লাহ! তুমি তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করো না।

সাঈদ ইবনে 'আমের ও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা এসে উপস্থিত হলে আমি বললাম, আমীরের বিরুদ্ধে তোমাদের কি কি অভিযোগ আছে?

তারা বলল, দীর্ঘ বেলা পেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি বাইরে আসেন না।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) তখন কিছুক্ষণ নিরব রইলেন। তারপর বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম! আমি এর কারণ বলতে অপছন্দ করছি। কিন্তু এখন তা ব্যক্ত করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই বলছি, আমার ঘরে কোন চাকর বা চাকরানী নেই। সুতরাং প্রত্যহ সকালে আমি আটা গুলি, খামিরা করি। তারপর রুটি বানাই। তারপর উযূ করে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বাইরে বেরিয়ে আসি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি তখন অভিযোগকারীদের বললাম, তোমাদের আরো কোন অভিযোগ আছে কি?

তারা বলল, তিনি রাতে আমাদের কারো ডাকে সাড়া দেন না।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! এ বিষয়টিও আমি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। তা সত্ত্বেও এখন বলতে হচ্ছে, আমি দিবসকে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য নির্ধারিত করেছি আর রাতকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করেছি।

এরপর আমি বললাম, তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কি?

তারা বলল, হাঁ, আছে। মাসে একদিন তিনি ঘর থেকে বাইরে আসেন না।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার কোন পরিচারক নেই আর আমার এই পরিধেয় কাপড়টি ছাড়া আর কোন কাপড় নেই। তাই মাসে একবার তা ধৌত করি এবং শুকানোর অপেক্ষায় ঘরে থাকি এবং দিবসের শেষ দিকে বেরিয়ে আসি।

তারপর আমি বললাম, তোমাদের আরো কোন অভিযোগ আছে কি?

তারা বলল, হাঁ আছে। মাঝে মধ্যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ফলে তিনি তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতে পারেন না।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এর কারণ কি?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, আমি মুশরিক অবস্থায়

খুবাইব (রাযিঃ)–এর শাহাদত বরণ কালের মৃত্যু–যন্ত্রণা দেখেছি। আর দেখেছি কুরাইশরা কিভাবে তার শরীর থেকে এককেটি অঙ্গ কেটে নিচ্ছে আর বলছে, তুমি কি চাও, মুহাম্মদ তোমার স্থানে হবে আর তুমি নিরাপদে পরিজনের নিকট ফিরে যাবে?

তখন তিনি বলছিলেন, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে একটি মাত্র কাঁটা ফুটবে আর আমি নিরাপদে নির্বিঘ্নে পরিজনের নিকট ফিরে যাব, এটা কিছুতেই হতে পারে না। আল্লাহর কসম! আমি যখনই সে দিনের কথা স্মরণ করি, তখন আমি আমাকে বড় অপরাধী মনে করি। কেন আমি সেদিন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে গেলাম না। আমার মনে হয়, হয় তো আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। একথা ভাবতে ভাবতেই আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। নিঃসাড় হয়ে যায় আমার দেহ, আমার শিরা–উপশিরা।

তখন হযরত উমর (রাযিঃ)–এর কণ্ঠ আবেগে জড়িয়ে এল। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর হাজার শুকরিয়া। যিনি আমার ধারণাকে সত্যে পরিণত করেছেন।

তারপর হযরত উমর (রাযিঃ) মদীনায় ফিরে এলেন এবং সাঈদ ইবনে আমের (রাযিঃ)–এর নিকট এক হাজার দীনার পাঠিয়ে দিলেন।

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ)–এর স্ত্রী দীনারগুলো দেখে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! হয়তো আল্লাহ এবার আমাদেরকে আপনার খেদমত থেকে বাঁচাবেন। আর দেরী নয়। কিছু খাবার কিনে আনুন আর একজন গোলাম কিনে ফেলুন।

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, শোন, এর চেয়ে বেশী লোভনীয় ও আকর্ষণীয় কোন কিছু কি তুমি চাও?

স্ত্রী বললেন, সেটা কি?

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, এ দীনারগুলো এমন এক মহান সত্তার নিকট আমানত রাখবে, যিনি আমাদেরকে আমাদের তীব্র প্রয়োজনের সময় ফিরিয়ে দিবেন।

স্ত্রী বললেন, আচ্ছা, তা কিভাবে?

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, আমরা আল্লাহকে তা

ঋণ দিব।

স্ত্রী আনন্দভরা কণ্ঠে বললেন, বেশ, তাহলে তাই করুন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) সে দিনের সেই মজলিস থেকে উঠার আগেই দীনারগুলো বিভিন্ন থলের মধ্যে ভাগ করে রাখলেন। তারপর তার পরিজনের একজনকে ডেকে বললেন, যাও, এ থলেটি অমুক বিধবা নারীকে দিয়ে আস। এ থলেটি ঐ এতীমদের দিয়ে আস। এ থলেটি অমুক মিসকীনদের দিয়ে আস। এ থলেটি অমুক ব্যক্তির দরিদ্র সন্তানদের দিয়ে আস। এভাবে বন্টন করতে করতে সব শেষ করে ফেললেন।

***

আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে 'আমের জুমাহী (রাযিঃ)–এর উপর রহম করুন। তিনি নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সর্বদা অন্যকে প্রাধান্য দিতেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁর মত জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাউসী (রাযিঃ)

হে আল্লাহ! তাকে এমন একটি নিদর্শন দান করুন যা তাকে তার মনের আগ্রহ অনুযায়ী কল্যাণ কাজে সাহায্য করবে।

—রাসূলের (সা.) দু'আ

হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাউসী (রাযিঃ)

সর্বক্ষেত্রে যিনি চৌকস। সব কাজে যিনি পারঙ্গম। আত্মমর্যাদায় যিনি শীর্ষে। আতিথেয়তা ও বিপন্নের সাহায্যে যিনি অস্থির। যাঁর উনানের আগুন কখনো নিভে না। যাঁর অতিথিশালার দরজা কখনো বন্ধ হয় না। ক্ষুধার্ত যেখানে অবারিত খাবার পায়। ভীত সন্ত্রস্ত যেখানে নিরাপত্তা পায়। আশ্রয়প্রার্থী যেখানে নিরাপদ আশ্রয় পায়।

শুধু কি তাই!! যিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। বিদগ্ধ ভাষাবিদ। স্বনামখ্যাত কবি। শানিত যাঁর অনুভূতি। দূরদর্শী যাঁর দৃষ্টিশক্তি। অম্লমধুর কথার মালায় যিনি শ্রোতাকে বিমুগ্ধ বিমোহিত করেন। তিনি হলেন দাউস গোত্রের সর্দার তুফাইল ইবনে আমর দাউসী (রাযিঃ)।

***

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মক্কার কাফেরদের মাঝে চরম বিরোধ চলছে, সংঘর্ষ ছুঁই ছুঁই করছে, ঠিক তখনই তুফাইল ইবনে আমর মক্কায় এলেন। মক্কায় পা ফেলেই একটা টানটান উত্তেজনা অনুভব করলেন। সবাই একে অপরকে নিজের দলের দিকে আকর্ষণ করছে। সাহায্যকারী ও সমর্থক বানাচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে। ঈমান আর অবিচল বিশ্বাস তাঁর হাতিয়ার। আর কুরাইশের কাফেররা সর্বশক্তিতে তা প্রতিহত করছে। সকল পন্থা ও পদ্ধতিতে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

মক্কায় পা রেখেই তুফাইল অনুভব করলেন, অবলীলাক্রমেই তিনি এই স্নায়ুযুদ্ধের মাঝে পড়ে গেছেন। অথচ এ উদ্দেশে তিনি মক্কায় আসেননি। এর পূর্বে তিনি এ বিষয়ে কিছু জানতেনও না।

এ স্নায়ুযুদ্ধ আর এ বিশ্বাসের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে তুফাইল ইবনে আমরের জীবনে এক চমৎকার উপাখ্যান, এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে,

যা আমরা এখন তাঁর কণ্ঠেই ধীর ও স্থিরচিত্তে মনোযোগের সাথে শুনব।

তুফাইল বলেন, আমি মক্কায় এলাম। আমাকে দেখেই মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছুটে এল। বিস্ময়কর অভ্যর্থনা আর স্বাগত জানিয়ে আমাকে গ্রহণ করল। মনোরম এক জায়গায় আমার থাকার ব্যবস্থা করল।

তারপর একে একে নেতৃস্থানীয় অনেকে এসে সমবেত হল। তারা বলল, হে তুফাইল! মক্কায় এসেছো বেশ ভাল কথা। তবে মনে রাখবে, ঐ যে মুহাম্মদ নামের লোকটি, যে নিজেকে নবী বলে ধারণা করে সে তো আমাদের মাঝে দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করছে। আমাদের সংহতি ছিন্নভিন্ন করছে। আমরা আশংকা করছি, তোমার কারণে হয়তো তোমার গোত্রের মাঝেও এ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই ঐ লোকটির সাথে কোন কথা বলবে না। তার কোন কথা শুনবে না। কারণ তার কথায় মারাত্মক যাদুক্রিয়া রয়েছে। দু' চারটি কথা যাকে তাকে মন্ত্রাভিভূত করে ফেলে। পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিরোধ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে।

তুফাইল বলেন, তারা আমাকে তাঁর বেশকিছু অদ্ভুত কিচ্ছা কাহিনী শুনাল এবং তার বিস্ময়কর কর্মকাণ্ডের কথা বলে আমাকে ভয় দেখাল। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি তাঁর নিকট যাব না। তাঁর কথাবার্তা শুনব না।

প্রত্যুষে আমি বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে মসজিদে হারামে গেলাম। প্রতিমার আশির্বাদ ও আশিষ গ্রহণ করব। তবে প্রথমেই তুলা দিয়ে আমি আমার কান বন্ধ করে নিয়েছিলাম। যেন মুহাম্মদের কোন কথা আমার কর্ণ স্পর্শ করতে না পারে।

কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করেই দেখি মুহাম্মদ কাবার সামনে নামায পড়ছে। অভিনব ও ভিন্ন ধরনের এক নামায। তাঁর দৃশ্য আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল। তাঁর ইবাদত আমার হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করল। নির্নিমেষ নয়নে আমি কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম, অবলীলাক্রমে আমি ধীরে ধীরে তাঁর নিকটবর্তী হচ্ছি এবং আমি তাঁর নিকটে পৌঁছে গেছি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কিছু কথা আমার কানে পৌঁছল। কথাগুলো ভারী চমৎকার লাগল। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, বরং নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। ছি, ছি, তুফাইল! তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ। তুমি একজন কবি। ভাল-মন্দ, ভেজাল-নির্ভেজাল সবকিছুই তোমার নখদর্পণে। তাহলে লোকটির কথা শুনতে কিসের বাধা? ভাল হলে গ্রহণ করবে আর মন্দ হলে প্রত্যাখ্যান করবে, এই তো।

তুফাইল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আমি তক্কে তক্কে রইলাম। তারপর রাসূলের পিছু পিছু তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করলে আমিও তাঁর গৃহে প্রবেশ করলাম। বললাম, হে মুহাম্মদ! আপনার গোত্রের লোকেরা আপনার ব্যাপারে আমাকে অনেক কথা বলেছে। তারা আমাকে এমন ভয় দেখিয়েছে যে, আমি আপনার কথা শুনার ভয়ে কানে তুলা দিয়েছিলাম। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু কথা শুনতে পেলাম। বেশ ভাল লেগেছে। ভারী চমৎকার লেগেছে। সুতরাং আপনার বিষয়টি আমার নিকট খুলে বলবেন কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাকে ইসলাম ও তার আদর্শের কথা শুনালেন। সূরা ইখলাস ও ফালাক তিলাওয়াত করে শুনালেন। আল্লাহর কসম! এর চেয়ে উত্তম কথা আমি কখনো কোথাও শুনিনি। তাঁর ধর্মাদর্শের চেয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মাদর্শ আর কখনো কোথাও দেখিনি।

আমি তখন আমার হাত প্রসারিত করলাম এবং বললাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

***

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, তারপর কিছুদিন মক্কায় থেকে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো শিখে ফেললাম। সাধ্যমত কুরআনের কিছু অংশও মুখস্থ করলাম।

ফেরার সময় ঘনিয়ে এলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার গোত্রের এক অনুসৃত ব্যক্তি। সবাই আমার কথা শুনে। আমি এখন আমার গোত্রে ফিরে যাব। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব। সুতরাং আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে এমন একটি নিদর্শন দান করেন যা আমার দাওয়াতের কাজে সহায়ক হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু'আ করলেন। বললেন, হে আল্লাহ! তাকে এমন একটি নিদর্শন দান করুন যা তাকে তার মনের আগ্রহ অনুযায়ী কল্যাণ কাজে সাহায্য করবে।

তারপর আমি আমার গোত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। চলতে চলতে যখন গোত্রের বস্তিগুলোর নিকটে এক উঁচু স্থানে পৌছলাম, তখন আমার কপালের ঠিক মাঝখান থেকে লণ্ঠনের ন্যায় এক ঐশ্বরিক আলোকমালা বিচ্ছুরিত হতে লাগল। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ! নিদর্শনটি আমার চেহারা ছাড়া অন্য কোথাও দান করুন। অন্যথায় হয়তো তারা বলবে, ধর্মত্যাগের শাস্তিস্বরূপ আমার এটা হয়েছে।

অতঃপর সেই ঐশ্বরিক আলোকমালা স্থানান্তরিত হয়ে আমার চাবুকের মাথায় চলে এল। লোকেরা তখন দূর দূরান্ত থেকে অবাক বিস্ময়ে আমার চাবুকের মাথায় সেই ঐশ্বরিক আলোকমালাটি দেখতে লাগল। আমি তখন পাহাড়ের গিরিপথ ভেঙে নেমে আসছিলাম। পল্লীতে পৌছলে আমরা বৃদ্ধ পিতা এগিয়ে এলেন।

আমি বললাম, হে আমার পিতা! আর অগ্রসর হবেন না। আপনার আর আমার মাঝের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

তিনি বললেন, কেন?

আমি বললাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মাদর্শ গ্রহণ করেছি।

পিতা বললেন, বেশ তাহলে তোমার ধর্মই আমার ধর্ম।

আমি বললাম, তাহলে গোসল করে পবিত্র কাপড় পরে আসুন। আমি আপনাকে আমার শেখা বিষয়গুলো শিখিয়ে দিব।

তিনি চলে গেলেন, গোসল করে পবিত্র কাপড় পরে এলেন। আমি

তখন তাঁর সামনে ইসলাম ধর্ম পেশ করলাম, তিনি তা কবুল করলেন ও মুসলমান হয়ে গেলেন।

তারপর আমার স্ত্রী এল।

আমি বললাম, আমার নিকট এসো না। তোমার আর আমার মাঝের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

সে বলল, কেন?

আমি বললাম, ইসলাম ধর্ম তোমার আর আমার মাঝের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। মুসলমান হয়ে গেছি।

সে বলল, তাহলে আপনার ধর্মই আমার ধর্ম।

আমি বললাম, বেশ, তাহলে যাও, ঐ যিশারা মূর্তি থেকে দূরবর্তী পানিতে গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে এসো।

সে বলল, আশ্চর্য! তাহলে কি আপনি ভয় করছেন যে, যিশারা মূর্তি আমাদের কোন ক্ষতি করবে।

আমি বললাম, যিশারা ধ্বংস হোক! নিপাত যাক!

আমি বলছিলাম, মানুষ থেকে দূরে নির্জন স্থানে গিয়ে গোসল করে এসো। আর আমি দায়িত্ব নিলাম যে, এই মূক বধির পাথুরে মূর্তি যিশারা কিছুই করতে পারে না।

তারপর সে গোসল করে পবিত্র হয়ে এল। আমি তার নিকট ইসলাম ধর্ম পেশ করলাম। সেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল ও মুসলমান হয়ে গেল।

এরপর আমি দাউস গোত্রের লোকদের ডেকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তখন আবু হুরাইরা ছাড়া সবাই কিছু না কিছু বিলম্ব করেছিল। শুধুমাত্র আবু হুরাইরাই নির্দ্বিধায় তখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

***

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, এর বেশ কিছুদিন পর আমি আবু হুরাইরাকে সঙ্গে নিয়ে আবার মক্কায় এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে তুফাইল! তোমার গোত্রের লোকদের খবর কী?

আমি বললাম, তাদের হৃদয় ছিপিবদ্ধ। তাদের অন্তর কুফুরির ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পাপাচার আর অবাধ্যতা গোটা দাউস গোত্রের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার কথা শুনে রাসূলের চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তারপর তিনি উযূ করলেন। নামায পড়লেন এবং আকাশের দিকে দু' হাত তুলে ধরলেন।

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ দু'আ করেন তাহলে তো আমার গোত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল কণ্ঠ চিরে। হায় হায়!! আমার গোত্রের কী হবে!

ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! দাউস গোত্রকে হিদায়াত দান কর। হে আল্লাহ! দাউস গোত্রকে হিদায়াত দান কর। হে আল্লাহ! দাউস গোত্রকে হিদায়াত দান কর।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুফাইল (রাযিঃ)–এর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, তুমি তোমার গোত্রে ফিরে যাও। তাদের সাথে কোমল আচরণ কর এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাক।

***

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি স্বগোত্রে ফিরে এলাম এবং অবিরাম ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে এলেন। বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ এমনকি খন্দকের যুদ্ধও হয়ে গেল। তারপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম।

আমার সাথে তখন আশিটি পরিবার। তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দেখে আনন্দিত ও বিমুগ্ধ হলেন এবং খায়বরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় আমাদেরও অংশ দিলেন।

আমরা তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনাগত দিবসের প্রতিটি যুদ্ধে আমাদেরকে মুসলিম বাহিনীর ডান পার্শ্বে রাখবেন এবং আমাদের জন্য প্রতীক শব্দ 'মাবরুর' নির্ধারণ করবেন।

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থেকে গেলাম। ইতিমধ্যে মক্কা বিজয় হয়ে গেল।

আমি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আমর ইবনে হাসামার মূর্তি যিল কাফাইলকে জ্বালিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি তাঁর গোত্রের একদল যোদ্ধা নিয়ে সন্তর্পণে যাত্রা করলেন।

মূর্তির নিকট পৌঁছে তা পুড়ে ফেলতে উদ্যত হলে তাঁর চতুর্পার্শ্বে নারী–পুরুষ আর বালকেরা সমবেত হল। তারা অপেক্ষা করছে যদি তিনি মূর্তির কিছু করেন তাহলে আকাশ থেকে বজ্র আপতিত হবে বা অন্য কোন ক্ষতি হবে।

কিন্তু তুফাইল ইবনে আমের (রাযিঃ) মূর্তিপূজারী জনতার সম্মুখেই তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন আর আনন্দের আতিশয্যে কবিতা আবৃতি করতে লাগলেন—

يَا ذَاالْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا
مِيْلاَدُنَا اَقْدَمُ مِنْ مِيْلاَ دِكَا
اِنِّيْ حَشَوْتُ النَّارَ فِيْ فُؤَادِكَا

ওহে যিল কাফাইল! আমি তো তোমার পূজারী নই।
তোমার জন্মের পূর্বেই আমাদের জন্ম হয়েছে।
নিশ্চয় আমি তোমার হৃদয়ে অগ্নিশিখা পুরে দিলাম।

লেলিহান অগ্নিশিখা মূর্তিটি গ্রাস করে নেয়ার সাথে সাথে দাউস গোত্র থেকে শিরকের অবশিষ্ট চিহ্ন মুছে গেল। গোত্রের সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

***

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে আর কোথাও যাননি। রাসূলের ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলের সাথেই ছিলেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) খলীফা হলে তুফাইল (রাযিঃ) নিজেকে, নিজের তরবারীকে এবং সন্তানকে তাঁর আনুগত্যে সমর্পণ করলেন।

ধর্মান্তরের মহা ফিতনার সময় যুদ্ধ শুরু হলে মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তুফাইল (রাযিঃ) ও তাঁর ছেলে আমর মুসলিম বাহিনীর সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

ইয়ামামার পথে যাত্রা কালে তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন। সাথীদের বললেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি তোমরা তার ব্যাখ্যা কর।

সাথীরা বললেন, আপনি কি দেখেছেন?

তিনি বললেন, আমি দেখলাম, আমার মাথা মুণ্ডানো হয়েছে। আমার মুখ থেকে একটি পাখি বেরিয়ে উড়ে গেছে। একজন নারী আমাকে তার উদরে ধারণ করেছে আর আমার ছেলে আমর আমাকে দ্রুত তালাশ করছে। কিন্তু আমার ও তার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে গেছে।

সাথীরা বলল, আপনি ভালই দেখেছেন।

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) বললেন, তবে হাঁ, আমি তার ব্যাখ্যা করেছি। আমার মাথা মুণ্ডানোর ব্যাখ্যা হল, আমার শির কেটে ফেলা হবে। আমার মুখ থেকে পাখি উড়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা হল, আমার রূহ আমার দেহ ছেড়ে উড়ে যাবে। আর মহিলাটি আমাকে তার উদরে ধারণ করার অর্থ হল, আমার জন্য কবর খনন করা হবে এবং আমাকে দাফন করা হবে। সুতরাং নিশ্চয় আমি আশা করি, আমি শাহাদাত বরণ করব।

আর আমার ছেলে আমাকে তালাশ করার ব্যাখ্যা হল, সেও আমার ন্যায় শাহাদাতের তামান্না করবে। তবে তার সেই তামান্না বেশ কিছুদিন পর পূরণ হবে।

***

ইয়ামামার যুদ্ধে তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) প্রাণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে রণক্ষেত্রেই শাহাদাত বরণ করে লুটিয়ে পড়লেন।

আর তাঁর ছেলে আমর অনবরত যুদ্ধ করতে লাগলেন। শরীরের ক্ষতস্থানগুলো দিয়ে রক্ত ঝরতে ঝরতে একেবারে দুর্বল হয়ে গেলেন। যুদ্ধ চলাকালে তাঁর ডান হাতের কব্জি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইয়ামামার ময়দানে তিনি তার পিতাকে ও তার হাতকে দাফন করে মদীনায় ফিরে এলেন।

***

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর খিলাফতকালে আমর ইবনে তুফাইল (রাযিঃ) তাঁর নিকট এলেন। ইতিমধ্যে উমর (রাযিঃ)এর জন্য খাবার আনা হল। মজলিসে তখন অনেক লোক। তিনি সবাইকে খাবারে আহবান করলেন। আমর ইবনে তুফাইল (রাযিঃ) তখন দূরে সরে রইলেন।

হযরত উমর (রাযিঃ) তাকে তখন বললেন, আরে আপনার কী হল! আপনি হয়তো আপনার হাতের কারণে লজ্জায় খাবার থেকে দূরে সরে আছেন।

আমর ইবনে তুফাইল (রাযিঃ) বললেন, হাঁ, সত্যই বলেছেন, হে আমীরুল মুমিনীন!

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) তখন বললেন, আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না আপনি আপনার কাটা হাত এ খাবারে লাগাবেন ততক্ষণ

আমি এ খাবারের স্বাদ গ্রহণ করব না। ..... আল্লাহ্র কসম! আপনি ছাড়া এখানে আর কেউ এমন নেই যার শরীরের কিছু অংশ জান্নাতে চলে গেছে।

***

পিতার শাহাদাতের পর আমর ইবনে তুফাইল (রাযিঃ)–এর চোখের তারায় শাহাদাতের স্বপ্ন বিরাজ করছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমের ইবনে তুফাইল (রাযিঃ) মুজাহিদ সাহাবীদের সাথে গমন করলেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি কাঙ্খিত শাহাদাতের সন্ধান পেলেন যার আশা তাঁর পিতা তাঁকে দিয়েছিলেন।

***

আল্লাহ তাআলা তুফাইল ইবনে আমর দাউসী (রাযিঃ)এর প্রতি রহম করুন। কারণ তিনি ছিলেন শহীদ ও শহীদের পিতা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রাযিঃ)

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার কপালে চুমু খাওয়া। আর আমিই তা প্রথমে শুরু করছি।

—হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রাযিঃ)

আমাদের এ ঘটনার মধ্যমণি হলেন রাসূলের এক সাহাবী। নাম আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রাযিঃ)।

লাখো আরবের ন্যায় ইতিহাস তার প্রতিও কোন গুরুত্ব আরোপ না করে নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে আপন গতিতে চলে যেতে পারত অজানা উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইসলাম তা করতে দেয়নি। আরবে অখ্যাত অজানা পল্লী থেকে তুলে এনে ইতিহাসের রাজপথে তাঁকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। মক্কার গলিগুপচি থেকে বের করে বিশ্বের অপরাজেয় দুই সাম্রাজ্যের রোম ও পারস্যের সম্রাটদ্বয়ের সাথে সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে যুগের পর যুগ ধরে কাল তাঁকে আপন স্মৃতিতে ধরে রেখেছে আর ইতিহাস তার কাহিনীকে বিচিত্র বর্ণে বর্ণনা করে চলছে।

***

ইতিহাস পারস্য সম্রাট কিসরার সাথে তাঁর সাক্ষাতের রোমাঞ্চকর কাহিনী শ্রোতার সামনে এভাবে তুলে ধরে।

তখন ষষ্ঠ হিজরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনারব রাজা-বাদশাদের নিকট পত্র লিখে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার ইচ্ছে করলেন।

এ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্যক অবহিত ছিলেন।

তাঁরা দূত হিসাবে সুদূর অচিন দেশে যাবে। সে দেশের ভাষা তারা জানে না। রাজা-বাদশাহদের আচার-আচরণ, গতি-প্রকৃতির কিছু জানে না।

তদুপরি তারা সেই অচিন দেশে গিয়ে রাজা-বাদশাহদেরকে স্বধর্ম ত্যাগ করার আহ্বান জানাবে। তাদের ইজ্জত সম্মান ও বাদশাহী ত্যাগের

আহবান জানাবে আর আরবের নবীর অনুসরণের আহবান জানাবে, যারা নিকট অতীতে তাদেরই অনুসারী ছিল।

নিশ্চয় এ যাত্রা অত্যন্ত ভয়াবহ, বিপদসঙ্কুল। গমনকারী পরলোকের অভিযাত্রী আর প্রত্যাগমনকারী যেন পুনঃ জন্মলাভকারী।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সমবেত করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহর গুণকীর্তণ করলেন। বললেন, আমি তোমাদের কয়েকজনকে অনারব দেশের রাজা-বাদশাহদের নিকট পাঠাতে চাই। বনী ইসরাঈল যেভাবে ঈসা (আ.)এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তোমরা আমার সাথে তেমনিভাবে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না।

সাহাবায়ে কেরাম তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের যা নির্দেশ দিবেন আমরা তাই পালন করব। সুতরাং পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমাদের নির্দ্বিধায় প্রেরণ করুন।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়জন সাহাবীকে নির্বাচন করলেন। তারা অনারব রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াতপত্র নিয়ে যাবে। তাদের একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রাযিঃ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পত্র নিয়ে যেতে নির্বাচন করলেন।

***

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) তাঁর বাহন প্রস্তুত করলেন। স্ত্রী-পরিজনদের বিদায় জানালেন। তারপর বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটে চললেন। তিনি একাকী। আল্লাহ ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। অবশেষে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যে গিয়ে পৌছলেন। সম্রাটের নিকট গমনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং সম্রাটের ঘনিষ্ঠ লোকদের

রাসূলের পত্রের কথা জানালেন।

পরদিন দরবার চলাকালে যখন সাম্রাজ্যের মহান ব্যক্তিরা উপস্থিত হল ঠিক তখন আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)এর ডাক পড়ল। তিনি দরবারে প্রবেশ করলেন। আরবদের সরলতা, অনাড়ম্বরতা প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর গায়ে। একটা মোটা আলখেল্লা তাঁর গায়ে আর একটা পাতলা চাদর।

কিন্তু তাঁর মনোবল আকাশ ছাড়িয়ে। আশা আকাংখা চক্রবাল পেরিয়ে। মুখমণ্ডলের রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে ইসলামের মর্যাদা আর ঈমানের অভূতপূর্ব আভা।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)কে সামনে অগ্রসর হতে দেখে পারস্য সম্রাট কিসরা তার এক রাজকর্মচারীকে ইঙ্গিত করল যেন সে পত্রটি গ্রহণ করে।

কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বললেন, না। তা হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রটি আপনার হাতেই দিতে বলেছেন। সুতরাং আমি রাসূলের নির্দেশ অমান্য করতে পারব না।

কিসরা বলল, তাকে আমার নিকট আসতে দাও। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) এগিয়ে গেলেন এবং স্বহস্তে তাকে পত্রটি প্রদান করলেন।

কিসরা তখন আরবী ভাষায় জ্ঞাত এক হীরার লোককে ডেকে পাঠান এবং তাকে চিঠিটি পড়ে শোনানোর নির্দেশ দিল। লোকটি পড়তে শুরু করল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট। যে হিদায়াত লাভ করবে তার উপর শান্তি বর্ষিত হবে।

পত্রের এতটুকু শুনেই কিসরা ক্রোধে ফেটে পড়ল। মুখমণ্ডল লালে লাল হয়ে গেল। ঘাড়ের শিরা উপশিরা ফুলে উঠল। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্র লেখা নিজের নাম দিয়ে শুরু করেছেন।

তারপরই লোকটির হাত থেকে পত্রটি টেনে নিয়ে পত্রের বিষয়বস্তুর কিছুই না জেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল। চিৎকার করে বলল, সে আমার দাসানুদাস হয়ে এমনিভাবে পত্র লিখল। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)কে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিল এবং তাকে বের করে দেয়া হল।

***

কিসসার দরবার থেকে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) দুরুদুরু হৃদয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে কী আচরণ করা হবে তা তিনি জানেন না।

হত্যা করা হবে, না স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে?

কিন্তু মুহূর্তকাল পরই তিনি বলে উঠলেন—

আল্লাহর শপথ, রাসূলের পত্র পৌঁছে দেয়ার পর আমার যাই হোক আমি তার কোন পরোয়া করি না। এরপর ঘোড়ায় চড়ে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চললেন।

কিসরার ক্রোধ প্রশমিত হলে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)কে দরবারে উপস্থিত করার নির্দেশ দিল। কিন্তু লাপাত্তা। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু তার কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না।

আরবের পথেও অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু তিনি তার পূর্বেই পারস্যের সীমানা পেরিয়ে গেছেন। তাই তাকে আর পাওয়া গেল না।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলেন এবং কিসরার চিঠি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এতটুকু বললেন, আল্লাহ যেন তার সাম্রাজ্যকেও ছিন্নভিন্ন ও টুকরো টুকরো করে দেন।

***

এদিকে পারস্য সম্রাট কিসরা ইয়ামেনের গভর্নর বাযানের নিকট এ মর্মে পত্র পাঠাল যে, হিজাযে আবির্ভূত ঐ লোকটির নিকট দু'জন শক্তিশালী সৈন্য পাঠিয়ে দাও। তাদের নির্দেশ দাও, তারা যেন তাকে গ্রেফতার করে আমার নিকট নিয়ে আসে।

বাযান তখন তার শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের দু'জনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দিল। সাথে একটি রাজচিঠিও দিয়ে দিল। তাতে নির্দেশ দিল যেন কাল বিলম্ব না করে সৈন্য দু'জনের সাথে সম্রাট কিসরার সাক্ষাতে চলে যান।

সৈন্য দু'জনকে সে এ কথাও বলে দিল, তারা যেন নবুয়তের দাবীদার ঐ লোকটির আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চাল-চরিত্র ইত্যাদি সব কিছু জেনে এসে তাকে জানায়।

***

সৈন্য দু'জন ঘোড়ায় চেপে দ্রুত ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে তারা তায়েফে এসে পৌঁছল। তারা সেখানে কুরাইশের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা পেল। মুহাম্মদ সম্পর্কে তারা তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, সে ইয়াসরিবে আছে। তারপর ব্যবসায়ীরা আনন্দ উল্লাস করতে করতে মক্কায় ফিরে গেল। তারা কুরাইশদের স্বাগত জানিয়ে বলতে লাগল—

তোমরা চোখ শীতল কর। তোমাদের আর কোন চিন্তা-ভাবনার দরকার নেই। এবার কিসরা তার পিছু নিয়েছে। আর কিসরাই তাকে শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট।

***

সৈন্য দু'জন মদীনার দিকে রওনা হয়ে গেল। মদীনায় পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে তারা তাঁকে বাযানের পত্রটি দিল। এবং বলল—

রাজাধিরাজ কিসরা আমাদের রাজা বাযানের নিকট আপনার

গ্রেফতারী পরোয়ানা পাঠিয়েছেন। তাই আমরা এসেছি, আমাদের সাথে আপনাকে তার নিকট যেতে হবে। যদি বিনা উচ্চবাচ্যে রওনা হয়ে যান তাহলে আমরা কিসরার নিকট আপনার হয়ে সুপারিশ করব যা আপনার খুব উপকারী হবে। আপনার শাস্তি রহিত করবে। আর যদি অস্বীকার করেন, তাহলে তো তার ক্ষমতা, প্রতাপ আর আপনাকে ও আপনার জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে ধ্বংস করার শক্তির কথা আপনার জানা আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা শুনে মৃদু হাসলেন। তারপর তাদের বললেন, আজ তোমরা ফিরে যাও। কাল এসো।

পরদিন সকালে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আপনি কি সম্রাট কিসরার সাথে সাক্ষাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের বললেন, আজকের পর তোমরা আর কিসরার সাক্ষাৎ পাবে না। আল্লাহ তার জীবন লীলা সাঙ্গ করে দিয়েছেন। অমুক মাসের অমুক রাতে তার ছেলে শিরাওয়াইহি তাকে পরাভূত করেছে।

সৈন্য দু'জন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। তাদের চেহারায় বিস্ময় ভাব ফুটে উঠল। তারা বলল—

—আপনি যা বলছেন তা কি একটু ভেবে দেখেছেন?! আমরা কি তা বাযানকে লিখে জানাব?!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশ, জানাও। তোমরা তাকে আরো বলবে, আমার এই ধর্ম শীঘ্রই কিসরার সাম্রাজ্যের শেষ সীমানা ছাড়িয়ে যাবে। যদি আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাহলে আপনার রাজ্য আপনারই থাকবে। আপনাকে আপনার গোত্রের রাজা বানাব।

***

সৈন্য দু'জন রাসূলের নিকট থেকে চলে গেল এবং বাযানের নিকট

উপস্থিত হল এবং বাযানকে সব সংবাদ দিল। বাযান বলল, মুহাম্মদ যা বলেছে তা যদি সত্য হয় তবে সে নবী। আর যদি তা না হয় তবে তার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করব।

এর কিছুদিন পরই বাযানের নিকট শিরাওয়াইহি এর পত্র এল। পত্রে সে লিখেছে—

সারকথা হল, আমি কিসরাকে হত্যা করেছি। জাতীয় স্বার্থের প্রতিশোধ নিতেই তাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছি। সে নির্বিবাদে সম্মানিত ব্যক্তিদের হত্যা করত। তাদের অবলা নারীদের কারারুদ্ধ করত আর তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিত। সুতরাং আমার চিঠি পৌছার পরপরই সবার থেকে আমার অনুগত্যের অঙ্গীকার নিবে।

শিরাওয়াইহি এর পত্র পাঠ শেষ করেই বাযান তা ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা ঘোষণা করল। আর ইয়ামেনে যেসব পারসিক লোকেরা ছিল তারাও তার সাথে মুসলমান হয়ে গেল।

***

ইতিহাসের মুক্তকণ্ঠে পারস্য সম্রাট কিসরার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)–এর সাক্ষাতের কাহিনী বিবৃত হল। কিন্তু রোম সম্রাট কাইসারের সাথে তাঁর সাক্ষাতের কাহিনীটি কী?

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর খিলাফতকালে তাঁর কাইসারের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁর সাথে এক চমৎকার ঘটনাও ঘটেছিল।

হিজরী ১৯ সালের কথা। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি মুজাহিদ বাহিনী পাঠালেন। এ বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)। রোম সম্রাট কাইসার দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলিম বাহিনীর ঈমানের সত্যতা, বিশ্বাসের নিষ্কম্পতা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিতে জীবনকে বিলিয়ে দেয়ার বহু অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে আসছে।

তাই এবার নির্দেশ দিল, কোন মুসলিম সৈন্য বন্দী হলে তাকে হত্যা

না করে অবশ্যই আমার দরবারে পাঠিয়ে দিবে। আল্লাহর লীলা বুঝা দায়। এ যুদ্ধে খোদ আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বন্দী হলেন। তারপর তাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সম্রাটের নিকট নিয়ে গেল। বলল, ইনি মুহাম্মদের প্রথম সারির সাহাবী। আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে। তাই তাকে আপনার নিকট নিয়ে এলাম।

***

রোম সম্রাট দীর্ঘক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)এর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আমি তোমার নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করছি।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বললেন, কি প্রস্তাব?

সম্রাট বলল, তুমি যদি খৃষ্টান হও, তাহলে তোমাকে মুক্তি দিব এবং তোমাকে সম্মানজনক অবস্থায় থাকার ব্যবস্থা করব।

বন্দী হুযাফা (রাযিঃ) ঘৃণা ও দৃঢ়তার সাথে বললেন, সে তো বহু দূরের কথা। তোমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করার চেয়ে হাজার বার মৃত্যুবরণ করা আমার জন্য অনেক শ্রেয়।

সম্রাট বলল, তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। তুমি যদি আমার এ প্রস্তাবে রাজী হও, তাহলে আমি তোমাকে আমার সাম্রাজ্যের অংশীদার বানাব এবং আমার সাম্রাজ্যের অর্ধেক আমি তোমাকে দিয়ে দিব।

শৃঙ্খলিত বন্দী আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)এর চেহারায় তখন মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন—

আল্লাহর কসম! যদি তুমি তোমার গোটা সাম্রাজ্য এবং আরবরা যেসব দেশকে পদানত করছে তাও আমাকে এ শর্তে দিয়ে দাও যে, এক পলকের জন্য আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম ত্যাগ করব, তবুও আমি তা করব না।

সম্রাট বলল, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বললেন, তোমার যা খুশী তাই কর।

অতঃপর সম্রাটের নির্দেশে তাঁকে শূলে চড়ানো হল। সম্রাট তখন রোমান ভাষায় তীরন্দাজদেরকে নির্দেশ দিল, তারা যেন তার হাতের আশে পাশে তীর নিক্ষেপ করে। আর সম্রাট তখন তাঁকে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বনের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না।

তারপর সম্রাট তাঁর পায়ের আশেপাশে তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিল। আর নিজে তাকে ধর্মান্তরের প্রস্তাব দিতে লাগল। কিন্তু এতে কোন ফলোদয় হল না।

তখন সম্রাট তাঁকে মুক্ত করে শূলীকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে আনল। এবং একটি বড় পাতিলে তেল ঢেলে তা আগুনে বসিয়ে দিল। তেল টগবগ করে ফুটতে থাকলে দু'জন মুসলমান বন্দীকে ডেকে আনল। তাদের একজনকে ফুটন্ত তেলের পাতিলে নিক্ষেপ করা হল। মুহূর্তে গোশত গলে গলে হাড় থেকে খসে গেল আর খালি হাড়গুলো দেখা যেতে লাগল।

এরপর সম্রাট আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)এর দিকে ফিরে তাঁকে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে আহবান জানাল। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) পূর্বের চেয়ে আরো অধিক ঘৃণার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

নিরাশ হয়ে সম্রাট তাঁকে ঐ পাতিলে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল। তাঁকে যখন নিয়ে যাওয়া হল তখন তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। রাজকর্মচারীরা তখন সম্রাটকে বলল, তিনি তো কাঁদছেন।

সম্রাট ভাবল, নিশ্চয় সে ভয় পেয়েছে তাই তাকে ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দিল।

এবার যখন সম্রাট তাকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার কথা বলল এবারও তিনি তা অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাট বলল, তোর ধ্বংস হোক। তাহলে তুই কাঁদলি কেন?

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বললেন, আমার কান্নার কারণ হল, আমি মনে মনে (নিজেকে উদ্দেশ্য করে) বললাম, তোমাকে এখন এই পাতিলে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ আমি তামান্না করতাম, যদি আমার এই শরীরের পশমের সমপরিমাণ প্রাণ হত, আর একের পর এক সবগুলো প্রাণ আল্লাহর রাস্তায় এই পাতিলে নিক্ষেপ করা হত!! হায় তা কি সম্ভব হবে!!

তখন সম্রাট বলল, তুমি কি আমার ললাটে একটি চুমু খেতে পারবে। তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দিব।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বললেন, পারব, তবে আমার সাথে মুসলমান সকল বন্দীদেরও মুক্তি দিতে হবে।

সম্রাট বলল, হাঁ, তাহলে সকল বন্দীদেরও মুক্তি দিয়ে দিব।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বলেন, আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহর এক শত্রুর ললাটে চুমু খাব আর সে সকল মুসলিম বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিবে। এতে তো ক্ষতির কিছু নেই।

তারপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং তার ললাটে চুমু খেলেন। এরপর সম্রাট সকল মুসলিম বন্দীদের সমবেত করার নির্দেশ দিল এবং তাদেরকে তাঁর হাতে অর্পণ করার নির্দেশ দিল। অতঃপর তাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)এর হাতে তুলে দেয়া হল।

***

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর নিকট ফিরে এলেন এবং তাঁকে সবকিছু খুলে বললেন। হযরত উমর (রাযিঃ) এতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর বন্দী মুসলমানদের দেখে বললেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার কপালে চুমু খাওয়া। আর আমিই তা প্রথমে শুরু করছি।

তারপর তিনি দাঁড়ালেন ও তাঁর ললাটে চুমু খেলেন।

হযরত উমাইর ইবনে ওহাব জুমাহী (রাযিঃ)

আমার নিকট উমাইর ইবনে ওহাব আমার কতক সন্তানের চেয়ে অধিক প্রিয়।

—হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)

হযরত উমাইর ইবনে ওহাব জুমাহী (রাযিঃ)

বদরের রণক্ষেত্র থেকে উমাইর ইবনে ওহাব প্রাণ নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু সে তার ছেলে ওহাবকে মুসলমানদের হাতে বন্দী রেখেই চলে এল।

উমাইরের দারুণ ভয়, হয়তো মুসলমানরা তার ছেলেকে পিতার অপরাধের কারণে শাস্তি দিবে। নির্মম নির্যাতন করবে। কারণ, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। সাহাবীদের নির্মম নির্যাতন করত।

একদা সকালে উমাইর মসজিদে হারামে গেল। কাবার তওয়াফ করবে এবং কাবার প্রতিমাগুলো থেকে শুভাশীষ নিবে। মসজিদে এসে দেখল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া কাবা চত্বরে কালো পাথরের অদূরে বসে আছে। উমাইর তার দিকেই এগিয়ে গেল। বলল, সুপ্রভাত, হে কুরাইশ সর্দার!

সাফওয়ান বলল, সুপ্রভাত, হে আবু ওহাব! বস্, কথা বলে কিছু সময় কাটাই।

উমাইর সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সামনে গিয়ে বসল। তারা দু'জন বদর যুদ্ধ ও তার চরম বিপর্যয়ের আলোচনা করতে লাগল এবং যারা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের হাতে বন্দী হয়েছে তাদের সংখ্যা গণনা করতে লাগল। তারা কুরাইশের ঐসব সর্দারদের হারিয়ে ব্যথিত, মুসলমানদের তরবারী যাদের হত্যা করেছে আর কালীব–কূপ যাদেরকে তার গভীরে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে।

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আহ্—এসব নেতা আর সর্দারদের মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ হয় না।

উমাইর বলল, আল্লাহর কসম! আপনি সত্য কথাই বললেন। তার পর কিছুক্ষণ নিরব থাকল এবং বলল, কাবার রবের কসম! যদি ঋণের বোঝা না থাকত, যা আমি পরিশোধ করতে পারছি না আর যদি আমার অবর্তমানে পরিজন নিঃশেষ হওয়ার আশংকা না থাকত, তাহলে

অবশ্যই আমি মুহাম্মদের নিকট ছুটে যেতাম ও তাকে হত্যা করতাম। তার কর্মকাণ্ড তছনছ করে দিতাম। তার দৌরাত্ম্য স্তব্ধ করে দিতাম। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বলল, আমার ছেলে ওহাব তাদের নিকট বন্দী সুতরাং এখন আমি মদীনায় গেলে কেউ আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করবে না।

***

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া উমাইর ইবনে ওহাবের কথাটি লুফে নিল। এ সুযোগটি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করল না। তাই তার দিকে মিটিমিটি তাকিয়ে বলল, শোন উমাইর! তোমার সমস্ত ঋণের বোঝা, তা যতোই হোক আমার জিম্মায়।

আর তোমার পরিজনের ব্যাপারে কোন চিন্তা করো না। আমি তাদেরকে আমার পরিজনের সাথে মিলিয়ে নিব। যতদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব নিষ্ঠার সাথে আমি তা পালন করব। আর তুমি তো জানই, আমার অঢেল সম্পদ রয়েছে। ফলে তারা স্বচ্ছন্দে সানন্দে জীবন যাপন করতে পারবে।

তখন উমাইর বলল, আচ্ছা, তাহলে আমাদের এ কথা গোপন রাখবে। এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না।

সফওয়ান বলল, ঠিক আছে, আমি কাউকে বলব না।

***

উমাইর মসজিদে হারাম থেকে ফিরে এল। মুহাম্মদের প্রতি বিদ্বেষ আর হিংসার আগুন হৃদয়ে তার সারাক্ষণ দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে তার মনের সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে লাগল। তার কোন ভয় নেই। তার এ সফরের কারণে কেউ তাকে সন্দেহও করবে না। কারণ, এখন কুরাইশের বন্দীদের পরিজনেরা বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে প্রায়ই মদীনায় আসা যাওয়া করছে।

***

উমাইর ইবনে ওহাব তার তরবারীকে শান দিয়ে তকতকে ঝকঝকে করল। তারপর তাতে মারাত্মক বিষ মেখে খাপে পুরে নিল।

এরপর ঘোড়া প্রস্তুত করে তার পিঠে চড়ে বসল এবং মদীনার দিকে রওনা হয়ে গেল। তার হৃদয় তখন বিদ্বেষে ভরপুর। তার মাথায় তখন ষড়যন্ত্র আর অনিষ্টের চিন্তা পরিপূর্ণ।

মদীনায় পৌঁছে উমাইর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে মসজিদে নববীর দিকে গেল। মসজিদের দরজার অদূরে পৌঁছে সে উটকে বসিয়ে তার পিঠ থেকে নেমে পড়ল।

***

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) তখন কয়েকজন সাহাবীর সাথে মসজিদের দরজার নিকটে বসেছিলেন। তারা বদরের স্মৃতিচারণ করছিলেন। কুরাইশের বন্দী আর নিহতদের আলোচনা করছিলেন। মুহাজির আর আনসার মুসলমানের বীরত্বের কাহিনীগুলো বলছিলেন। তাদের প্রতি আল্লাহর অবিশ্বাস্য সাহায্য আর শত্রুদের পরাজয় আর লাঞ্ছনার বিষয়গুলোরও আলোচনা করছিলেন।

হঠাৎ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর দৃষ্টি উমাইর ইবনে ওহাবের উপর নিপতিত হল। সে ঘোড়া থেকে নামছে এবং তরবারী ঝুলিয়ে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন—

এই তো কুকুর আল্লাহর শত্রু উমাইর ইবনে ওহাব। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় কোন দূরভিসন্ধি নিয়ে এসেছে। মক্কায় সে মুশরিকদের আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত। বদরের পূর্ব পর্যন্ত সে তাদের গুপ্তচর ছিল। তারপর সঙ্গীদের বললেন, যাও, দ্রুত রাসূলের নিকট যাও। তাঁকে ঘিরে রাখ। সতর্ক থেকো, এই খবীস কুচক্রী যেন গাদ্দারী করতে না পারে।

তারপর হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছুটে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তো আল্লাহর শত্রু উমাইর ইবনে ওহাব। তরবারী ঝুলিয়ে এসেছে। নিশ্চয়

কোন দূরভিসন্ধির জন্যে এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এস।

হযরত উমর (রাযিঃ) উমাইর ইবনে ওহাবের নিকট ছুটে গেলেন। তার কলার চেপে তরবারীর বেল্ট দিয়ে গর্দান পেঁচিয়ে ধরলেন। তারপর টেনে টেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে এলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা দেখে উমর (রাযিঃ)কে বললেন, হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। তারপর বললেন, তুমি তার থেকে সরে দাঁড়াও। উমর (রাযিঃ) সরে দাঁড়ালেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইর ইবনে ওহাবের দিকে ফিরে তাকালেন ও বললেন—

হে উমাইর! এগিয়ে এস। উমাইর এগিয়ে এসে বলল, সুপ্রভাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমাইর! আল্লাহ আমাদেরকে এর চেয়ে সুন্দর একটি শুভেচ্ছা বিনিময় পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তা হল সালাম দেয়া। এটা জান্নাতীদের শুভেচ্ছা বিনিময় পদ্ধতি।

উমাইর বলল, আপনি আমাদের শুভেচ্ছা বিনিময় পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ নন। আর আপনার পদ্ধতি তো একেবারে অভিনব।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমাইর, তুমি কেন এলে?

উমাইর বলল, আপনাদের হাতে বন্দী আমার ছেলের মুক্তির প্রত্যাশায় এসেছি। সুতরাং সে ব্যাপারে আমার সাথে সদাচরণ করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে কাঁধে ঝুলানো তরবারীটির কী প্রয়োজন?

উমাইর বলল, তরবারী ধ্বংস হোক। বদরের দিন কি তা আমাদের কোন উপকার করতে পেরেছে?!!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমাইর! সত্য বল, কেন তুমি এসেছো?

উমাইর বলল, শুধু এজন্যই এসেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তুমি আর সফওয়ান ইবনে উমাইয়া কালো পাথরের অদূরে বসে কুরাইশের নিহত ব্যক্তিদের আলোচনায় লিপ্ত ছিলে। তারপর তুমি বলেছিলে, হায়! যদি আমার ঋণের বোঝা আর পরিজনের প্রতিপালনের দায়িত্ব না থাকত, তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করতাম। তখন সফওয়ান ইবনে উমাইয়া আমাকে হত্যার শর্তে তোমার ঋণের ও পরিবার পরিজনদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছে। শোন, আল্লাহ তোমার ও আমার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টিকারী।

উমাইর ক্ষণকাল হতবাক ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে রইল। তারপর বলল, আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল।

এরপর উমাইর বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের নিকট ঊর্ধ্বলোকের যে সংবাদ, যে ওহী নিয়ে আসতেন আমরা তা মিথ্যা বলতাম। কিন্তু সফওয়ানের সাথে আমার এ ষড়যন্ত্রের কথা সে আর আমি ছাড়া দুনিয়ার কেউ জানে না।

আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহই তা আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি আমাকে ইসলামের হিদায়াত দানের জন্য আপনার নিকট টেনে এনেছেন। তারপর বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তিনি তখন মুসলমান হয়ে গেলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দাও। তাকে কুরআন শিক্ষা দাও আর তার ছেলেকে মুক্ত করে দাও।

***

উমাইর ইবনে ওহাবের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হল। এমনকি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেললেন, উমাইর যখন রাসূলের নিকট এল তখন তার চেয়ে একটি শূকরও আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আর সে এখন আমার নিকট আমার কতক পুত্রের চেয়ে অধিক প্রিয়।

***

উমাইর যখন ইসলামী শিক্ষায় নিজেকে পূতপবিত্র করছিল, কুরআনের আলোকে হৃদয়কে টইটম্বুর করছিল, আর মক্কা ও মক্কাবাসীদের কথা ভুলে জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন ও মূল্যবান সময় কাটাচ্ছিল ঠিক তখন সফওয়ান ইবনে উমাইয়া নিজেকে বহু অলীক বর্ণিল আশায় প্রবোধ দিচ্ছিল। কুরাইশের সভা মজলিসে ঘুরে ঘুরে বলছিল—

'সত্বর এক মহা সুসংবাদ শুনতে পাবে, যা তোমাদের বদরের নির্মম বেদনার কথা ভুলিয়ে দিবে।'

***

সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার প্রতীক্ষা যখন ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল এবং হৃদয় ক্রমেই অস্থির ও বেচাইন হয়ে পড়তে লাগল তখন সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কাফেলার লোকদের ওহাব ইবনে উমাইরের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। কিন্তু কারো নিকট সন্তোষজনক উত্তর পেত না।

অবশেষে একদিন এক অশ্বারোহী এসে বলল, উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেছে।

সংবাদটি বজ্রের ন্যায় তার মর্মমূলে আঘাত হানল। কারণ সে বিশ্বাস করত, পৃথিবীর সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেও উমাইর কিছুতেই তা গ্রহণ করবে না।

এদিকে উমাইর ইবনে ওহাব (রাযিঃ) ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে, যথাসাধ্য আল্লাহর কালাম মুখস্থ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবনে একটি সময় কেটে গেছে যখন আমি দিনরাত আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে ব্যস্ত থাকতাম, মুসলমানদের নির্বিচারে কষ্ট দিতাম, নির্যাতন করতাম।

আমি এখন মনেপ্রাণে চাই, আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি মক্কায় ফিরে যাব। কুরাইশদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করব। যদি তারা কবুল করে, তবে তো অত্যন্ত ভাল কাজ করল আর যদি তারা আমার থেকে বিমুখ হয়, তাহলে আমি তাদেরকে তাদের ধর্মের কারণে নির্যাতন নিপীড়ন করব যেমন সাহাবীদের নির্যাতন করতাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি সোজা মক্কায় চলে এলেন এবং সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নিকট গিয়ে বললেন—

হে সফওয়ান! তুমি মক্কার এক স্বনামধন্য সর্দার। কুরাইশের বুদ্ধিমানদের অন্যতম। তুমি কি মনে কর, তোমরা যে পাথরের পূজা করছো এবং তার সন্তুষ্টির জন্য পশু বধ করছো তা বুদ্ধির বিচারে ধর্ম হতে পারে? ! !

আর আমি তো সাক্ষ্য দেই, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

***

তারপর উমাইর ইবনে ওহাব (রাযিঃ) মক্কায় লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে লাগলেন। ফলে তার হাতে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করল।

আল্লাহ উমাইর ইবনে ওহাব (রাযিঃ)কে প্রভূত প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং তার কবরকে নূরে নূরান্বিত করুন।

হযরত বারা ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ)

সাবধান! বারাকে কিন্তু কোন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি বানাবে না। তাহলে ভয় হয়, সে নির্দ্বিধায় সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোটা বাহিনীকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাবে।

—হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)

হযরত বারা ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ)

উস্কুখুস্কু অপরিপাটি তাঁর চুল। ধুলো-মলিন তাঁর দেহ। একেবারে শীর্ণ তাঁর কায়া। দর্শকের দৃষ্টি অনিচ্ছা সত্ত্বে তাঁর উপর পড়লেও তৎক্ষণাৎ তা ফিরে আসে।

এতদসত্ত্বেও তিনি রণাঙ্গনে অগণিত যোদ্ধাকে বীরবিক্রমে হত্যা করা ছাড়াও মল্লযুদ্ধে একাকী একশ' বীর যোদ্ধাকে অবলীলাক্রমে হত্যা করেছিলেন।

তিনি হলেন অকুতোভয় অগ্রগামী বীরযোদ্ধা, যাঁর সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট লিখেছেন, সাবধান! তাঁকে কোন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি বানাবে না। তাহলে ভয় হয়, সে নির্দ্বিধায় সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোটা বাহিনীকে ধ্বংসের মুখে ঢেলে দিবে।

তিনি হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত খাদেম আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর ভাই বারা ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ)।

আমি যদি বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর অসম বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কাহিনীগুলো বর্ণনা করতে থাকি, তাহলে আলোচনা দীর্ঘ হবে। স্থান সংকীর্ণ হবে। তাই তার রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল জীবনী থেকে একটি মাত্র বীরত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করব। আর তাই তোমাকে অন্যান্য ঘটনার সংবাদ দিবে।

***

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত ও মহান আল্লাহর সাথে মিলনের পরপরই এ ঘটনা শুরু হয়। যখন আরবের কবীলারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল যেমন তারা দলে দলে প্রবেশ করেছিল। পরিস্থিতি এমন গুরুতর হল যে, মক্কা,

মদীনা, তায়েফ ও এদিক সেদিকের ছিটেফোঁটা কিছু লোক যাদের হৃদয়কে আল্লাহ ঈমানের উপর দৃঢ় রেখেছিলেন, এদের ছাড়া আর কেউ ইসলামে অবিচল রইল না।

***

অন্ধকারাচ্ছন্ন ধ্বংসাত্মক এই ফেতনার মুকাবিলায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নিশ্চল পর্বতমালার ন্যায় অবিচল রইলেন এবং মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে এগারোটি মুজাহিদ বাহিনী তৈরী করলেন এবং এ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এগারোজন সেনাপতি নিয়োগ করলেন। তারপর তাদের আরব উপদ্বীপের দিকে দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা ধর্মত্যাগীদের হিদায়াত ও সত্যের পথে নিয়ে আসবে এবং তরবারী প্রয়োগ করে হলেও পথচ্যুতদের পথে নিয়ে আসবে।

সংখ্যার আধিক্যে আর শক্তির প্রচণ্ডতায় এই ধর্মত্যাগীদের শীর্ষে ছিল মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের অনুসারী বনু হানীফা গোত্রের লোকেরা।

মুসায়লামার নেতৃত্বে তার অনুসারী দুর্ধর্ষ চল্লিশ হাজার অসম বীরযোদ্ধা এসে সমবেত হল।

তাদের অধিকাংশ গোত্রীয় প্রীতির টানে মুসায়লামার পতাকাতলে সমবেত হল। তার প্রতি ঈমান আনল না। তাই তাদের কেউ কেউ বলেও ফেলল—

আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুসায়লামা মিথ্যাবাদী আর মুহাম্মদ সত্যবাদী তবে রবীয়া গোত্রের মিথ্যাবাদী কুরাইশের সত্যবাদীর চেয়ে আমাদের নিকট অধিক প্রিয়।

***

ইকরামা ইবনে আবু জাহেলের নেতৃত্বে মুসলমানদের যে প্রথম বাহিনীটি গিয়েছিল মুসায়লামা তাকে পরাজিত করল এবং পিছিয়ে আসতে বাধ্য করল।

ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ)এর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ বাহিনীতে বিশিষ্ট আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের সমন্বয় করলেন। এদের সবার শীর্ষে ছিলেন বারা ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ) আরো অনেক নির্ভীক অকুতোভয় দুর্ধর্ষ সাহাবী।

***

নজদের ইয়ামামার প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখী হল। যুদ্ধ শুরুর পরপরই মুসায়লামা ও তার বাহিনীর বিজয়ের পাল্লা ভারী হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর পদতলের ভূমি কেঁপে উঠল। তারা ক্রমেই তাদের অবস্থান থেকে সরে আসতে লাগল। এমনকি মুসায়লামার বাহিনী খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ)এর তাঁবুতে আক্রমণ করে তা উপড়ে ফেলল এবং তার স্ত্রীকে মেরেই ফেলত যদি তাদের এক যোদ্ধা তাকে নিরাপত্তা না দিত।

তখন মুসলমানগণ ভয়াবহ বিপদের কথা অনুভব করলেন, তারা বুঝতে পারলেন, যদি আজ তারা মুসায়লামার বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করে তাহলে ইসলাম এরপর আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। আর আরব উপদ্বীপে লা–শরীক এক আল্লাহর আর ইবাদত করা হবে না। তাই খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ) নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করলেন। আনসার ও মুহাজিরদের পৃথক করলেন এবং প্রত্যেক গোত্রকে অন্য গোত্র থেকে আলাদা করে দিলেন।

তারপর প্রত্যেক পিতার সন্তানদের একত্রিত করে তাদেরই একজনের হাতে পতাকা তুলে দিলেন। যেন রণাঙ্গনে প্রতিটি গোত্রের বিপদের কথা জানা যায় আর মুসলমানগণ কোন্ দিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে তা জানা যায়।

***

উভয় দলের মাঝে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হল। ইতিপূর্বে মুসলিম যোদ্ধাগণ এর কোন নজীর দেখেননি। রণক্ষেত্রে মুসাইলামার গোত্রের

লোকেরা অবিচল পর্বতমালার ন্যায় স্থির হয়ে রইল। তাদের অনেকে নিহত হওয়ার প্রতিও কোন ভ্রূক্ষেপ করল না। আর মুসলমানগণ এমন অলৌকিক বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা দেখাল যে, যদি তা সবিস্তারে লিবিপদ্ধ করা হত, তাহলে তা লোমহর্ষক রণকাব্যে পরিণত হত।

এই তো আনসারদের পতাকাবাহী সাবেত ইবনে কাইস। সুগন্ধি ব্যবহার করে কাফন পরিধান করল ও নিজের জন্য একটি কবর খুঁড়ে তাতে নেমে পড়ল। স্বগোত্রীয় বিজয়ী পতাকা তুলে স্থির ও অবিচল রইল এবং যুদ্ধ করতে করতে সেখানেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে লুটিয়ে পড়লেন।

এই তো উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর ভাই যায়েদ ইবনে খাত্তাব। মুসলমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে—

'হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! দাঁতে দাঁত কামড়ে স্থির থাক। শত্রুদের খতম করতে থাক। পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে যাও।

হে ভাইয়েরা! আল্লাহর কসম! এ কথার পর আর কোন কথা বলব না। হয় মুসায়লামা পরাজিত হবে, অন্যথায় আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে মিলিত হব।'

তারপর তিনি শত্রু সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

আর ঐ তো আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালেম। মুহাজির সাহাবীদের পতাকা বহন করছে। ফলে গোত্রের লোকেরা ভয় পেল, হয় তো সে দুর্বল হয়ে পড়বে, অটল অবিচল থাকতে পারবে না। তাই তারা তাঁকে বলল—

'আমরা আশংকা করছি, আপনার দিক থেকেই আমরা আক্রান্ত হব।'

তিনি বললেন, যদি তোমরা আমার দিক থেকে আক্রান্ত হও তাহলে তো আমি নিকৃষ্ট কুরআন ধারণকারী হব। তারপর তিনি আল্লাহর শত্রুদের উপর বীরবিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন।

কিন্তু এদের সকলের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ) যুদ্ধের ভয়াবহতা ও তীব্রতা দেখে বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর দিকে ফিরে বললেন, হে আনসার যুবক! ঐ তাদের দিকে যাও।

তখন বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ) তার গোত্রের লোকদের দিকে ফিরে বললেন—

'হে আনসারগণ! সাবধান!! তোমাদের কেউ যেন মদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা না করে, তাহলে আজকের পর তোমাদের কোন মদীনা থাকবে না।'

নিঃসন্দেহে সামনে এক আল্লাহ রয়েছেন তারপর জান্নাত।

এরপর তিনি মুশরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর তার সাথে তার গোত্রের লোকেরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা ব্যুহ ভেদ করতে লাগলেন আর আল্লাহর শত্রুদের গর্দানে তরবারীকে কাজে লাগাতে লাগলেন। ফলে মুসায়লামা ও তার সহযোদ্ধাদের অবস্থান শিথিল হয়ে গেল। তারা পার্শ্ববর্তী এক বাগিচায় আশ্রয় নিল। সেদিনের মৃতের সংখ্যা অত্যাধিক হওয়ার কারণে ইতিহাসে তা মৃত্যু–বাগিচা নামে খ্যাত।

***

এই মৃত্যু–বাগিচাটি ছিল সুবিস্তৃত, সুউচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। মুসায়লামা ও তার হাজার হাজার যোদ্ধা বাগিচার ফটক বন্ধ করে দিল। সুউচ্চ দেয়ালের কারণে তারা তাকে দূর্গরূপে ব্যবহার করল এবং মুসলমানদের উপর তারা তীর বর্ষণ করতে লাগল। মুসলমানদের উপর বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষিত হতে লাগল।

ঠিক তখন দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ) বীরদর্পে এগিয়ে এলেন এবং বললেন—

'হে আমার গোত্রের লোকেরা! আমাকে একটি ঢালের উপর রেখে ঢালটি কয়েকটি নেজা দ্বারা তুলে আমাকে বাগিচার ফটকের নিকট নিক্ষেপ কর। হয় আমি শহীদ হব, না হয় আমি তোমাদের জন্য দরজা খুলে দিব।

***

চোখের পলকে বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ) একটি ঢালের উপর বসলেন। তিনি ছিলেন একেবারে শীর্ণকায়। তাই সহজেই বেশ কিছু নেজা তাকে তুলে মুসায়লামার হাজার হাজার সৈন্যদের মাঝে মৃত্যু–বাগিচায় নিক্ষেপ করল। বজ্রের ন্যায় তিনি তাদের উপর আপতিত হলেন এবং ফটকের সামনে যুদ্ধ করলেন ও তাদের গর্দানে তরবারীকে কাজে লাগাতে লাগলেন। মুহূর্তে তিনি তাদের দশজনকে হত্যা করে ফটক খুলে দিলেন। তখন তার শরীর আশির অধিক তীর ও তলোয়ারের আঘাতে ক্ষত–বিক্ষত।

মুসলমানগণ তখন ফটক দিয়ে, দেয়াল টপকে মৃত্যু–বাগিচায় উপচে পড়ল এবং মুরতাদদের গর্দানে তরবারীর আঘাত করতে লাগল। প্রায় বিশ হাজার মুরতাদকে হত্যা করার পর তারা মুসায়লামার নিকট গিয়ে পৌছল এবং তাকে ধরাশায়ী করল।

***

চিকিৎসা করার জন্য বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)কে তার কায্ওয়ায় নেয়া হল। খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ) এক মাস তার চিকিৎসা করলেন। সেবা শুশ্রূষা করলেন। অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ হিসাবে তার নাম চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

***

মৃত্যু–বাগিচায় শাহাদাতের যে সুপেয় সুধা তিনি পান করতে পারেননি তার প্রতি তার আগ্রহ ক্রমেই বাড়তেই লাগল।

তার মহান আশা পূরণ ও নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের তামান্না বাস্তবায়নের জন্য একের পর এক যুদ্ধে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের তুস্তর নগরী বিজয় দিবসে এসে পৌছলেন। পারস্য সৈন্যরা একটি সুউচ্চ

পিচ্ছিল দূর্গে আশ্রয় নিল। মুসলিম বাহিনী তাদের অবরোধ করল। বাজুবন্ধ বাজুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার ন্যায় তারা তাদের ঘিরে ফেলল। তখন পারস্য সৈন্যরা কিল্লার প্রাচীরের উপর থেকে আচমকা লোহার শিকলে বাধা উত্তপ্ত লাল টকটকে আংটা ফেলত। মুসলমানদের গায়ে তা বিঁধে শরীরের সাথে লেগে যেত। তখন তারা তা টেনে তুলতে তুলতেই হয়তো আক্রান্ত ব্যক্তিটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত, না হয় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যেত।

তার একটি আংটা বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর ভাই আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর গায়ে বিঁধে গেল। বারা (রাযিঃ) তা দেখেই কিল্লার দেয়ালে ঝাঁপ দিলেন এবং যে শিকলটি তার ভাইকে তুলে নিচ্ছিল তা ধরে ফেললেন। তারপর ভাইয়ের শরীর থেকে আংটাটি বের করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে তার হাত পুড়ে ধোঁয়া উঠতে লাগল। কিন্তু সে দিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি যখন তার ভাইকে মুক্ত করে নিয়ে মাটিতে নেমে এলেন তখন তার হাতে গোশতের কিছুই ছিল না। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এ যুদ্ধে বারা ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ) আল্লাহর নিকট শাহাদাতের প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তার দু'আ কবুল করলেন এবং এ যুদ্ধেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে চির পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন।

***

আল্লাহ জান্নাতে বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর চেহারাকে সজীব সুন্দর করুন এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে তাঁর চোখকে শীতল করুন। আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে সন্তুষ্ট আর তিনিও আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট।

হযরত উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাযিঃ)

হযরত উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাযিঃ)

উম্মে সালামা! তুমি কি জান এই মহীয়সী নারী উম্মে সালামা কে?!

তাঁর পিতা বনু মাখযূমের স্বনামধন্য শীর্ষস্থানীয় এক সর্দার। আরবের হাতেগোনা দানশীলদের অন্যতম এক দানশীল ব্যক্তি। এমনকি তাঁকে 'আরোহীর পাথেয়' নামে বিভূষিত করা হয়। কারণ কেউ তাঁর বাড়িতে এলে বা তাঁর সাথে সফর করলে কোন পাথেয় সংগ্রহ করত না।

আর তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ (রাযিঃ)। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দশজনের একজন ছিলেন। তাঁর পূর্বে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ও হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি।

তাঁর নাম হিন্দ। তাঁর উপনাম উম্মে সালামা। উপনামেই তিনি বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

***

উম্মে সালামা তাঁর স্বামীর সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনিও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিনী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ক্ষেপে উঠল। ক্রোধে ক্রোধে অধীর হয়ে উঠল। তারা তাদের নির্মম নির্যাতন করতে লাগল, যা কঠিন শিলাকে কাঁপিয়ে তুলে। কিন্তু তবুও তারা দুর্বল হলেন না। ভেঙ্গে পড়লেন না। কম্পমান হলেন না।

কিন্তু তাদের উপর অত্যাচার যখন কঠিন থেকে কঠিন রূপ ধারণ করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবসায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন, তখন তারা ছিলেন মুহাজিরদের সর্বাগ্রে।

***

উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামী পরদেশে চলে গেলেন। পশ্চাতে মক্কায় ফেলে গেলেন উঁচু বাড়ি, সমুন্নত ইজ্জত ও সম্ভ্রান্ত বংশ-মর্যাদা। আল্লাহর নিকট তিনি ঐ সবকিছুর পুণ্যের প্রত্যাশা করলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে তুচ্ছ মনে করলেন।

উম্মে সালামা ও তাঁর সঙ্গীরা নাজ্জাসীর যে সহায়তা পেয়েছে তা সত্ত্বেও ওহীর অবতরণ ক্ষেত্র মক্কা ও হিদায়াতের উৎস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ তাঁর ও তাঁর স্বামীর হৃদয়কে উদ্বেলিত করত।

অতঃপর হাবশায় হিজরতকারী সাহাবীদের নিকট একের পর এক সংবাদ পৌছতে লাগল যে, মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ) ও উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে। কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা কিছুটা রহিত করেছে। তাই একদল মুসলমান মক্কায় ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করল। আগ্রহ তাদের টেনে নিয়ে চলল। উদ্দীপনা তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকল।

তখন উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামী প্রত্যাগমনকারী দলের অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হাবসার মুহাজিরদের মধ্য হতে যারা মক্কায় ফিরে এসেছিল স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা যে সংবাদ পেয়েছিল তা সত্য নয়। বাড়াবাড়িতে ভরা। হযরত উমর ও হামযা (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ যে শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কুরাইশরা তা প্রচণ্ড আক্রমণে প্রতিহত করেছে।

মুসলমানদের শাস্তি প্রদান ও ভীতি প্রদানে তারা বিচিত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শাস্তির অভিনব পন্থা অবলম্বন করে তাদের নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দিচ্ছে।

এমনি পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। তখন উম্মে

সালামা ও তাঁর স্বামী দ্বীন ও ঈমানের হিফাযতের লক্ষ্যে ও কুরাইশদের নির্মম নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে মদীনায় হিজরত করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

কিন্তু উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামীর হিজরত করা তাদের ধারণা মতে সহজ সাধ্য ছিল না। তা ছিল বিপদসংকুল, তিক্ততায় ভরা। তা ছিল এমন ট্রাজেডি, এমন বেদনাময় কাহিনী যা সকল ট্রাজেডি, সকল বেদনাময় কাহিনীকে ম্লান করে দিয়েছে।

তা হলে উম্মে সালামা (রাযিঃ)কেই কথা বলার সুযোগ দেয়া হোক। তিনি যেন তাঁর বেদনাময় কাহিনীটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন। কারণ তিনিই তাঁর অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ ও সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন এবং তিনিই তা সুন্দর ও নিখুঁতভাবে চিত্রিত করতে পারবেন।

উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলেন, আবু সালামা মদীনায় হিজরতের প্রতিজ্ঞা করে আমার জন্য একটি উট প্রস্তুত করলেন। আমাকে তাতে চড়িয়ে দিলেন। আমাদের সন্তান সালামাকে আমার কোলে তুলে দিলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে সহ উটটি টেনে নিয়ে চললেন। তিনি কোন কিছুর ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমার গোত্র বনু মাখযূমের কতিপয় লোক আমাদের দেখে ফেলল। তারা আমাদের পথ রোধ করে আবু সালামাকে বলল, তুমি তোমার ব্যাপারে স্বাধীন। যা খুশি তা কর কিন্তু তোমার এই স্ত্রীর খবর কি?

সে আমাদের মেয়ে। সুতরাং কিসের ভরসায় আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব যে, তুমি তাকে নিয়ে চলে যাবে এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে?!

ব্যস, তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমাকে তাঁর থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিল।

আমার স্বামীর গোত্র বনু আসাদের লোকেরা যখন তাদের দেখল যে, তারা আমাকে ও আমার সন্তানকে ছিনিয়ে নিচ্ছে, তারা তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। বলল—

"আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের ছেলের নিকট থেকে তোমাদের মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েছো। সুতরাং আমরাও আমাদের মেয়েকে

তোমাদের কাছে রাখব না। সে আমাদের সন্তান। আমাদের মেয়ে। তাই আমরাই তার বেশী দাবীদার।

তারপর তারা আমার সামনেই আমার মেয়ে সালামাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। অবশেষে তারা হাতের বন্ধনা খুলে ফেলল ও সালামাকে ছিনিয়ে নিল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি একা, নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম।

আমার স্বামী দ্বীন ও ঈমান নিয়ে মদীনায় চলে গেলেন আর আমার সন্তানকে বনু আবদুল আসাদের লোকেরা আমার দু' হাতের মাঝ থেকে ভেঙে চুরে নিয়ে গেল।

আর আমার গোত্র বনু মাখযূমের লোকেরা আমাকে তাদের নিকট নিয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে আমার, আমার স্বামীর ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

সেদিনের পর থেকে আমি প্রত্যহ সকালে বালু–কংকরের প্রান্তরে ছুটে যেতাম। সে স্থানে গিয়ে বসতাম যে স্থান আমার বেদনাময় হৃদয়বিদারক ঘটনাটি দেখেছে। তারপর সেই মুহূর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করতাম যে সময়ে আমার, আমার সন্তান ও আমার স্বামীর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে আর কাঁদতাম। এমনকি রাত আমার উপর আবরণ ঢেলে দিত।

এভাবে এক বৎসর বা প্রায় এক বৎসর কেটে গেল। একদিন আমার চাচার বংশের এক লোক এল। আমার করুণ অবস্থা দেখে তার মায়া হল। সে আমার গোত্রের লোকদের গিয়ে বলল—

'আহা! তোমরা এই অবলা নারীটিকে কেন ছেড়ে দিচ্ছ না?! তার, তার স্বামী ও তার সন্তানের মাঝে তোমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়েছো।'

সে তাদের হৃদয়কে কোমল করতে লাগল আর তাদের দয়া–মায়াকে আকর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে তারা আমাকে বলল—

'ইচ্ছে করলে তুমি তোমার স্বামীর নিকট যেতে পার।'

কিন্তু আমার সন্তান, আমার হৃদয়ের টুকরোকে মক্কায় বনু আবদুল আসাদের নিকট রেখে আমি কিভাবে মদীনায় আমার স্বামীর নিকট যেতে পারি?!

কিভাবে সম্ভব যে, আমার দুঃখ জ্বালা শান্ত হয়ে যাবে, আমার চক্ষু অশ্রুবর্ষণ বন্ধ করে দিবে অথচ আমি থাকব মদীনায় আর আমার শিশু সন্তান থাকবে মক্কায়। তার ভাল-মন্দ কিছুই আমি জানব না? ! !

কতক হৃদয়বান ব্যক্তি তখন আমার দুঃখ বেদনার কথা উপলব্ধি করতে পারল। আমার করুণ অবস্থা দেখে তাদের হৃদয় বিগলিত হল। আমার ব্যাপার তাদের দয়ার উদ্রেক করল। ফলে তারা আমার মেয়ে সালামাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিল।

***

সফরসঙ্গী পাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার ভয় হচ্ছিল, আমার ধারণার বাইরে কিছু ঘটে যাবে। ফলে স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন কিছু হয়তো বাধা সৃষ্টি করবে।

তাই আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে একটি উট প্রস্তুত করলাম। মেয়েটিকে আমার কোলে তুলে নিলাম এবং স্বামীর সাথে মিলনের আশায় আমি মদীনার পথে বেরিয়ে পড়লাম। অথচ তখন আমার সাথে কেউ নেই।

তানঈমে পৌছলে উসমান ইবনে তালহার সাথে দেখা হল। তিনি বললেন—

'হে 'আরোহীর পাথেয়'এর মেয়ে! কোথায় যাচ্ছো?'

আমি বললাম, মদীনায় আমার স্বামীর নিকট যাচ্ছি।

তিনি বললেন, তোমার সাথে কি কেউ নেই?

আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তারপর আমার এই সন্তান ছাড়া আমার সাথে আর কেউ নেই।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! মদীনায় পৌছা পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছুতেই একাকী ছাড়ছি না। তারপর তিনি আমার উটের লাগাম ধরলেন এবং আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন।

আল্লাহর কসম করে বলছি, তার চেয়ে অধিক ভদ্র, অধিক সম্ভ্রান্ত কোন আরবের সংস্পর্শে আমি ইতিপূর্বে আসিনি। কোন মনজিলে

পৌঁছলে তিনি আমার উটকে বসাতেন। তারপর দূরে সরে যেতেন। আমি মাটিতে নেমে স্থির হয়ে দাঁড়ালে তিনি উটের নিকট যেতেন এবং কাজওয়াটি নামাতেন। তারপর উটটিকে একটি গাছের নিকট টেনে নিয়ে তার সাথে বাঁধতেন। তারপর আমার থেকে সরে আরেকটি গাছের নিকট চলে যেতেন এবং তার ছায়ায় শুয়ে পড়তেন।

যাত্রার সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আমার উটের নিকট আসতেন। তাকে প্রস্তুত করতেন। তারপর আমার কাছে নিয়ে আসতেন ও আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বলতেন, উঠে পড়ুন। আমি উঠে উটের উপর স্থির হয়ে বসলে তিনি এগিয়ে আসতেন এবং উটের লাগাম ধরে চলতে থাকতেন।

***

এভাবে চলতে চলতে একদিন আমরা মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলাম। কুবায় বনু আমর ইবনে আউফের এক পল্লী দেখে তিনি আমাকে বললেন, এ পল্লীতে তোমার স্বামী আছে। আল্লাহর বরকত সহ তুমি তার নিকট চলে যাও। তারপর তিনি মক্কার পথে ফিরে গেলেন।

***

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর স্বামী–স্ত্রীর মিলন হল। স্বামীকে পেয়ে উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর চক্ষু শীতল হয়ে গেল। আর আবু সালামা স্ত্রী ও সন্তানকে পেয়ে সৌভাগ্যবান হলেন। আনন্দিত হলেন। এরপর চোখের পলকে বহু ঘটনা দুর্ঘটনা দ্রুত ঘটে যেতে লাগল।

এই তো বদর যুদ্ধ। আবু সালামা তাতে উপস্থিত হলেন এবং মুসলমানদের সাথে ফিরে এলেন। তারা অভাবনীয় বিজয় অর্জন করেছেন।

আর এই তো উহুদ যুদ্ধ। বদরের পর তিনি উহুদের যুদ্ধ–সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অপূর্ব শৌর্য–বীর্য দেখিয়ে তিনি যুদ্ধ করলেন। কিন্তু

একটি মারাত্মক ক্ষত নিয়ে তিনি রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন। অব্যাহত চিকিৎসার কারণে তার মনে হল ক্ষতস্থানটি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষতস্থানটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে শুকিয়ে গেলেও ক্ষতই রয়ে গেল। অল্প কিছুদিন পরই তা পঁচে ফুলে উঠল। আবার আবু সালামা শয্যা গ্রহণ করলেন।

আবু সালামা যখন তার ক্ষত স্থানটির চিকিৎসা করছিলেন তখন একদিন তার স্ত্রীকে বললেন, হে উম্মে সালামা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কেউ বিপদে পড়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়ে, তারপর বলে—

اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِىْ هٰذِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَخْلِفْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

[অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার এই বিপদে আপনার নিকট পুণ্যের আশা করি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় (স্থলাভিষিক্ত) দান করুন।]

তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে তা দান করেন।

***

আবু সালামা (রাযিঃ) কয়েকদিন বিছানায় পড়ে রইলেন। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে এলেন। দেখাশোনা শেষ করে ফেরার পথে যেই মাত্র তিনি ঘরের দরজা অতিক্রম করছিলেন ঠিক তখন আবু সালামা ইহজীবন ত্যাগ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে স্বহস্তে তার দু' চোখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর আকাশের নীলিমায় দৃষ্টি তুলে বললেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمُقَرَّبِيْنَ. وَ اخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ. وَافْسَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ. وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ-

[অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও। নৈকট্যশীল বান্দাদের

মাঝে তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত কর। তারপর তাঁর পরিজনদের তুমিই যিম্মাদার হয়ে যাও। আমাদেরকে ও তাঁকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া রাব্বাল আলামীন! তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাঁকে নূরে নূরান্বিত করে দাও।]

উম্মে সালামা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু সালামার বর্ণিত সেই হাদীসটির কথা স্মরণ করলেন। তারপর বললেন—

اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيبَتِى هٰذِهٖ

[অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার এই বিপদে আপনার নিকট পুণ্যের আশা করি।]

কিন্তু একথা বলতে তার মন চাইল না

اَللّٰهُمَّ اَخْلِفْنِى فِيْهَا خَيْرًا مِّنْهَا

[অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন।]

কারণ, বারবার তিনি নিজেকে প্রশ্ন করছিলেন, আবু সালামার চেয়ে উত্তম জীবনসঙ্গী আর কে হতে পারে?!

কিন্তু তবুও তিনি দু'আটি পরিপূর্ণভাবেই পাঠ করলেন।

***

উম্মে সালামার এই বিপদে মুসলমানগণ এমন মর্মাহত ও ব্যথিত হলো, যা ইতিপূর্বে কারো বিপদের সময় ঘটেনি। তাই তাঁরা তাঁকে 'আয়্যিমুল আরব' অর্থ গোটা আরবের বিধবা নামে অভিহিত করল।

কারণ, কবুতর পাখীর পশমহীন ছানার ন্যায় দুগ্ধপোষ্য ছোট্ট মেয়েটি ছাড়া মদীনায় আর কেউ তাঁর ছিল না।

***

মুহাজির ও আনসার সবাই তাদের উপর উম্মে সালামার নৈতিক দাবীর কথা অনুধাবন করল। তাই আবু সালামার মৃত্যুর কারণে ইদ্দতের দিনগুলো শেষ হতে না হতেই আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বিয়ের প্রস্তাব

পাঠালেন। উম্মে সালামা তাতে সাড়া দিলেন না।

তারপর উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) প্রস্তাব দিলেন। তাতেও উম্মে সালাম রাজী হলেন না।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের প্রস্তাব দিলে উম্মে সালামা তাঁকে বললেন—

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তিনটি ত্রুটি আছে—

আমি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশালী মহিলা। তাই আমার ভয় হয়, আপনি আমার কিছু দেখে ক্রুদ্ধ হবেন। ফলে তার কারণে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন।

আমি একজন বয়স্কা মহিলা।

আমার সন্তান আছে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার যে আত্মমর্যাদার কথা বললে, আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করব। তিনি তা দূর করে দিবেন।

আর তুমি যে বয়সের কথা বললে, সে ব্যাপারে আমিও তোমার মত।

আর তুমি যে সন্তানের কথা বললে, সে ব্যাপারে কোন চিন্তা করবে না। তোমার সন্তান আমারই সন্তান।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামা (রাযিঃ)কে বিয়ে করলেন। আল্লাহ তাআলা উম্মে সালামার দু'আ কবুল করলেন এবং তাঁকে আবু সালামার চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করলেন।

সেদিন থেকে মাখযূমী গোত্রের হিন্দ শুধুমাত্র সালামারই মা রইলেন না। বরং সকল মুমিনের মা হয়ে গেলেন।

আল্লাহ জান্নাতে উম্মে সাল্লামার চেহারাকে সুন্দর সজীব করুন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর আল্লাহও তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন।

হযরত সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ)

যিনি কুরাইশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ করলেন।

হযরত সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ)

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দিকে আহবানের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করতে চাইলেন। তাই আরব ও অনারব রাজা–বাদশাহদের নিকট আটটি পত্র লিখলেন। ইসলামের দিকে আহবান জানিয়ে তিনি পত্রগুলো তাদের নিকট প্রেরণ করলেন।

যাদের নিকট তিনি পত্র লিখেছিলেন সুমামা ইবনে উসান হানাফী ছিলেন তাদের অন্যতম।

এতে কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নেই। কারণ, জাহেলী যুগে তিনি আরবের এক প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। বনু হানীফার শীর্ষস্থানীয় এক সর্দার ছিলেন। প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ইয়ামামার এক বাদশাহ ছিলেন।

***

সুমামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রটি তুচ্ছতা ও বৈমুখ্যের সাথে গ্রহণ করল।

তার আত্মমর্যাদাবোধ তাকে পাপপঙ্কিলতার পথে নিয়ে গেল। তাই সত্য ও কল্যাণের সে আহবান তার কর্ণকুহরে পৌছাল না। বধির হয়ে রইল।

তারপর তার শয়তান তার উপর চড়াও হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে ও তাঁর সাথে তাঁর দাওয়াতকে সমাধিস্থ করতে উদ্বুদ্ধ করল। তাই সে রাসূলকে হত্যা করার সুযোগের সন্ধানে রইল। অবশেষে সে রাসূলের (নিজের প্রতি) উদাসীনতার সুযোগ পেয়ে গেল এবং নিকৃষ্টতম পাপকাজটি সে করেই বসত যদি শেষ মুহূর্তে তার এক চাচা তাকে এ প্রতিজ্ঞা থেকে না ফিরাত। ফলে আল্লাহ তাঁর নবীকে তার ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি দিলেন।

কিন্তু সুমামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হতে বিরত রইলেও তাঁর সাহাবীদের হত্যা করা থেকে বিরত রইল না। সাহাবীদের ব্যাপারে সে সুযোগের সন্ধানে রইল। অবশেষে কয়েকজন

সাহাবীকে নাগালে পেয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করা ভাল মনে করলেন ও সাহাবীদের মাঝে তা ঘোষণা করে দিলেন।

***

এরপর খুব বেশী দিন অতিবাহিত হল না। সুমামা ইবনে উসাল উমরা আদায়ের প্রতিজ্ঞা করল এবং ইয়ামামা থেকে মক্কার দিকে রওনা হয়ে গেল। মনে তার প্রচণ্ড আশা, ক্বাবা গৃহের তওয়াফ করবে। প্রতিমার সন্তুষ্টির আশার পশু বলি দিবে।

***

সুমামা যখন মদীনার অনতিদূর দিয়ে এক পথ ধরে যাচ্ছে ঠিক তখন তার উপর এমন এক বিপদ আপতিত হল যা সে ধারণাও করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল যোদ্ধা সাহাবী মদীনার পল্লীগুলো পাহারা দিচ্ছিলেন। তাদের আশঙ্কা, হয়তো মদীনায় কোন দুর্ঘটনা ঘটবে বা কেউ অতর্কিতে মদীনায় আক্রমণ করবে।

যোদ্ধা সাহাবীরা সুমামাকে না চিনেই বন্দী করে মদীনায় নিয়ে এলেন এবং মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। তাঁরা অপেক্ষা করছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বন্দীর অবস্থা জানবেন এবং তার ব্যাপারে নির্দেশ দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদের দিকে বেরিয়ে গেলেন ও মসজিদে প্রবেশের ইচ্ছে করলেন, তখন সুমামাকে একটি খুঁটির সাথে বাঁধা দেখতে পেলেন। সাহাবীদের বললেন—তোমরা কি জান কাকে ধরে এনেছো?

সাহাবীগণ বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে হল সুমামা ইবনে উসাল হানাফী, সুতরাং তার সাথে ভাল আচরণ কর।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিজনের নিকট ফিরে গেলেন। বললেন, তোমাদের নিকট যে খাবার আছে তা একত্রিত কর এবং সুমামা ইবনে উসালের নিকট তা পাঠিয়ে দাও।

এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন, যেন তার উষ্ট্রীকে সকাল বিকাল দোহন করা হয় এবং তার দুধ তার নিকট উপস্থিত করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে দেখা করা ও কথা বলার পূর্বেই এ সবকিছু সম্পন্ন করলেন।

***

তারপর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমামার নিকট গেলেন এবং বললেন—

হে সুমামা! তুমি কি ভাবছো?

সুমামা বলল, হে মুহাম্মদ! আমি ভাল কিছুই চিন্তা করছি। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে একজন হত্যাকারীকে হত্যা করলেন। আর যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমা করলেন। আর যদি ধনসম্পদ চান তাহলে যা চাবেন তাই দেয়া হবে।

এরপর এমনি অবস্থায় দু'দিন কেটে গেল। তাকে খাবার ও পানীয় পরিবেশন করা হল। উষ্ট্রীর দুধও তাকে নিয়মিত দেয়া হল।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, হে সুমামা, তুমি কী ভাবছো?

সুমামা বলল, ইতিপূর্বে আমি যা বলেছি তাই ভাবছি। যদি ক্ষমা করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমা করলেন.... যদি হত্যা করেন, তাহলে একজন হত্যাকারীকেই হত্যা করলেন। আর যদি ধনসম্পদ চান তাহলে যা চাবেন তাই দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। পরদিন এসে বললেন, হে সুমামা! কী ভাবছো?

সুমামা বলল, যা আমি আপনাকে বলেছি তাই ভাবছি। যদি ক্ষমা করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমা করলেন। যদি হত্যা করেন, তাহলে একজন হত্যাকারীকেই হত্যা করলেন। আর যদি

ধনসম্পদ চান, তাহলে যা চাবেন তাই দেয়া হবে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও। বন্ধন মুক্ত করে দাও।

***

মসজিদে নববী ত্যাগ করে সুমামা চলে গেল। চলতে চলতে মদীনার এক প্রান্তে বাকী নামক স্থানের নিকটবর্তী এক খেজুর বাগানে গিয়ে পৌছল। সেখানে প্রচুর পানি। পানির নিকট সে তার উট থামাল। উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করল। তারপর মসজিদে নববীর পথ ধরে ফিরে আসল।

মসজিদে নববীতে পৌছেই একদল সাহাবীর নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন ও বললেন—

হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম করে বলছি, পৃথিবীতে আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় চেহারা আমার নিকট আর ছিল না। অথচ এখন তা আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়।

আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার এই ধর্ম আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত ধর্ম ছিল। অথচ এখন তা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম।

আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার এই শহর আমার নিকট সবচেয়ে বেশী নিকৃষ্ট শহর ছিল। অথচ এখন তা আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় শহর।

তারপর বলতে লাগলেন, আমি আপনার কয়েকজন সাহাবীকে হত্যা করেছিলাম। সুতরাং সে অপরাধের জন্য এখন আমার কী করণীয়?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে সুমামা! বিগত জিন্দেগীর কোন অপরাধের জন্য তোমাকে তিরস্কার করা হবে না। কারণ, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল পাপ মোচন করে দেয়।

তারপর ইসলাম গ্রহণের কারণে আল্লাহ তাঁর জন্য যা অবধারিত করে দিয়েছেন তার সুসংবাদ দিলেন।

ফলে আনন্দে সুমামার কপালের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি বললেন—

আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আপনার সাথীদের যে কষ্ট দিয়েছি তার চেয়ে বেশী কষ্ট আমি মুশরিকদের দিব। আর আমি আমাকে, আমার তরবারীকে ও আমার অনুগত লোকদের আপনার ও আপনার ধর্মের সাহায্যে নিয়োজিত রাখব।

তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যোদ্ধা সাহাবীরা আমাকে ধরে এনেছে। অথচ আমি তো উমরা করতে ইচ্ছে করেছিলাম। সুতরাং এখন আমি কি করব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার উমরা পালন করতে চলে যাও। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মতে তা পালন করবে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উমরার বিধি-বিধান শিখিয়ে দিলেন।

***

সুমামা (রাযিঃ) তাঁর লক্ষ্যে চলে গেলেন। মক্কার নিম্ন অঞ্চলে পৌছে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক

লাব্বাইক লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক

ইন্নাল হামদা ওয়াল নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক

লা—শারীকা লাকা .....

তাই সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুসলমান যিনি তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

***

কুরাইশের লোকেরা তালবিয়ার শব্দ শুনে ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়ে এল। কোষ থেকে তরবারী মুক্ত করে নিল এবং ঐ ব্যক্তিকে ধরার জন্য

ছুটল যে তা পাঠ করছে।

কুরাইশের লোকেরা সুমামা (রাযিঃ)এর নিকট পৌছলে, তিনি আরো উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন। অহংকার আর গর্বভরা দৃষ্টিতে তিনি তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তখন কুরাইশের এক যুবক তাঁকে তীর ছুঁড়ে হত্যা করতে চাইল। অন্যান্যরা তাকে চেপে ধরে বলল—

সাবধান! তুমি কী জান, ইনি কে?

ইনি ইয়ামামার বাদশাহ সুমামা ইবনে উসাল।

আল্লাহর কসম! যদি তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি কর, তাহলে তাঁর গোত্রের লোকেরা আমাদের খাদ্য বন্ধ করে দিবে এবং আমাদের অনাহারে মারবে।

তারপর কুরাইশের লোকেরা তরবারী কোষাবদ্ধ করে এগিয়ে এল। বলল, হে সুমামা! তোমার কী হল?!

তুমিও কি বেদ্বীন হয়ে গেলে এবং তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করলে?!!

সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) বললেন, আমি বেদ্বীন হইনি। তবে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রহণ করেছি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মের অনুসারী হয়েছি।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, আমি এই গৃহের রবের শপথ করে বলছি, তোমরা সবাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ না করলে আমি ইয়ামামায় পৌছার পর ইয়ামামার এক দানা গম বা অন্য কোন শস্য তোমাদের নিকট পৌছবে না।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মুতাবেক সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) প্রকাশ্যে কুরাইশের চোখের সামনে উমরা আদায় করলেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করলেন। প্রতিমার জন্য পশু বধ করলেন না।

তারপর তিনি তাঁর দেশে ফিরে এলেন এবং তাঁর গোত্রের লোকদের

নির্দেশ দিলেন, তারা যেন কুরাইশের খাদ্যশস্য আটকে রাখে। তারা তাঁর নির্দেশ প্রচার করল। তাঁর ডাকে সবাই সাড়া দিল এবং মক্কার অধিবাসীদের নিকট তাদের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করে দিল।

***

কুরাইশের বিরুদ্ধে সুমামা (রাযিঃ) যে অবরোধ আরোপ করলেন তা তীব্র হতে তীব্রতর হতে লাগল। পণ্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে গেল। মানুষের মাঝে ক্ষুধা ছড়িয়ে পড়ল। হাহাকার প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। লোকেরা আশঙ্কা বোধ করতে লাগল যে, তারা ও তাদের সন্তানরা ক্ষুধায় মারা যাবে।

তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বলে চিঠি লিখল—

'আমরা আপনার সম্পর্কে জানি, আপনি আত্মীয়তা-বন্ধন রক্ষা করেন এবং তা রক্ষা করতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেন।

এই তো আপনি আমাদের আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন করলেন। পিতাদের তরবারীর আঘাতে হত্যা করছেন আর সন্তানদের অনাহারে মারছেন।

সুমামা ইবনে উসাল আমাদের খাদ্যশস্য বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের দারুণ ক্ষতি করেছে। তাই আপনি ইচ্ছে করলে সুমামার নিকট এ মর্মে পত্র পাঠান যেন সে আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে দেয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ)এর নিকট লিখে পাঠালেন যেন তিনি তাদের খাদ্যশস্য ছেড়ে দেন ও অবরোধ তুলে নেন। তখন সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) অবরোধ তুলে নিলেন।

***

সারাজীবন সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) ধর্মের একান্ত অনুরাগী হয়ে রইলেন। রাসূলের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করলেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর যখন আরবরা দলে দলে ও একাকী ইসলাম ধর্ম

ত্যাগ করতে লাগল এবং মিথ্যাবাদী মুসায়লামা বনু হানীফার লোকদেরকে তার প্রতি ঈমান আনতে আহবান করতে লাগল, তখন সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) তার মুখোমুখী দাঁড়ালেন এবং তার গোত্রের লোকদের বললেন—

হে বনু হানীফা! নূরবিহীন এ নিকষ অন্ধকার থেকে তোমরা দূরে থাক।

আল্লার কসম করে বলছি, তোমাদের মধ্যে যারা তা গ্রহণ করবে তাদের জন্য আল্লাহ দুর্ভাগ্য লিখে রেখেছেন। আর যে গ্রহণ করবে না তার জন্য রয়েছে কঠিন পরীক্ষা।

তারপর বললেন—

হে বনু হানীফা! একই সময়ে দু'জন নবী হন না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তার পর কোন নবী হবে না। আর কোন নবীকে তাঁর অংশীদার করা হবে না।

তারপর তিনি পাঠ করলেন—

حٰمٓ. تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ × غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ، ذِى الطَّوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

[হা–মীম, এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ। যিনি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, সামর্থ্যবান। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারই নিকট হবে প্রত্যাবর্তন।]

তারপর তিনি বললেন, কোথায় আল্লাহর কালাম আর কোথায় মুসায়লামার প্রলাপ। শোন হে কূপমণ্ডুক।!

তারপর ইসলামে অবিচল তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে তিনি একত্রিত হলেন এবং আল্লাহর কালিমাকে পৃথিবীতে বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করতে লাগলেন।

আল্লাহ সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ)কে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ হতে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মুত্তাকীদের প্রতিশ্রুত জান্নাত দান করে তাঁকে মর্যাদাবান করুন।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)

যাকে কনষ্ট্যান্টিনোপলের নগরপ্রাচীরের অদূরে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)

এ মহান সাহাবীর নাম খালিদ ইবনে যাইদ ইবনে কুলাইব। তিনি বনু নাজ্জার বংশোদ্ভূত।

তাঁর উপনাম হল আবু আইয়ূব। মদীনার আনসারদের একজন হওয়ার কারণে তাঁকে আনসারী বলা হয়।

মুসলমানদের মাঝে এমন কে আছে যে, আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)কে চিনে না? !

পূর্ব-পশ্চিমে আল্লাহ তাঁর আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন আর সৃষ্টির মাঝে তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করেছেন, যখন আল্লাহ সকল মুসলমানদের মাঝে তার ঘরকে নির্বাচন করলেন, যেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এসে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান গ্রহণ করেন।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান গ্রহণের এক ঘটনা রয়েছে যার পুনঃ পুনঃ আলোচনা মধুময় ও মজাদার।

তা হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌছলেন তখন মদীনার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জতের সাথে গ্রহণ করলেন।

প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের আকর্ষণ বিচ্ছুরিত করে তারা তাঁর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁরা তাঁর জন্য তাঁদের হৃদয়ের কপাট খুলে দিলেন যেন তিনি তাঁর অন্তঃস্থলে অবস্থান করেন।

তাঁরা তাঁদের গৃহের দরজা খুলে দিলেন যেন তিনি তাতে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে অবস্থান গ্রহণ করেন।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত কুবায় চারদিন কাটালেন। সেখানে তিনি তাঁর প্রথম ঐ মসজিদটি নির্মাণ করলেন যার ভিত্তি তাকওয়ার বুনিয়াদের উপর স্থাপন

করা হয়েছে।

তারপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে চড়ে সেখান থেকে রওনা হলেন। তাই ইয়াসরাবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁর আগমন পথে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রত্যেকে কামনা করছেন, তার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের মর্যাদা সে অর্জন করবেন।

একের পর এক সর্দার উষ্ট্রীর গতিরোধ করে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে শক্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে আমাদের নিকট অবস্থান করুন।

রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের বললেন, উষ্ট্রীটিকে ছেড়ে দাও। কেননা সে নির্দেশ প্রাপ্তা।

উষ্ট্রীটি তার গন্তব্য পথে চলতে লাগল। জনতার চোখ তাকে অনুসরণ করছে আর হৃদয় তাকে পরিবেষ্টন করছে।

কোন বাড়ী অতিক্রম করলে অধিবাসীরা বিষন্ন হয়ে পড়ে, নৈরাশ্য তাদের আঁকড়ে ধরে। তখন পার্শ্ববর্তীদের অন্তরে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়।

এমনিভাবে উষ্ট্রীটি চলছে আর লোকেরা তার পিছু পিছু আসছে। তারা সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিকে চিনতে অধীর, যার গৃহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করবেন। অবশেষে উষ্ট্রীটি আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ীর সামনে অবস্থিত একটি খালি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল এবং তারপর বসে পড়ল।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে নামলেন না।

এরপরই লাফিয়ে উঠে চলতে লাগল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লাগাম ঢিলে করে দিলেন। তারপর উষ্ট্রীটি আবার স্বীয় পথ ধরে ফিরে এল ও পূর্বের স্থানে বসে পড়ল।

তখন আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর অন্তর আনন্দে ভরে গেল এবং ছুটে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাগত জানালেন। দু' হাতে তাঁর আসবাবপত্র তুলে নিলেন। যেন তিনি দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ তুলে নিলেন এবং তা নিয়ে বাড়ীতে গেলেন।

***

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ী দু' তলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান করার জন্য তিনি দ্বিতীয় তলাটি তার ও তাঁর পরিবারের আসবাবপত্র মুক্ত করে দিলেন।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচ তলাকে প্রাধান্য দিলেন। আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) অম্লান বদনে মেনে নিলেন এবং তাঁর পছন্দনীয় স্থানেই থাকার ব্যবস্থা করলেন।

রাত এগিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় গেলেন। আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) ও তাঁর স্ত্রী দ্বিতীয় তলায় উঠলেন। দরজা বন্ধ করা মাত্রই আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ছিঃ ছিঃ আমরা একি করলাম?!

আল্লাহর রাসূল নিচে থাকবেন আর আমরা তাঁর উপরে থাকব?!

আমরা কি আল্লাহর রাসূলের উপর দিয়ে চলাফেরা করব?!

আমরা কি নবী ও ওহীর মাঝে থাকব?! তাহলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

স্বামী–স্ত্রী উভয় লজ্জিত, হতবুদ্ধি। কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না।

তবে দ্বিতীয় তলায় রাসূলের উপর নয়, এমন দিকে সরে এলে তাদের হৃদয় কিছুটা শান্ত হল। তারা সে স্থানেই রইলেন। সে স্থান ত্যাগ করলেন না। তবে মধ্যবর্তী স্থান থেকে দূরে সরে কিনারা দিয়ে হেঁটে প্রয়োজন পূরণ করলেন।

সকালে আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম করে বলছি, এ রাতে আমাদের দু' চোখের পাতা এক হয়নি। না আমার, না উম্মে আইয়ূবের।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু আইয়ূব! কেন?

তিনি বললেন, আমার মনে হল, আমি এমন এক ঘরের দ্বিতলে অবস্থান করছি যার নিচে আপনি রয়েছেন। আর আমি যখন নড়াচড়া

করব আপনার উপর ধূলিবালি পড়বে। তদুপরি আমি আপনার মাঝে আর ওহীর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে আছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, হে আবু আইয়ূব! বিষয়টি সহজভাবে নাও। আমাদের জন্য এটাই ভাল হবে যে, আমি নিচতলায় থাকব। কারণ, আমার নিকট অনেক মানুষ আসা-যাওয়া করবে।

***

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মেনে নিলাম। এভাবে চলতে লাগল। এক রাতে শীত ছিল প্রচণ্ড। আমাদের একটি কলসি ভেঙ্গে গেল এবং তার পানি দ্বিতলে ভেসে গেল। আমি ও উম্মে আইয়ূব পানির নিকট ছুটে গেলাম। আমাদের শুধুমাত্র একটি চাদর ছিল আমরা তা লেপ হিসাবে ব্যবহার করতাম। রাসূলের দিকে পানি পৌছার ভয়ে আমরা তা দিয়েই পানি পরিস্কার করতে লাগলাম।

সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমি উপরে থাকব আর আপনি নিচে থাকবেন, তা আমি পছন্দ করি না। তারপর আমি কলসির ঘটনাটি খুলে বললাম। তখন তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং দ্বিতীয় তলায় উঠে এলেন আর আমি ও উম্মে আইয়ূব নিচ তলায় নেমে এলাম।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সাত মাস আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ীতে অবস্থান করলেন। তারপর উন্মুক্ত স্থানটিতে যেখানে রাসূলের উষ্ট্রীটি বসেছিল—মসজিদে নববীর নির্মাণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং মসজিদের পাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীদের জন্য যে কামরাগুলো তৈরী করা হয়েছিল তিনি সেখানে চলে গেলেন। তখন তিনি আবু আইয়ূব আনসারী

(রাযিঃ)এর প্রতিবেশী হয়ে গেলেন। তাঁরা উভয়ে কতোই না উত্তম প্রতিবেশী ছিলেন!

***

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনপ্রাণ ও হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)কে এমন ভালবাসতেন যে, তাদের মাঝে কোন প্রকারের লৌকিকতা ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ীটিকে নিজের বাড়ী মনে করতেন।

***

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) মসজিদে নববীতে এলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) তখন তাঁকে দেখে বললেন—

'হে আবু বকর! এই প্রচণ্ড উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে আপনি বাইরে বেরিয়ে এলেন যে?

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন, প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায়ই বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, আমিও ঐ একই কারণে বেরিয়ে এসেছি।

এমনি অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এসে বললেন, এই প্রচণ্ড উত্তাপের মাঝে তোমরা যে বেরিয়ে এলে।

তাঁরা দু'জন বললেন, আল্লাহর কসম, উদরের প্রচণ্ড ক্ষুধাই আমাদেরকে বের করে নিয়ে এসেছে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, ঐ একই কারণে আমিও বেরিয়ে এসেছি। আমার সাথে চল।

তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ীর

দরজায় এসে পৌছলেন। আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) প্রত্যহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু খাবার রেখে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলম্ব করলে এবং নির্দিষ্ট সময়ে না এলে পরিবারের লোকদের তা খাইয়ে দিতেন।

দরজায় পৌছলে উম্মে আইয়ূব তাঁদের নিকট বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, নবী ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে স্বাগতম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু আইয়ূব কোথায়?

নিকটেই এক খেজুর গাছের পরিচর্যা করছিলেন আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)। রাসূলের কণ্ঠ শুনেই তিনি ছুটে এসে বললেন, রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের স্বাগতম। তারপর বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো আপনার আগমনের সাধারণ সময় নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছো।

তারপর তিনি খেজুর বাগানে গেলেন। একটি খেজুরের কাঁদি কেটে আনলেন। তা পাকা, অর্ধপাকা ও কাঁচা খেজুরে ঠাসা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছু খেজুর পেড়ে আনলেই হত। এটা কেটে আনলে কেন?

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পাকা, অর্ধপাকা আর কাঁচা খেজুর খাবেন, তাই তা কেটে আনলাম। আর আমি আপনার জন্য একটি বকরী যবাহ করে আনছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি যবাহ করতে চাও তাহলে কিন্তু দুধের বকরী যবাহ করবে না।

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) একটি বকরীর বাচ্চা যবাহ করলেন। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি সুন্দর রুটি বানাতে পার। তাই আটা গুলে আমাদের জন্য রুটি তৈরী কর। তারপর অর্ধেক গোশত দিয়ে তিনি তরকারী পাকালেন আর বাকি অর্ধেক ভুনা করলেন। খাবার তৈরী হয়ে গেল এবং তিনি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের সামনে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর একটি গোশতের টুকরা নিয়ে একটি রুটিতে রাখলেন, তারপর

বললেন—

হে আবু আইয়ূব! এই টুকরাটি নিয়ে ফাতেমার নিকট যাও। কারণ, বেশ কিছুদিন যাবৎ সে এমন খাবার খায়নি।

তারা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

রুটি, গোশত, পাকা খেজুর, অর্ধ পাকা খেজুর, কাঁচা খেজুর!!! তারপর রাসূলের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, এই তো সেই নিয়ামত যার সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং যখন তোমরা এ ধরনের খাবার পাবে তখন তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে বলবে, (বিসমিল্লাহ্) আর যদি খেয়ে পরিতৃপ্ত হও তখন বলবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَ اَشْبَعَنَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا فَاَفْضَلَ

[অর্থ ঃ সকল প্রশংসা ও স্তূতি আল্লাহর, যিনি আমাদের পরিতৃপ্ত করেছেন এবং আমাদের উৎকৃষ্ট ও উত্তম নেয়ামত দান করেছেন।]

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গেলেন এবং আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)কে বললেন, তুমি আগামীকাল আমার নিকট এসো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, কেউ তার সাথে সদাচরণ করলে তিনি তার বিনিময় প্রদান করতে পছন্দ করতেন। কিন্তু আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) রাসূলের কথা শুনেননি।

তাই হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, হে আবু আইয়ূব! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে হুকুম করছেন যেন তুমি আগামীকাল তাঁর নিকট আস।

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) তখন বললেন, রাসূলের আদেশ শিরধার্য।

পরদিন আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) রাসূলের নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি ছোট বাঁদী দিলেন। বাঁদীটি রাসূলের খেদমত করত এবং তাঁকে বললেন—

তার সাথে সদাচরণ করবে। হে আবু আইয়ূব! সে যতদিন আমাদের

নিকট ছিল আমরা তার ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই দেখিনি।

***

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বাঁদীটিকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলেন। উম্মে আইয়ূব বাঁদীটিকে দেখে বললেন—

হে আবু আইয়ূব! এটা কার?

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বললেন, আমাদের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তা দিয়েছেন।

উম্মে আইয়ূব (রাযিঃ) বললেন, আহ্! দাতা কতো মহান আর দানটি কতো মর্যাদাবান ও মূল্যবান।

তখন আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বললেন, রাসূল আমাদেরকে তার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

উম্মে আইয়ূব (রাযিঃ) বললেন, আমরা তার সাথে কেমন আচরণ করলে রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে?

তখন আবূ আইয়ূব (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমি তাকে মুক্ত করে দেয়ার চেয়ে উত্তম কিছু পাচ্ছি না।

উম্মে আইয়ূব (রাযিঃ) তখন বললেন, আপনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন। আর আপনি তার ক্ষমতা রাখেন। তারপর আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) তাকে মুক্ত করে দিলেন।

***

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর শান্তিময় জীবনের কিছু চিত্র তুলে ধরা হল। যদি তাঁর রণাঙ্গনের কিছু চিত্র তোমার সামনে তুলে ধরা হয়, তাহলে নিশ্চয় তুমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) গোটাজীবন রণক্ষেত্রে বিজয়ী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে, মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর শাসনামল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন কারণ ছাড়া কোন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেননি।

কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের লক্ষ্যে মুয়াবিয়া (রাযিঃ) তাঁর ছেলে ইয়াযিদের নেতৃত্ব যে বিশাল বাহিনী তৈরী করেছিলেন সে যুদ্ধই ছিল তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ। তাঁর বয়স আশি ছুঁই ছুঁই করছিল। কিন্তু তা তাঁকে ইয়াযিদের বাহিনীতে শরীক হতে এবং সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা অতিক্রম করে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বারণ করেনি।

কিন্তু শত্রুবাহিনীর সাথে কয়েকটি যুদ্ধ হওয়ার পরই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া থেকে অক্ষম হয়ে পড়েন। তখন ইয়াযিদ তাকে দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষা করতে এসে জিজ্ঞেস করলেন—হে আবু আইয়ূব ! আপনার কি কোন আকাংখা আছে?

তিনি বললেন, মুসলিম বাহিনীর নিকট আমার সালাম পৌছে দাও। আর তাদের বল, আবু আইয়ূব তোমাদের অসীয়ত করছেন, তোমরা শত্রুদেশের অনেক ভিতরে প্রবেশ করবে। তোমাদের সাথে আমাকে বহন করে নিবে এবং কন্সট্যান্টিনোপলের নগর প্রাচীরের নিকটে তোমাদের পদতলে আমাকে সমাধিস্থ করবে। তারপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

***

মুসলিম বাহিনী রাসূলের সাহাবীর অন্তিম তামান্না বাস্তবায়নে সাড়া দিলেন এবং শত্রু বাহিনীর উপর একের পর এক আক্রমণ করতে করতে সামনে অগ্রসর হলেন। তারা আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)কেও সাথে বহন করে নিয়ে চললেন। অবশেষে তারা কন্সট্যান্টিনোপলের নগর প্রাচীরের নিকট পৌছলেন এবং সেখানে কবর খনন করে তারা তাঁকে দাফন করলেন।

***

আল্লাহ আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর উপর রহম করুন। আল্লাহর পথে যুদ্ধরত তেজী ঘোড়ার পিঠে মৃত্যুবরণ করাকেই তিনি প্রাধান্য দিলেন। অথচ তাঁর বয়স তখন আশির কোঠা ছুঁই ছুঁই করছে।

হযরত আমর ইবনে জমূহ (রাযিঃ)

আমি আমার এই খোড়া পা নিয়ে জান্নাতে হাঁটব।

হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ)

আমর ইবনে জামূহ জাহেলী যুগে ইয়াসরিবের এক অন্যতম সর্দার। বনু সালামা গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা। মদীনার এক সম্ভ্রান্ত মর্যাদাবান ও দানশীল ব্যক্তিত্ব।

জাহেলী যুগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নীতি ছিল, তাদের প্রত্যেকে নিজের জন্য নিজের গৃহে একটি মূর্তি গ্রহণ করত। সকাল-সন্ধ্যা তার থেকে আশীষ প্রার্থনা করত। বিভিন্ন মওসূমে তার জন্য পশু বলি দিত। বিপদাপদে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত।

আমর ইবনে জামূহ এর মূর্তিকে মানাত নামে ডাকা হত। অত্যন্ত মূল্যবান কাঠ দিয়ে তিনি তা তৈরী করেছিলেন।

তিনি মূর্তিটিকে খুব যত্ন করতেন। তার সেবা করতেন। মূল্যবান সুগন্ধি দিয়ে তাকে সুভাসিত করতেন।

***

আমর ইবনে জামূহ এর বয়স যখন ষাটের কোঠা পেরিয়ে গেল, তখন ইসলামের প্রথম সুসংবাদ দাতা মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ)এর হাতে মদীনার প্রতিটি ঘর ইসলামের আলোয় আলোকিত হতে লাগল। তখন তাঁর হাতে তার তিন ছেলে মুয়াওয়ায, মুয়ায, খাল্লাদ ও তাদের সমবয়সী ও খেলার সাথী মুয়াজ ইবনে জাবাল ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আর তিন ছেলের সাথে তাদের মাতা হিন্দও ইসলাম গ্রহণ করলেন। অথচ তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

***

আমর ইবনে জামূহ এর স্ত্রী হিন্দ দেখলেন, ইয়াসরিবের অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। তার স্বামী ও অল্প কিছু

লোক ছাড়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কেউ শিরকে নেই। তিনি তাঁর স্বামীকে ভালবাসতেন, সম্মান করতেন এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে যাওয়ার ভয় করতেন।

এদিকে আমর ইবনে জামূহ তার ছেলেদের ব্যাপারে আশংকা করতেন যে তারা হয়তো তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করবে এবং এই দাঈ মুসআব ইবনে উমাইয়ের অনুসরন করবে—যে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মদীনার অনেক লোককে তাদের ধর্ম থেকে বিমুখ করে মুহাম্মদের ধর্মে নিয়ে গেছে।

তাই তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, শোন হে হিন্দ! ঐ লোকটির সাথে তোমার ছেলেদের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। তার ব্যাপারে আমাদের চিন্তা আছে।

হিন্দ বললেন, বেশ লক্ষ্য রাখব। তবে আপনি কি আপনার ছেলে মুয়ায থেকে এ লোক সম্পর্কে সে কি বলে তা শুনবেন?

আমর ইবনে জামূহ বললেন, হায় বল কী?! তবে কি মুয়ায আমার অজান্তেই ধর্ম ত্যাগ করেছে? পুণ্যবতী মহিলা বৃদ্ধ স্বামীর ব্যাপারে শংকাবোধ করে বললেন—

না, মোটেও না। তবে সে ঐ লোকটির কয়েকটি মজলিসে বসেছে এবং তার কিছু কথা মনে রেখেছে।

আমর ইবনে জামূহ বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এস। মুয়ায পিতার সামনে এলে আমর ইবনে জামূহ বলল, এই লোকটি কী বলে তার কিছু আমাকে শুনাও। তখন মুয়ায বললেন—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক * যিনি দয়ালু দয়াময় * যিনি বিচার দিবসের মালিক * আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি * আপনি আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন

* তাদের পথ যাঁদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যাঁরা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয় *

আমর ইবনে জামূহ বললেন, এ কালাম তো দারুণ চমৎকার! এ কালাম তো অত্যন্ত সুন্দর! তার সব কথাই কি এমন?

মুয়ায বললেন, হে পিতা! বরং এর চেয়ে সুন্দর। আপনি কি তাঁর অনুগামী হবেন? আর আপনার গোত্রের সবাই তো তাঁর অনুগামী হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নিরব রইলেন। তারপর বললেন, মানাতের সাথে পরামর্শ না করে আমি কিছুই করব না। আমি দেখব সে কী বলে?

যুবক মুয়ায তখন তাঁকে বললেন, আব্বা! মানাত আবার কি বলবে? সে এক মূক বধির কাষ্ঠ খণ্ড।

বৃদ্ধ তখন কঠোর কণ্ঠে বললেন, আমি তো তোমাকে বললাম, তার সাথে পরামর্শ না করে আমি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিব না।

***

আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) মানাতের নিকট গেলেন। আরবদের প্রথা ছিল, তারা যখন মূর্তির সাথে কথা বলতে চাইত, মূর্তির পিছনে একজন বৃদ্ধা নারীকে দাঁড় করাত। তারা বিশ্বাস করতো, মূর্তি বৃদ্ধার অন্তরে যা ঢেলে দেয় তাই মূর্তি বলে। আমর ইবনে জামূহ এর এক পা খোড়া ছিল। তাই ভাল পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মানাতের খুব প্রশংসা করে বললেন—

'হে মানাত! নিঃসন্দেহে তুমি জান, মক্কা থেকে যে লোকটি এসেছে সে তোমার অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু চায় না।

সে আমাদেরকে তোমার পূজা থেকে বারণ করতেই এসেছে। আমি তার চমৎকার সুন্দর কথা শুনেও তোমার সাথে পরামর্শ করার পূর্বে তার অনুগামী হওয়াকে অপছন্দ করছি। সুতরাং তুমি পরামর্শ দাও।

কিন্তু মানাত কোন উত্তর দিল না।

তখন আমর ইবনে জামূহ বললেন,তাহলে কি তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছো

আমি তো তোমাকে কষ্ট দেয়ার মত কিছুই করিনি....

কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই, আমি কয়েকদিন তোমার থেকে দূরে থাকব। তাহলে তোমার ক্রোধ লাঘব হয়ে যাবে।

আমর ইবনে জামূহ এর সন্তানেরা মানাতের সাথে তাদের পিতার সম্পর্কের গভীরতা সম্পর্কে জানেন এবং কাল পরিক্রমায় কিভাবে তা তার দেহের সাথে মিশে গেছে তাও তারা জানেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, তার অন্তরে মূর্তির অবস্থানে কাঁপন ধরেছে। আর তাদের দায়িত্ব তাঁর অন্তর থেকে তা উপড়ে ফেলা। এটাই তাঁর ঈমানের পথ। হিদায়াতের পথ।

***

রাতে আমর ইবনে জামূহ এর ছেলেরা তাদের বন্ধু মুয়ায ইবনে জাবালের সাথে মানাতের নিকট গেল। তাকে তার বেদী থেকে তুলে নিয়ে বনু সালামের আবর্জনা ফেলার স্থানে নিক্ষেপ করল এবং সবার অজ্ঞাতসারে বাড়ীতে ফিরে গেল। সকালে আমর ইবনে জামূহ তার মূর্তিকে প্রণাম জানাতে গেল। কিন্তু তাকে পেল না। বলল.....

হায় হায় একী!! আজ রাতে কে আমাদের উপাস্যের উপর যুলুম করেছে ?!

কেউ তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

ফলে সে ক্রোধে অধীর হয়ে ঘরে বাইরে সর্বত্র তালাশ করতে লাগল। তর্জন গর্জন করতে লাগল আর ধমকাতে লাগল। অবশেষে তালাশ করতে করতে আবর্জনার গর্তে উপুড় হয়ে পড়া অবস্থায় তা পেল। তাকে তুলে এনে ধৌত করল, পবিত্র করল, তারপর সুগন্ধি লাগিয়ে তার বেদিতে স্থাপন করল ও বলল—

শুনে নাও হে মানাত! আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি জানতে পারতাম কে এ কাণ্ড করেছে তাহলে তাকে অপমানিত করে ছাড়তাম।

দ্বিতীয় রাতে যুবকরা আবার মানাতের নিকট গেল এবং গত রাতের মতই তার সাথে আচরণ করল। সকালে বৃদ্ধ মূর্তিকে তালাশ করে ময়লা আবর্জনার সাথে গর্তের মাঝে পেল। তাকে তুলে এনে ধৌত করল।

সুগন্ধি লাগাল। তারপর তার বেদিতে স্থাপন করল।

যুবকরা মূর্তিটির সাথে প্রত্যহ ঐ আচরণ করতে থাকল। অবশেষে তিক্ত বিরক্ত হয়ে ঘুমাবার পূর্বে আমর ইবনে জামূহ মূর্তির নিকট গেল। নিজের তরবারী মূর্তির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বলল—

'হে মানাত! আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমার সাথে কে এ আচরণ করছে আমি তা জানি না। যদি তোমার মাঝে কোন কল্যাণ থাকে তাহলে এই তো তোমার সাথে তলোয়ার রইল। তুমিই তা প্রতিহত কর। তারপর সে তার বিছানায় চলে গেল।

যুবকরা যখন নিশ্চিন্ত হল যে বৃদ্ধ গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়েছে, তখন তারা মূর্তির নিকট গেল এবং ঘাড় থেকে তলোয়ারটি নিয়ে নিল। তারপর মূর্তিটিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি মৃত কুকুরের সাথে রশি দিয়ে বাঁধল। তারপর মৃত কুকুর ও মূর্তিটিকে বনু সালামার এক কূপে ফেলে এল, যেখানে নাপাকী প্রবাহিত হয়ে গিয়ে জমা হয়।

বৃদ্ধ সজাগ হয়ে মূর্তিটিকে না পেয়ে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে তাকে মৃত কুকুরের সাথে বাধা অবস্থায় কূপে উপুড় হয়ে পড়া অবস্থায় পেল। তার থেকে তার তলোয়ারটি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এবার সে তাকে গর্ত থেকে তুলে আনল না। তারা মূর্তিটিকে যেখানে নিক্ষেপ করেছে সেখানেই রেখে চলে এল। আর আবৃতি করতে লাগল—

وَاللّٰهِ لَوْكُنْتَ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ
اَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِىْ قَرَنْ

আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তুমি ইলাহ হতে তাহলে তুমি আর কুকুর এক রশিতে আবর্জনার মাঝে পড়ে থাকতে না।

তারপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

***

আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করলেন এবং শিরক অবস্থায় কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আক্ষেপ করতে ও অনুতপ্ত হতে

লাগলেন। তনু ও মন দিয়ে তিনি নতুন ধর্ম গ্রহণ করলেন। তিনি নিজের ধনসম্পদ ও ছেলেসন্তানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে নিয়োজিত করলেন।

***

এর কিছুদিন পরই উহুদের যুদ্ধ হল। আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) দেখলেন, তার তিন ছেলে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বনের সিংহের ন্যায় তিনি তাদের যাতায়াত করা দেখলেন। তারা শাহাদাত অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যাকুল পাগলপারা। অবস্থা ও পরিবেশ তাঁর আত্মমর্যাদাকে উস্‌কে দিল। প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনিও তাদের সাথে আল্লাহর রাসূলের পতাকা তলে জিহাদে যাবেন।

কিন্তু যুবক সন্তানরা তাঁদের পিতাকে তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে বারণ করতে একমত হল।

কারণ, তিনি বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল। তদুপরি ভীষণ খোঁড়া। আল্লাহ তাআলা তাঁকেও জিহাদে গমনে অপারগ ঘোষণা করেছেন।

তাই তারা তাকে বলল, হে আমাদের পিতা! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা আপনাকে অপারগ অক্ষম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ আপনাকে যা থেকে দায়িত্বমুক্ত করে দিয়েছেন আপনি সেক্ষেত্রে নিজেকে কষ্টে ফেলবেন না।

বৃদ্ধ তাদের কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। বললেন—

'হে আল্লাহর নবী! আমার এই সন্তানরা আমাকে এই মহাকল্যাণ থেকে আটকে রাখতে চায়। তারা বলে, আমি খোঁড়া। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতে হাঁটব।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছেলেদের বললেন, তাঁকে ছেড়ে দাও, হয় তো আল্লাহ তাআলা তাঁকে শাহাদাত দান করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তখন তাঁরা আর তাঁর পিতার যাত্রা পথে বাধা প্রদান করলেন না।

***

যুদ্ধে গমনের সময় ঘনিয়ে এলে আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) তাঁর স্ত্রীকে চির বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় বিদায় জানালেন।

তারপর কেবলামুখী হয়ে আকাশের দিকে দু' হাত তুলে ধরলেন ও বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাত দান করুন। আর আমাকে আমার পরিজনের নিকট ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরিয়ে দিবেন না।

তিনি তার তিন ছেলে দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে জিহাদে গমন করলেন আর তাঁর গোত্র বনু সালামার অনেক লোকও গমন করল।

যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করল এবং লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, তখন দেখা গেল, আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) অগ্রগামী দলের সাথে ছুটে যাচ্ছেন আর তিনি তাঁর সুস্থ পায়ের উপর ভর করে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছেন আর বলছেন—

'নিঃসন্দেহে আমি জান্নাতের প্রত্যাশী, নিঃসন্দেহে আমি জান্নাতের প্রত্যাশী ..... আর তাঁর পিছনে তাঁর ছেলে খাল্লাদ ছুটে যাচ্ছেন।

বৃদ্ধ ও তাঁর যুবক ছেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে রণক্ষেত্রে শহীদ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। ছেলে ও তাঁর পিতার (শাহাদাত লাভের) মাঝে মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান হল।

***

যুদ্ধ শেষ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের দাফন করতে এগিয়ে গেলেন। তিনি সাহাবীদের বললেন—

'তাদের ক্ষতস্থান ও রক্ত যথাযথ রেখে দাও। আমি তাঁদের জন্য

সাক্ষ্য প্রদান করব।'

তারপর বললেন, কোন মুসলমান আল্লাহর পথে বিক্ষত হলে কিয়ামত দিবসে প্রবাহমান রক্তসহ উঠে আসবে। সে রক্তের রং হবে জাফরানের রং আর তার সুগন্ধি হবে মিশকের সুগন্ধি।

তারপর বললেন—

আমর ইবনে জামূহকে আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের সাথে দাফন কর। তারা দুনিয়াতে নিষ্ঠার সাথে একে অপরকে মহব্বত করত।

***

আল্লাহ তাআলা আমর ইবনে জামূহের প্রতি এবং উহুদের শহীদ সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের কবরকে নূর দ্বারা আলোকময় করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ)

যাঁকে সর্বপ্রথম আমীরুল মু'মিনীন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ)

এখন আমরা যে সাহাবী সম্পর্কে আলোচনা করব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি ছিলেন ইসলামে অগ্রগামী সাহাবীদের অন্যতম।

তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত ভাই। কারণ তাঁর মাতা উমাইসা বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু।

তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালক। কারণ তাঁর বোন যয়নব বিনতে জাহাস ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। উম্মাহাতুল মুমিনীনদের অন্যতম।

তিনি তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব, যাদের ইসলামে সেনাপ্রধান বানানো হয়েছিল। তদুপরি তিনি তাঁদের সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব যাদের আমীরুল মুমিনীন নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস আল আসাদী (রাযিঃ)।

***

দারুল আরকামে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশের পূর্বেই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের অগ্রগামীদের অন্যতম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন, কুরাইশের নিপীড়ন থেকে দ্বীন নিয়ে পালিয়ে যেতে হুকুম দিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) ছিলেন দ্বিতীয় মুহাজির। কারণ, আবু সালামা (রাযিঃ) ছাড়া আর কেউ তার পূর্বে হিজরত করেননি।

তবে আল্লাহর পথে হিজরত করা ও দ্বীনের জন্য পরিবার পরিজন ও স্বদেশ ত্যাগ করা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের জন্য নতুন কিছু ছিল না।

কেননা তিনি ও তাঁর পরিবারের কতিপয় লোক ইতিপূর্বে হাবশায় হিজরত করেছিলেন।

কিন্তু এবারের হিজরত ছিল ব্যাপক ও সামগ্রীক। এবার হিজরত করেছেন তিনি, তাঁর পরিবার পরিজনরা, তাঁর পিতার সন্তানেরা সবাই। বৃদ্ধ-যুবক, ছেলে-মেয়ে সবাই। কারণ, তাঁর পরিবার ছিল ইসলামের পরিবার আর তাঁর গোত্র ছিল ঈমান ও বিশ্বাসের গোত্র।

মক্কা ত্যাগ করে যাওয়ার পরপরই তাঁদের ঘরবাড়ী ও আবাসভূমি বিমর্ষ ও বিষন্ন দেখা যেতে লাগল। বিরান ও জনশূন্য হয়ে গেল। যেন ইতিপূর্বে তাতে কোন বসবাসকারী ছিল না। কোন গল্পকার তার চত্বরে রাত জেগে গল্প করেনি।

আবদুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীদের হিজরত করে চলে যাওয়ার পর বেশী সময় যায়নি। ইতিমধ্যে কুরাইশ সর্দাররা মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, মুসলমানদের কারা হিজরত করে চলে গেছে আর কারা এখনো মক্কায় রয়েছে। তাদের মাঝে ছিল আবু জাহেল ও উৎবা ইবনে রবীয়া।

বনু জাহাসের ঘরবাড়ীগুলোর দিকে উৎবার দৃষ্টি পড়ল। দেখল, দমকা বায়ু তাতে ছুটাছুটি করছে আর তার দরজাগুলো তির তির করে কাঁপছে। সে বলল—

বনু জাহাসের ঘরবাড়ীগুলো জনশূন্য হয়ে গেছে যেন পরিজনের বিচ্ছেদে কাঁদছে।

আবু জাহেল বলল, এরা আবার এমন কে? যে তাদের বিচ্ছেদে ঘরবাড়ী কাঁদবে!!

তারপর আবু জাহেল আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের বাড়ী দখল করে নিল। এই বাড়ীটি সবগুলো বাড়ীর মাঝে সবচেয়ে চমৎকার ও প্রাচুর্যময় ছিল। তারপর সে সেই বাড়ী ও তার আসবাব সামগ্রী যথেচ্ছা ব্যবহার করতে লাগল যেমন মালিক তার সম্পদকে ব্যবহার করে।

তাঁর বাড়ী নিয়ে আবু জাহেল যা করেছে তা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস শুনল এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে

বললেন—

হে আবদুল্লাহ! তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে তার পরিবর্তে একটি বাড়ী দিবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রাজি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশ তাহলে তুমি তা পাবে।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ)এর মন শান্ত হল ও তাঁর চোখ শীতল হয়ে গেল।

***

প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরতের অসহনীয় কষ্টক্লেশ সহ্য করার পর যখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) মদীনায় স্থির হলেন, কুরাইশের হাতে নির্মম নির্যাতন ভোগ করার পর যখন আনসারদের মাঝে প্রশান্তির আস্বাদন ভোগ করছিলেন, ঠিক তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে কঠিনতম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন।

সেই কঠিনতম তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনীটি নিম্নরূপ—

***

ইসলামী ইতিহাসে সর্বপ্রথম সামরিক কার্যক্রমে যোগদানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আটজন সাহাবীকে নির্বাচন করলেন। তাদের মাঝে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) ও সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)। তিনি বললেন—

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তোমাদের মাঝে যে সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীল আজ আমি তাকে তোমাদের আমীর বানাব। তারপর তিনি এ বাহিনীর পতাকা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের হাতে তুলে দিলেন। তাই তিনি ছিলেন

সর্বপ্রথম আমীর যাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মুসলমানদের উপর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নিয়োগ করেছিলেন।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ)কে গমনপথের দিক নির্ধারণ করে দিলেন এবং তাঁকে একটি পত্র দিয়ে নির্দেশ দিলেন, যেন দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পূর্বে তা খুলে দেখা না হয়।

দু' দিনের পথ অতিক্রম করার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) পত্রটি দেখলেন। তাতে লেখা রয়েছে—

'আমার এই পত্রটি পাঠ করার পর তুমি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করবে। সেখানে থেকে কুরাইশদের পর্যবেক্ষণ করবে এবং আমার নিকট তাদের সংবাদ বয়ে আনবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) পত্রটি পাঠ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ শিরধার্য। তারপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন—

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি নাখলা নামক স্থানে গিয়ে কুরাইশদের পর্যবেক্ষণ করি। তারপর তাদের সংবাদ নিয়ে তাঁর নিকট ফিরে যাই। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদের কাউকে আমার সাথে যেতে বাধ্য না করি। সুতরাং তোমাদের যে শাহাদাতের তামান্না করে সে যেন আমার সাথী হয়। আর কেউ তা অপছন্দ করলে অনিন্দ্য অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে।

সঙ্গী সাহাবীরা বললেন, আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ শিরধার্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে যেখানে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা আপনার সাথে সেখানে যাব।

তারপর সবাই অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে তারা নাখলা নামক স্থানে পৌছলেন। এবং পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে কুরাইশদের খবর সংগ্রহ

করতে ও তাদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে তাঁরা কুরাইশের একটি কাফেলা দেখতে পেল। তাতে চারজন লোক রয়েছে। তারা হলেন আমর ইবনে হাযরামী, হাকাম ইবনে কাইসান, উসমান ইবনে আবদুল্লাহ আর তার ভাই মুগীরা। তাদের সাথে রয়েছে কুরাইশের ব্যবসার চামড়া, কিসমিস ইত্যাদি পণ্যসামগ্রী।

তখন সাহাবীগণ পরস্পর পরামর্শ করলেন। সে দিনটি ছিল পবিত্র মাসসমূহের [১] শেষ দিন। তাই তারা বললেন—

'যদি এখন আমরা তাদের হত্যা করি তাহলে আমরা তাদের পবিত্র মাসে হত্যা করলাম। এতে পবিত্র মাসের পবিত্রতা নষ্ট হবে আর গোটা আরবের ক্রোধের মুখোমুখী হতে হবে।

আর যদি তাদের আজকের দিন বিগত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেই তাহলে তারা হারামের ভূমিতে [২] পৌঁছে যাবে। তারা নিরাপদ হয়ে যাবে।

দীর্ঘ পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হল, তাঁরা তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যা করবে এবং গনীমতের মাল হিসাবে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। কয়েক মুহূর্তে তারা তাদের একজনকে হত্যা করল। দুইজনকে বন্দী করল আর চতুর্থজন তাদের থেকে পালিয়ে গেল।

***

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা দুই বন্দী ও কাফেলাকে টেনে নিয়ে মদীনার পথে রওনা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে রাসূল তাদের কৃতকর্মের কথা জানলেন ও অত্যন্ত অপছন্দ করলেন। তাদের বললেন—

'আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাদের যুদ্ধের নির্দেশ দেইনি। আমি তো শুধু তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা কুরাইশের খবরাখবর সংগ্রহ করবে এবং তাদের চলাফেরা ও গতি-প্রকৃতির দিকে

---

১. পবিত্র মাসসমূহকে আরবী ভাষায় আশহুরে হুরুম বলা হয়। জিলকাদ, জিলহাজ, মুহাররম ও রজব এই চার মাসকে আশহুরে হুরুম বলা হয়, এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা নিষেধ।

২. পবিত্র মক্কা নগরীর নির্ধারিত ভূখণ্ড যেখানে যুদ্ধ করা নিষেধ।

লক্ষ্য রাখবে।'

বন্দী দু'জনের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার জন্য তাদের রেখে দিলেন। কাফেলার মালামাল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। স্পর্শ করেও দেখলেন না।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা দারুণ লজ্জায় পড়ে গেলেন। অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন। তাঁদের একীন হয়ে গেল তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করে ধ্বংস হয়ে গেছেন।

তাদের দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানীকে আরো বাড়িয়ে দিল যখন তাদের মুসলিম ভাইয়েরা তাদের ভীষণ তিরস্কার করতে লাগল আর তাদের পাশ কেটে যাওয়ার সময় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলতে লাগল—

'এরা রাসূলের নির্দেশ অমান্য করেছে।'

তাদের বিপদের উপর বিপদকে আরো বাড়িয়ে দিল যখন তারা জানতে পারল, কুরাইশরা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যা তা বলতে শুরু করেছে এবং গোত্রে গোত্রে তা প্রচার করছে।

'নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ পবিত্র মাসে যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করে। তাই সে পবিত্র মাসে রক্ত ঝরিয়েছে। ধনসম্পদ লুটে নিয়েছে আর কাফেলার লোকদের বন্দী করে নিয়ে গেছে।'

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা কৃতকর্মের কারণে যে কী পরিমাণ দুঃখিত, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন সে কথা আর বলার নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জটিল বিষয়ে জড়িয়ে ফেলার কারণে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে কী পরিমাণ লজ্জা পাচ্ছিলেন সে কথাও বলার অপেক্ষা রাখে না।

***

তাঁদের বিপদ যখন তীব্র আকার ধারণ করল এবং মসীবত যখন তাঁদের ভারাক্রান্ত করে ফেলল ঠিক তখন তাঁদের নিকট একজন সুসংবাদ

দাতা ছুটে এসে সুসংবাদ দিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কৃতকর্মে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এ ব্যাপারে রাসূলের উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এবার তাঁদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রইলো না। সাহাবীরা তাঁদের নিকট এসে তাঁদের সাথে কোলাকুলি করতে লাগলেন। তাঁদের সুসংবাদ দিতে লাগলেন। তাঁদের স্বাগত জানাতে লাগলেন। আর তাঁদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের যে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন তা পাঠ করে শুনাতে লাগলেন।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হল–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ، قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

[অর্থ ঃ তারা আপনাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এ মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ পাপ। আর আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করা, আল্লাহর সাথে কুফুরী করা, হারামের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া, আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বড় পাপ। আর ফিতনা ও ত্রাস সৃষ্টি করা নরহত্যার চেয়ে মহাপাপ। (সূরা বাকারা–২১৭)]

***

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন প্রশান্ত হয়ে গেল। তিনি কাফেলার পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করলেন এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস ও তার সঙ্গী–সাথীদের কৃতকর্মে সন্তুষ্ট হলেন। কারণ তাদের এ অভিযানটি মুসলমানদের জীবনে একটি বিরাট ঘটনা

ছিল। কারণ এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ইসলামী ইতিহাসে সর্বপ্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। তার নিহত ব্যক্তিটি প্রথম মুশরিক যার রক্ত মুসলমানগণ ঝরিয়েছেন। বন্দী দু'জন প্রথম বন্দী যাদেরকে মুসলমানগণ বন্দী করেছে। তার পতাকা প্রথম পতাকা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁধে দিয়েছেন আর তার আমীর সর্বপ্রথম ব্যক্তি যাঁকে সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

তারপর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হল। এ যুদ্ধেও আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) তার ঈমান ও বিশ্বাস মোতাবেক প্রাণপণে যুদ্ধ করেন।

এরপর উহুদের যুদ্ধ এল। এ যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস ও তাঁর সঙ্গী সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে নিয়ে এমন এক ঘটনা ঘটে যা ভুলার নয়। তাহলে এবার আমরা সা'দ (রাযিঃ)কেই কথা বলার অবকাশ দেই। তিনি আমাদের নিকট তাঁর ও তাঁর সঙ্গীর কাহিনীটি বর্ণনা করুন।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, উহুদের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, তুমি কি আল্লাহর নিকট দু'আ করবে না? আমি বললাম, হাঁ।

তখন আমরা একটি নির্জন স্থানে গেলাম। আমি দু'আ করে বললাম—

'হে আমার রব! আমি যখন শত্রুর মুখোমুখি হই, তখন আমি যেন প্রচণ্ড শক্তিশালী, অত্যন্ত ক্ষিপ্ত এক যোদ্ধার মুখোমুখি হই। আমি তার সাথে যুদ্ধ করব। সে আমার সাথে যুদ্ধ করবে। তারপর আপনি আমাকে তার বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন। যেন আমি তাকে হত্যা করি এবং তার যুদ্ধাস্ত্র ছিনিয়ে নেই। তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস আমার দু'আর পর 'আমীন, আমীন' বললেন।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) দু'আ করলেন—

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওফীক দিন, আমি যেন প্রচণ্ড শক্তিশালী দারুণ ক্ষিপ্ত যোদ্ধার বিরুদ্ধে মুকাবিলা করি। আপনার সন্তুষ্টির আশায় আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সে আমাকে ধরে ফেলবে। আমার নাক কান কেটে ফেলবে। তারপর যখন আগামীকাল আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব তখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস

করবেন—

তোমার নাক ও কান কেন কাটা হয়েছে?

আমি তখন বলব, আপনার ও আপনার সন্তুষ্টির জন্য।

আপনি তখন বলবেন, তুমি সত্য বলেছো।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের দু'আ আমার দু'আর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। দিবসের শেষ লগ্নে আমি তাঁকে দেখলাম, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর দেহ বিকৃত করা হয়েছে। তাঁর নাক ও কান সুতা দিয়ে একটি গাছের সাথে লটকে দেয়া হয়েছে।

***

আল্লাহ তা'আলা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ)এর দু'আ কবুল করলেন। তাই তিনি তাঁকে শাহাদাত দান করে সম্মানিত করলেন। যেমনিভাবে তাঁর মামা শহীদদের সর্দার হামযা ইবনে আবী তালেব (রাযিঃ)কে সম্মানিত করেছেন।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁদের দু'জনকে একই কবরে একই সাথে সমাধিস্থ করলেন তখন তাঁর অশ্রু শাহাদাতের সুগন্ধে সুভাসিত তাদের কবরকে সিক্ত করল।

হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিঃ)

প্রত্যেক জাতির একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি রয়েছে আর এ জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলেন আবু উবায়দা।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিঃ)

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল চেহারা, জ্যোতির্ময় ললাট, শীর্ণ দেহ, দীর্ঘকায় ও কোমল কপোলের অধিকারী। তাঁকে দেখে চোখ শান্ত হত। তাঁর সাক্ষাতে হৃদয় সান্ত্বনা পেত। তাঁর সংস্পর্শে অন্তর প্রশান্ত হত।

তাছাড়া তিনি ছিলেন অমায়িক, অত্যন্ত বিনয়ী, দারুণ লজ্জাশীল। কিন্তু কোন বিষয় প্রকট আকার ধারণ করলে এবং ভয়ংকর রূপ নিলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়া নেকড়ের ন্যায় হয়ে যেতেন।

তিনি সৌন্দর্যে ও উজ্জ্বল্যে তরবারীর ফলার ন্যায় ছিলেন। তীক্ষ্মতা ও প্রখরতার ক্ষেত্রে তিনি তরবারীরই উপমা ধারণ করতেন।

তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ ফিহরী কুরাইশী (রাযিঃ)। যাঁর উপনাম আবু উবায়দা।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) তাঁর প্রশংসা করে বলেন, কুরাইশের তিন ব্যক্তি চেহারায় ছিলেন সমোজ্জ্বল, চরিত্রে ছিলেন মোহময়, আর লজ্জায় ছিলেন দৃঢ়তর। যদি তাঁরা তোমার সাথে কথা বলেন, তাহলে মিথ্যা বলবেন না। আর যদি তুমি তাদের সাথে কথা বল, তাহলে তোমাকে মিথ্যবাদী বলবে না। তারা হলেন আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ), উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) ও আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রাযিঃ)।

***

আবু উবায়দা (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ব্যক্তিদের মাঝে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণের পরদিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাঁকে, আবদুর রহমান ইবনে আউফকে, উসমান ইবনে মাযউনকে এবং আরকাম ইবনে

আবুল আরকামকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তাঁরা তাঁর সামনে চিরন্তন সত্যের কালিমা পাঠ করলেন। তাই তাঁরা ছিলেন প্রথম বুনিয়াদ যার উপর ইসলামের মহান প্রাসাদ বিনির্মাণ করা হয়েছে।

***

আবু উবায়দা (রাযিঃ) মক্কায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে নির্মম নিপীড়নের পরীক্ষাক্ষেত্র হয়ে রইলেন এবং অগ্রগামী মুসলমানদের সাথে এমন দুঃখ–বেদনা, কষ্ট–যাতনা ও নির্যাতন–নিপীড়নের প্রচণ্ডতা সহ্য করলেন যা পৃথিবীর বুকে অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা সহ্য করেনি। তিনি পরীক্ষার সম্মুখে অটল অবিচল রইলেন এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাকে সত্যরূপে মেনে নিলেন।

কিন্তু বদরের দিনে তাঁর পরীক্ষার প্রচণ্ডতার মাত্রা কল্পবিলাসীদের কল্পনা ছাড়িয়ে গেছে, অনুমানকারীদের অনুমানের ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

***

বদরের দিনে হযরত আবু উবায়দা (রাযিঃ) নির্ভীক মরণজয়ী যোদ্ধার ন্যায় ব্যূহের পর ব্যূহ ভেদ করে আক্রমণ করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকরা ভয় পেয়ে গেল। নিঃশঙ্ক মরণজয়ী যোদ্ধার ন্যায় ঘুরতে লাগলেন। ফলে কুরাইশের অশ্বারোহী যোদ্ধারা ভয় পেয়ে গেল। তারা তাঁর মুখোমুখি হলেই পাশ কেটে যেতে লাগল।

কিন্তু এক ব্যক্তি সবদিক থেকে আবু উবায়দা (রাযিঃ)এর মুখোমুখি হতে লাগল। আর আবু উবায়দা (রাযিঃ) তার পথ থেকে সরে যেতে লাগলেন। তার মুখোমুখি হতে দূরে থাকতে চাইলেন।

লোকটি ভীষণ আক্রমণ করল। আবু উবায়দা (রাযিঃ) তার থেকে দূরে সরে পড়তে চাইলেন। লোকটি আবু উবায়দা (রাযিঃ)এর সব পথ বন্ধ

করে দিলেন এবং তার মাঝে ও আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দাঁড়াল।

তিনি একেবারে ধৈর্যহারা হয়ে তরবারী দিয়ে তার মাথায় এমন আঘাত করলেন যে, তার শির দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এবং তার সামনে লুটিয়ে পড়ল।

প্রিয় পাঠক! লুটিয়ে পড়া এ ব্যক্তিটি কে ছিল, তা অনুমান করার কোন চেষ্টা করো না। আমি কি তোমাকে বলিনি যে, নিপীড়নের প্রচণ্ডতা কল্পবিলাসীদের কল্পনা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, অনুমানকারীদের অনুমানের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিল।

বেদনায় তোমার শির ফেটে যাবে যখন তুমি জানতে পারবে, লুটিয়ে পড়া ব্যক্তিটি হলেন আবু উবায়দা (রাযিঃ)এর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ।

***

আবু উবায়দা (রাযিঃ) তার পিতাকে হত্যা করেননি। বরং তিনি তার পিতার ব্যক্তিত্বে লুকায়িত শিরককে হত্যা করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা আবু উবায়দা (রাযিঃ) ও তাঁর পিতার প্রসঙ্গ টেনে কুরআনে বলেন—

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ، وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاءَ هُمْ، اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ، اُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ، اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

[অর্থ ঃ যাঁরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে দেখবেন না। যদিও তাঁরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা বংশের লোক হয়। তাঁদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান

লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরমালা প্রবাহিত। তাঁরা সেখানে চিরকাল থাকবেন। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (সূরা মুজাদালা—২২)]

***

আবু উবায়দা (রাযিঃ)–এর জন্য এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। কারণ আল্লাহর উপর তাঁর ঈমান, দ্বীনের জন্য তাঁর কল্যাণকামিতা আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য তাঁর বিশ্বস্ততা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার প্রতি আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দারা হয়েছিল লোভাতুর।

মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর বর্ণনা করেন, খৃষ্টানদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এল। বলল, হে আবুল কাসেম! আপনার সাথীদের মধ্য হতে এমন একজনকে আমাদের সাথে পাঠান যাঁর ব্যাপারে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। আমরা কিছু ধনসম্পদ নিয়ে মতবিরোধ করছি সে আমাদের মাঝে তার ফয়সালা করে দিবে। আর আপনারা তো আমাদের নিকট প্রিয়ভাজন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বিকালে আমার নিকট আস, আমি তোমাদের সাথে শক্তিশালী বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি তাই তাড়াতাড়ি যোহরের নামায পড়তে গেলাম। সেদিনই আমি নেতৃত্বকে ভালবেসেছিলাম। আশা ছিল আমি এ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন। তারপর ডানে ও বামে তাকাতে লাগলেন। আমি তাঁর দৃষ্টির সামনে দীর্ঘ হতে লাগলাম যেন তিনি আমাকে দেখেন আর তিনি আমাদের মাঝে তাঁর দৃষ্টি ফিরাতে লাগলেন। অবশেষে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রাযিঃ)কে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন—

'তাদের সাথে যাও, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে ন্যায়সঙ্গতভাবে তার ফয়সালা কর।' আমি তখন বললাম, আবু উবায়দা তো সে গুণের অধিকারী হয়ে গেল।

***

আবু উবায়দা (রাযিঃ) শুধুমাত্র বিশ্বস্তই ছিলেন না। বিশ্বস্ততার সাথে তিনি শক্তিরও অধিকারী ছিলেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাঁর এই শক্তির বিকাশ ঘটেছে।

যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের একটি কাফেলার মুখোমুখি হওয়ার জন্য একদল সাহাবীকে পাঠালেন এবং আবু উবায়দা (রাযিঃ)কে তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন আর পাথেয় স্বরূপ তাঁদেরকে এক থলে খেজুর দিলেন। দেয়ার জন্য অন্য কিছু পেলেন না, সেদিন তাঁর শক্তির বিকাশ ঘটেছিল।

তখন আবু উবায়দা (রাযিঃ) প্রত্যেক দিন তাঁর সাথীদের একটি করে খেজুর দিতেন। প্রত্যেকে তা শিশু মায়ের দুধ চুষে খাওয়ার ন্যায় চুষে খেত। তারপর পানি পান করত। এটাই রাত পর্যন্ত তাদের জন্য যথেষ্ট হত।

***

উহুদের দিনে যখন মুসলমানগণ পরাজিত হলেন আর মুশরিকরা চিৎকার করে ডাকতে লাগল, মুহাম্মদ কোথায় আছে দেখিয়ে দাও..... মুহাম্মদ কোথায় আছে দেখিয়ে দাও..... আবু উবায়দা (রাযিঃ) তখন ঐ দশজনের একজন ছিলেন যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে মুশরিকদের বর্শাগুলো নিজ দেহ পেতে প্রতিহত করছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হলে দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের চার দাঁত ভেঙে গেছে। তাঁর ললাট আক্রান্ত

হয়েছে এবং বর্মের দুটি আংটা তাঁর ললাটে বিদ্ধ হয়েছে। আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তা তাঁর কপাল থেকে তুলে ফেলতে অগ্রসর হলেন। তখন আবু উবায়দা (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আমি আপনাকে বলছি, অনুগ্রহ করে তা আমার জন্য ছেড়ে দিন। আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তা তাঁর জন্য ছেড়ে দিলেন। আবু উবায়দা (রাযিঃ) ভেবে দেখলেন, যদি তিনি তা হাত দিয়ে উপড়ে ফেলেন তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা কষ্ট দিবে। তাই তিনি সামনের দাঁত দিয়ে একটি আংটা মজবুত করে কামড়ে ধরলেন। তারপর তা তুলে ফেললেন আর তাঁর সামনের দাঁতটি পড়ে গেল। অতঃপর সামনের অপর দাঁতটি দিয়ে দ্বিতীয় আংটাটি কামড়ে ধরলেন ও তা তুলে ফেললেন। ফলে তার সামনে অপর দাঁতটি পড়ে গেল।

আবু বকর (রাযিঃ) বলতেন, তাই আবু উবায়দা (রাযিঃ) সামনের দাঁতহীন মানুষদের মাঝে সবচে' সুন্দর মানুষ ছিলেন।

***

রাসূলের সাহচর্য অবলম্বন করার পর থেকে রাসূলের মৃত্যু পর্যন্ত আবু উবায়দা (রাযিঃ) সবগুলো যুদ্ধেই তাঁর সাথে ছিলেন।

সাকীফার দিনে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) আবু উবায়দা (রাযিঃ)কে বললেন, আপনার হাত প্রসারিত করুন আমি আপনার বাইয়াত গ্রহণ করব। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় প্রত্যেক জাতির এক বিশ্বস্ত লোক থাকে আর তুমি হলে এ জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

তখন হযরত আবু উবায়দা (রাযিঃ) বললেন, আমি এমন দুঃসাহসী নই যে, ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্মুখে অগ্রসর হব যাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে আমাদের ইমাম হতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আমাদের ইমাম হয়েছেন।

তারপর তিনি আবু বকর (রাযিঃ)এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। তাই আবু উবায়দা (রাযিঃ) সত্যের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য ছিলেন উত্তম

উপদেশদানকারী আর কল্যাণের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য ছিলেন উত্তম সাহায্যকারী।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)কে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করলে আবু উবায়দা (রাযিঃ) তাঁর অনুগত হয়ে রইলেন। মাত্র একবার ছাড়া কখনো তাঁর অবাধ্য হননি।

তুমি কি জান, কোন্ বিষয়টির ক্ষেত্রে আবু উবায়দা (রাযিঃ) খলীফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশের অবাধ্য হয়েছিলেন?! তা তখন ঘটেছিল যখন আবু উবায়দা (রাযিঃ) শামে ছিলেন। এক রণক্ষেত্রে বিজয় লাভ করার পর আরেক রণক্ষেত্র বিজয় করার জন্য মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটে চলছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে শামের সবগুলো দেশ বিজয় করলেন। পূর্বে ফুরাত নদী আর উত্তরে এশিয়া মাইনরে পৌঁছে গেলেন।

তখন সহসা শামে এমন মহামারী দেখা দিল যার মত ভয়ংকর মহামারী মানুষ কখনো দেখেনি। ফলে মহামারীতে অগণিত মানুষ মৃত্যুবরণ করতে লাগল।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) এ সংবাদ শুনেই পত্রসহ একজন দূত আবু উবায়দা (রাযিঃ)এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাতে লিখলেন—

'তোমার নিকট আমার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তুমি ছাড়া আর কারো দ্বারা তা পূরণ হবার নয়। যদি আমার পত্র তোমার নিকট রাতে এসে পৌঁছে, তাহলে আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি আমার নিকট আসার পথে অশ্বারোহণ ছাড়া সকাল করবে না। আর যদি তোমার নিকট তা দিনে পৌঁছে, তাহলে আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, আমার নিকট আসার পথে অশ্বারোহণ ছাড়া সন্ধ্যা করবে না।

আবু উবায়দা (রাযিঃ) উমর ফারুক (রাযিঃ)এর পত্র নিয়ে বললেন, আমার নিকট আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনের বিষয়টি বুঝে ফেলেছি। তিনি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছেন যে বাঁচবে না।

তারপর পত্রের উত্তরে লিখে পাঠালেন—

'হে আমীরুল মুমিনীন! আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন আমি তা বুঝে ফেলেছি। আমি মুসলমানদের মুজাহিদ বাহিনীতে রয়েছি। আর আমি যে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হব তা থেকে বাঁচার আমার কোন আগ্রহ নেই।

আল্লাহ আমার ও তাদের মাঝে ফয়সালা করার পূর্বে আমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না।

সুতরাং আমার এ উত্তরপত্র আপনার নিকট পৌঁছলে আপনার প্রতিজ্ঞা থেকে আমাকে মুক্তি দিন এবং আমাকে শামে থাকার অনুমতি প্রদান করুন।

হযরত উমর (রাযিঃ) উত্তরপত্র পাঠ করে কেঁদে ফেললেন। তাঁর চোখ উপচে অশ্রু প্রবাহিত হল। তখন তাঁর কান্নার প্রবলতা দেখে মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন—

'হে আমীরুল মুমিনীন! আবু উবায়দা কি মৃত্যুবরণ করেছেন?

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, না, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি, তবে তার মৃত্যু অদূরে।

হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)এর ধারণা মিথ্যা হয়নি। কেননা শীঘ্রই তিনি মহামারিতে আক্রান্ত হলেন। অতঃপর যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে অসীয়ত করে বললেন—

'আমি তোমাদের এমন একটি অসীয়ত করব তোমরা যদি তা গ্রহণ কর তবে সর্বদা কল্যাণে থাকবে।

তোমরা সালাত কায়েম কর। রমযান মাসে রোযা রাখ। দান-সদকা কর। হজ্জ ও উমরা আদায় কর। একে অপরকে কল্যাণের অসীয়ত কর। তোমাদের শাসকদের কল্যাণ কামনা কর। স্বার্থ অর্জনের জন্য তাদের নিকট যেয়ো না। আর দুনিয়া যেন তোমাদের উদাস করে না ফেলে। কারণ, যদি কোন মানুষকে হাজার বৎসরের আয়ু প্রদান করা হয় তাহলেও তাকে অবশ্যই আমার এই স্থানে পৌঁছতে হবে যেখানে তোমরা আমাকে দেখছো।....

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

তারপর মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ)এর দিকে ফিরে তাকালেন।

বললেন, হে মুয়ায! ইমাম হয়ে লোকদের নামায পড়াও।

এর অনতিকাল পরেই তাঁর পবিত্র আত্মা উড়ে গেল। তখন মুয়ায (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে বললেন—

'হে লোকেরা! নিশ্চয় তোমরা আজ এমন এক মহান ব্যক্তিকে হারিয়ে ব্যথিত হয়েছো, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি জানি না, তাঁর চেয়ে অধিক পুণ্যবান হৃদয়ের অধিকারী, তাঁর চেয়ে অধিক হিংসা-বিদ্বেষে দূরবর্তী ব্যক্তি, শেষ শুভ পরিণামের ব্যাপারে তাঁর চেয়ে অধিক কাঙ্খিত ব্যক্তি এবং তাঁর চেয়ে অধিক জনকল্যাণকামী ব্যক্তি দেখেছি কি না? সুতরাং তোমরা তাঁর জন্য রহমতের দু'আ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)

কুরআন যেমন সবুজ-সতেজ অবতীর্ণ হয়েছে কেউ যদি তেমনিভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দিত হতে চায়, তাহলে সে যেন ইবনে উম্মে আব্দের ন্যায় কুরআন পাঠ করে।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)

তিনি একজন কিশোর বালক ছিলেন। পূর্ণ বয়স্কে পৌছেননি। মক্কার গিরিপথগুলোতে মানুষ থেকে দূরে থেকে মেষ চরাতেন। কুরাইশের এক সর্দারের মেষ চরাতেন। তার নাম উকবা ইবনে মুয়াইত।

লোকেরা তাঁকে ইবনে উম্মে আবদ বলে ডাকত। তাঁর নাম আবদুল্লাহ। আর তাঁর পিতার নাম মাসউদ।

***

বালকটি তার গোত্রে আবির্ভূত নবীর বিভিন্ন সংবাদ শুনত। কিন্তু অল্প বয়সের কারণে এবং মক্কার সামাজিক জীবন থেকে দূরে থাকার কারণে তার কোন পরোয়া করত না। অত্যন্ত প্রত্যুষে উকবার মেষগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অতঃপর রাত ঘনিয়ে এলেই সে ফিরে আসত।

***

একদিন মক্কার বালক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) দু'জন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে দূর থেকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। তাঁদের অবয়ব ঘিরে এক গাম্ভীর্যভাব বিরাজ করছে। তাঁরা অত্যন্ত ক্লান্ত। বেহদ পিপাসার্ত। পিপাসায় তাঁদের ঠোঁট ও কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে।

তাঁরা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বলল, হে বালক! তোমার এই বকরীগুলো থেকে আমাদের একটু দুধ দোহন করে দাও। আমরা তা দ্বারা আমাদের পিপাসা নিবারণ করব। আমাদের শিরা উপশিরা সিক্ত করব।

বালক বলল, আমি তা করব না। কারণ বকরীগুলো আমার নয়। আমাকে তো কেবল এগুলোর প্রহরী বানানো হয়েছে...

লোক দু'টি তার কথা অপছন্দ করল না। তাদের চেহারায় তার ব্যাপারে সন্তুষ্টির আভা বিকশিত হল।

তারপর তাদের একজন বলল, আমাকে এমন একটি বকরী দেখিয়ে দাও যা এখনো দুগ্ধ দান করেনি। তখন বালকটি অদূরের একটি বকরী দেখিয়ে দিল। লোকটি তার দিকে এগিয়ে গেল এবং তাকে বাঁধল। তারপর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে করতে বকরীর ওলানটি মলে দিতে লাগল। বালকটি তাঁর দিকে বিস্ময় মাখা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এবং মনে মনে বলল—

'যে ছোট বকরী এখনো দুধ দেয়নি সে আবার কিভাবে দুধ দিবে? !

কিন্তু বকরীর ওলানটি অনতিবিলম্বে স্ফীত হয়ে গেল এবং তা থেকে প্রবল ধারায় দুধ বেরুতে লাগল।

লোকটি তখন মাটি থেকে মাঝখানে গভীরতা বিশিষ্ট একটি পাথর কুড়িয়ে নিল এবং দুধ দ্বারা তা পূর্ণ করল। তিনি ও তার সাথী তা থেকে পান করলেন। তারপর তাদের সাথে আমাকেও পান করালেন। আর আমি যা দেখলাম তা বিশ্বাস করতে পারছি না।

তারা পরিতৃপ্ত হলে সেই মুবারক ব্যক্তি বকরীর ওলানটিকে বললেন, তুমি সংকুচিত হয়ে যাও। ওলানটি সংকুচিত হতে হতে আগের অবস্থায় ফিরে গেল।

তখন আমি বরকতময় লোকটিকে বললাম, আপনি যে কথা বলেছেন তা আমাকে শিখিয়ে দিন।

তিনি আমাকে বললেন, নিশ্চয় তুমি জ্ঞানী বালক হবে।

***

এটা হল ইসলামের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর জীবন কাহিনীর শুরু।

কারণ, বরকতময় ব্যক্তিটিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তাঁর সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

কুরাইশের নিপীড়নের প্রচণ্ডতায় এবং তাঁদের উপর আপতিত নির্যাতনের তীব্রতায়ই তাঁরা সেদিন মক্কার গিরিপথে গিয়েছিলেন।

***

বালকটি যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীকে ভালবেসেছিলেন, তাতে রাসূল ও তাঁর সাথী তার ব্যাপারে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। তার বিশ্বস্ততাকে ও দৃঢ়তাকে মহান মনে করেছিলেন এবং তার মাঝে কল্যাণের সন্ধান পেয়েছিলেন।

***

কিছুদিন যেতে না যেতেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাসূলের সেবার জন্য নিজেকে তাঁর নিকট পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার সেবায় নিয়োগ করলেন।

সেদিন থেকে ভাগ্যবান বালক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) মেষের পরিচর্যা ছেড়ে সকল জাতি ও সৃষ্টির সেরা মানবের সেবায় নিয়োজিত হলেন।

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করতে লাগলেন। আবাসে–নিবাসে তিনি তার সাথী হতেন। বাড়িতে–বাইরে তিনি তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করতেন।

তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তাঁকে জাগ্রত করতেন। গোসলের সময় তাঁকে আড়াল করে রাখতেন। কোথাও বের হওয়ার ইচ্ছে করলে তাঁকে তাঁর জুতা পরিয়ে দিতেন। ঘরে প্রবেশের ইচ্ছে করলে তিনি তাঁর পা থেকে

জুতা খুলে দিতেন। তাঁর লাঠি ও মিসওয়াক বহন করে নিয়ে যেতেন। তিনি তাঁর কামরায় প্রবেশ করতেন যখন তিনি তাঁর কামরায় থাকতেন।

বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইচ্ছে তখন তাঁকে তাঁর কামরায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পাপ ও সংকোচ ছাড়াই তাঁর গোপন বিষয় জানার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তাই তাঁকে 'রাসূলের গোপন বিষয় পরিজ্ঞাত ব্যক্তি' হিসাবে ডাকা হত।

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) রাসূলের গৃহে প্রতিপালিত হন। তাঁর হিদায়াতেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হন। তাঁর চরিত্র মাধুরীতেই চরিত্রবান হন। প্রতিটি অভ্যাস ও রীতি-নীতিতে তিনি তাঁর অনুসরণ করেন। তাই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, 'নিশ্চয় তিনি হিদায়াত ও চরিত্রের ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে রাসূলের অগ্রগামী ব্যক্তি।'

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) রাসূলের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। তাই সাহাবীদের মাঝে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কারী, অধিক কুরআনের মর্ম অনুধাবনকারী এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।

ঐ ব্যক্তির ঘটনাই এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবে, যে ব্যক্তি উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর নিকট এলেন। তিনি তখন আরাফায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বললেন—

'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কুফা থেকে এসেছি। সেখানে এমন এক ব্যক্তিকে রেখে এসেছি যিনি নিজের স্মৃতি থেকে কুরআন পড়ান।'

তখন হযরত উমর (রাযিঃ) অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এমনভাবে খুব কমই ক্ষিপ্ত হয়েছেন। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ফুলতে লাগলেন, এমনকি তিনি কাজওয়ার অগ্র-পশ্চাতের মধ্যবর্তী স্থান ভরে ফেলার উপক্রম

হলেন। এবং বললেন—

তোর ধ্বংস হোক সে কে? !

লোকটি বলল, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ।

তখন ধীরে ধীরে তাঁর ক্রোধের আগুন নিভতে লাগল এমনকি তিনি তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তারপর বললেন—

"তোর মরণ হোক! আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি ছাড়া এ কাজের যোগ্য আর কেউ বাকি আছে বলে আমার জানা নেই। সে বিষয় সম্পর্কে আমি তোমার নিকট আলোচনা করছি।

হযরত উমর (রাযিঃ) কথা অব্যাহত রেখে বললেন—

এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযিঃ)এর নিকট বসে কথাবার্তা বলছিলেন। মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আমি তাদের সাথে ছিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। তখন সহসা দেখলাম, মসজিদে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি নামায পড়ছে। আমরা তাকে চিনতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তার কুরআন পাঠ শুনতে লাগলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন—

'কুরআন যেমন সবুজ সতেজ অবতীর্ণ হয়েছে কেউ যদি তেমনিভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দিত হতে চায়, তাহলে সে যেন ইবনে উম্মে আবদের ন্যায় কুরআন পাঠ করে।'

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বসে দু'আ করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলতে লাগলেন, 'চাও তোমাকে দেয়া হবে.....

চাও.... তোমাকে দেয়া হবে

তারপর হযরত উমর (রাযিঃ) বলতে লাগলেন, আমি তখন মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি অতি প্রত্যুষে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট যাব এবং রাসূলের এই 'আমীন.... আমীন' বলার সুসংবাদ দিব। তাই প্রত্যুষে আমি তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য গেলাম। গিয়ে দেখি, আমার আগে আবু বকর তার নিকট পৌছে গেছেন।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যখনই কোন নেক কাজে আবু বকরের সাথে প্রতিযোগিতা করেছি, তখন আমি তাকে আমার অগ্রগামী পেয়েছি।

***

আল্লাহর কিতাব কুরআনের ইলম অর্জনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এমন এক পর্যায়ে পৌছেছেন যে, তিনি বলতেন, আমি ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি তবে আমি জানি, কোথায় তা অবতীর্ণ হয়েছে। আমি জানি কোন ক্ষেত্রে তা অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি জানতে পারি, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ কেউ আছে যার নিকট গমন করা সম্ভব, তাহলে অবশ্যই আমি তার নিকট যেতাম।

***

নিজের সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) যা বলেছেন, তাতে তিনি কোন বাড়াবাড়ি করেননি। কারণ এই তো উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)। এক সফরে এক কাফেলার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। রাতের ঘন অন্ধকার কাফেলাটি ছেয়ে আছে। কাফেলার মাঝে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)।

হযরত উমর (রাযিঃ) এক ব্যক্তিকে তাদের ডাকার নির্দেশ দিলেন।

লোকটি ডেকে বলল, কাফেলা কোথা থেকে এল।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) উত্তর দিলেন مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيْقِ সুদূর উপত্যকা থেকে।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, اَلْبَيْتَ الْعَتِيْقَ প্রাচীন গৃহে যাচ্ছি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, নিশ্চয় তাদের মাঝে একজন আলেম আছে। অতঃপর তিনি একজনকে নির্দেশ দিলে সে ডেকে বলল, কুরআনের কোন্ আয়াতটি অতি মহান?

উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন—

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

[অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না, নিদ্রাও না।]

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, তুমি ডেকে বল, কুরআনের কোন আয়াতটি অতি প্রজ্ঞাময়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى

[অর্থ ঃ আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন।]

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, তুমি ডেকে বল, কুরআনের কোন্ আয়াতটি ব্যাপকতর?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

[অর্থ ঃ কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।]

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, তুমি ডেকে বল, কুরআনের কোন্ আয়াতটি অধিক ভীতিপ্রদ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন—

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَبِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

[অর্থ ঃ তোমাদের আশার উপর ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও নয়। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না।]

তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, কুরআনের কোন্ আয়াতটি অধিক আশা ব্যঞ্জক?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

[অর্থ ঃ বলুন! হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।]

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, তুমি ডেকে বল, তোমাদের মাঝে কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আছে? !

তারা বলল, হাঁ, তিনি আমাদের মাঝে আছেন।

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) শুধুমাত্র কারী, আলেম, আবেদ ও দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিই ছিলেন না। তার সাথে সাথে তিনি শক্তিশালী, দৃঢ়চেতা, দুঃসাহসী মুজাহিদ হয়ে যেতেন যখন পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করত।

এর জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনিই পৃথিবীর বুকে প্রথম মুসলমান যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কুরআনকে সুউচ্চ কণ্ঠে পাঠ করেছিলেন।

মক্কায় একদিন রাসূলের সাহাবীগণ সমবেত হল। তাঁরা ছিলেন নগণ্য দুর্বল। বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, এখনো কুরাইশরা এ কুরআনকে সুউচ্চ কণ্ঠে পাঠ করতে শুনেনি। সুতরাং কে আছে যে তাদের তা শুনাবে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আমি তাদের তা শুনাব।

তারা বলল, আমরা তোমার ব্যাপারে আশংকা করছি। আমরা এমন একজনকে চাচ্ছি, যার গোত্রের লোকেরা মক্কায় আছে। যারা তাকে রক্ষা করবে এবং তাদের থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে যদি তারা তাকে হত্যা করতে চায়।

তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, তোমরা আমাকে সুযোগ দাও। নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন এবং আমাকে রক্ষা করবেন।

তারপর তিনি পূর্বাহ্নে মসজিদে গেলেন এবং মাকামে ইবরাহীমে গিয়ে পৌঁছলেন। কুরাইশরা তখন কাবার পাশে বসে আছে। তিনি মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে পাঠ করতে লাগলেন—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَلرَّحْمٰنُ × عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ× خَلَقَ الْاِنْسَانَ× عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

তিনি তেলাওয়াত করে যেতে লাগলেন। কুরাইশরা চিন্তা করে বলল, ইবনে উম্মে আবদ কি বলছে?

তার ধ্বংস হোক মুহাম্মদের কুরআনেরই তো কিয়দাংশ পাঠ করছে।

তারা তার দিকে ছুটে এল এবং তাঁর চেহারায় মারতে লাগল। আর তিনি তখন কুরআন পাঠ করেই চলছেন। তারপর তিনি তাঁর সাথীদের নিকট রক্তাপ্লুত হয়ে ফিরে এলেন।

তাঁরা তখন তাঁকে বলল, আমরা তোমার ব্যাপারে এর ভয়ই করেছিলাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহর দুশমনরা আমার দৃষ্টিতে এখনের চেয়ে তুচ্ছ আর ছিল না। তোমরা চাইলে আগামীকাল সকালে এমনিভাবে আমি তাদের নিকট যাব।

তাঁরা বললেন, না, যেয়ো না। যথেষ্ট হয়েছে। তাদের অপছন্দনীয় বিষয়টি তুমি তাদের শুনিয়ে দিয়েছো।

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হযরত উসমান (রাযিঃ)এর খিলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে রইলেন। অতঃপর মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে

পড়লে হযরত উসমান (রাযিঃ) তাঁকে দেখতে এলেন।

বললেন, আপনি কিসের ভয় করছেন?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আমার পাপরাশির।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, আপনি কিসের আশা করেন?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আমি আল্লাহর রহমতের আশা করি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, আমি কি আপনার ঐ ভাতাগুলো পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিব যেগুলো আপনি বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ নিচ্ছেন না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আমার তার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, আপনার পর তা আপনার মেয়েদের জন্য হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আপনি কি আমার মেয়েদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করছেন? আমি তাদের প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَنْ قَرَاَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا

[অর্থঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, কখনো তাকে দারিদ্র স্পর্শ করবে না।]

***

রাত এগিয়ে এলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। তার জিহ্বা তখন আল্লাহর স্মরণে সজীব ও আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠে প্রাণবন্ত।

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)

সালমান আমাদের আহলে বাইতের একজন।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)

আমাদের এই কাহিনীটি সত্যানুসন্ধানী, আল্লাহর প্রত্যাশী ব্যক্তির কাহিনী।

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)এর কাহিনী।

তাই আমাদের উচিত আমরা স্বয়ং সালমান ফারসী (রাযিঃ)কেই অবকাশ দেই, যেন তিনি আমাদের নিকট তাঁর জীবন-কাহিনীর বাস্তব ঘটনাগুলো বর্ণনা করেন।

কারণ, নিজ জীবনে ঘটে যাওয়া কাহিনীতে তাঁর অনুভূতি সুগভীর, তাঁর বর্ণনা তীক্ষ্ণ ও সত্যাশ্রয়ী।

হযরত সালমান (রাযিঃ) বলেন, আমি ছিলাম ইস্পাহানে বসবাসকারী এক পারস্য যুবক। জাইয়ান নামক শহরে আমার জন্ম। আমার পিতা শহরের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। শহরবাসীর মাঝে সবচেয়ে সম্পদশালী এবং মর্যাদায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

জন্মের পর থেকেই আমি ছিলাম তার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। কালপরিক্রমায় আমার প্রতি তার ভালবাসা বৃদ্ধি পেতেই লাগল। অবশেষে আমার ব্যাপারে ভয় ও আশংকায় তিনি আমাকে গৃহে বন্দী করে রাখলেন যেমন মেয়েদের বন্দী করে রাখা হয়।

অগ্নিপূজার ধর্মে আমি আমার প্রচুর শ্রম ব্যয় করলাম। অবশেষে আমি আমাদের উপাস্য অগ্নির সেবক হয়ে গেলাম। তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হল। যেন দিন বা রাতে কখনো এক মুহূর্তের জন্য তা নির্বাপিত না হয়।

আমার আব্বার বিশাল খামার ছিল। যা থেকে আমরা প্রচুর ফসল পেতাম। আব্বা তা দেখাশোনা করতেন। তার ফসল কেটে আনতেন।

একদা এক ব্যস্ততার কারণে তিনি তার সেই খামারে যেতে পারলেন না। তাই আমাকে বললেন—

'হে ছেলে! তুমি দেখছো, আমি খামারে যেতে পারছি না। তুমি আজ সেখানে যাও এবং আমার পক্ষ থেকে তার কাজ আঞ্জাম দাও।

আমি তখন খামারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার সময় পথে আমি খৃষ্টানদের এক গীর্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারা নামায আদায় করছে। ফলে তা আমার চেতনাকে ফিরিয়ে নিল।

***

দীর্ঘদিন যাবৎ আমার পিতা আমাকে গৃহে রেখে মানুষের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত রাখার কারণে আমি খৃষ্টান ধর্মের বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারী সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমি তাদের আওয়াজ শুনে তারা কী করে তা দেখতে গেলাম।

তাদের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে তাদের নামায আমাকে বিমুগ্ধ করল। তাদের ধর্মে আমি আগ্রহী হয়ে পড়লাম। বললাম—

আল্লাহর কসম! আমাদের ধর্মের চেয়ে এ ধর্ম তো অধিক শ্রেয়। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের পরিত্যাগ করলাম না এবং পিতার খামারে গেলাম না।

তারপর আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, এ ধর্মের মূল কোথায়?

তারা বলল, শাম দেশে।

রাত ঘনিয়ে এলে আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। পিতা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমি কী করেছি তা জিজ্ঞেস করলেন। আমি তখন বললাম, আব্বা! আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, কিছু লোক তাদের গির্জায় নামায আদায় করছে। তাদের ধর্মের এ বিষয়টি আমি দেখে মুগ্ধ হলাম এবং সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট থাকলাম। আমার কথা শুনে তো পিতা ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—

'হে ছেলে! সে ধর্মে কোন কল্যাণ নেই। তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম তার চেয়ে অধিক উত্তম।'

আমি বললাম, মোটেই না। আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয় তাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ। আমার এ কথা শুনে

আমার পিতা ভয় পেয়ে গেলেন এবং আশংকা বোধ করলেন যে, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব। তিনি আমাকে ঘরে বন্দী করে রাখলেন। আমার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলেন।

সুযোগ পেয়ে আমি খৃষ্টানদের নিকট এ কথা বলে লোক পাঠালাম—

'যখন তোমাদের নিকট শাম দেশে গমনকারী কোন কাফেলা আসবে তখন আমাকে তা জানাবে।'

কিছুদিনের মধ্যেই তাদের নিকট শাম দেশে গমনকারী এক কাফেলা এল। তারা আমাকে তার সংবাদ দিল। আমি শিকলটি খোলার চেষ্টা করলাম এবং তা খুলে ফেললাম। তারপর লুকিয়ে তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম এবং শাম দেশে গিয়ে পৌছলাম।

সেখানে যাত্রা বিরতি করলে আমি বললাম, এ ধর্মের লোকদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?

লোকেরা বলল, গীর্জার সেবক ঐ পাদ্রী।

আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, 'আমি খৃষ্টধর্মে বিমুগ্ধ হয়েছি। আমি আপনার সাহচর্য অবলম্বন করে আপনার খেদমত করতে, আপনার থেকে ধর্ম-জ্ঞান অর্জন করতে এবং আপনার সাথে নামায আদায় করতে চাই।'

তিনি বললেন, বেশ, তুমি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কর। আমি তাঁর নিকটে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলাম এবং তাঁর খেদমত করতে লাগলাম।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি বুঝে ফেললাম, লোকটি মন্দ লোক। সে অনুসারীদের দান করতে নির্দেশ দিত এবং তার সওয়াবে উৎসাহিত করত। তারপর আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য তারা তাকে কিছু দিলে সে তা নিজের জন্য পুঞ্জিভূত করে রাখে। তা থেকে ফকীর মিসকীনদের কিছুই দেয় না। এভাবে স্বর্ণ দ্বারা সে সাতটি মটকা ভরে ফেলেছে।

তার এ কাজ দেখে আমি তাকে খুব ঘৃণা করতে লাগলাম। কিছুকাল পরেই সে মৃত্যুবরণ করল। খৃষ্টানরা তাকে দাফন করতে একত্রিত হল। আমি তখন তাদের বললাম—

তোমাদের এই পাদ্রী মন্দ লোক ছিল। দান সদকার নির্দেশ দিত। তাতে উৎসাহ দিত। তারপর তোমরা তার নিকট তা নিয়ে আসলে সে তা

নিজের জন্য পুঞ্জিভূত করে রাখত। তা থেকে মিসকীনদের কিছুই দিত না।

তারা বলল, তুমি তা কোথা থেকে জানলে?

আমি বললাম, আমি তোমাদেরকে তার পুঞ্জিভূত সম্পদের সন্ধান দিচ্ছি।

তারা বলল, আমাদেরকে তুমি তা দেখাও। আমি তাদেরকে তার স্থান দেখিয়ে দিলাম। তারা তখন সেখান থেকে স্বর্ণ চাঁদিতে ভরা সাতটি মটকা বের করল।

তারা তা দেখে বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে সমাধিস্থ করব না। তারপর তারা তাকে শূলে চড়াল এবং তার শরীরে প্রস্তর নিক্ষেপ করল।

এর কিছুদিন পরেই তারা তার স্থানে আরেক ব্যক্তিকে নিয়োগ করল। আমি তখন তার সাহচর্য অবলম্বন করলাম। ইহকালের প্রতি অধিক বিমুখ আর পরকালের প্রতি অধিক আগ্রহী এবং রাত–দিন সর্বদা ইবাদতে নিয়োজিত তার চেয়ে বেশী আর কাউকে দেখিনি। তাই আমি তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসলাম এবং তার সাথে দীর্ঘদিন কাটালাম। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমি তাকে বললাম—

'আপনার পর কার নিকট যেতে আমাকে অসীয়ত করছেন? কার সাহচর্য অবলম্বন করতে উপদেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, হে বৎস! আমি যে ধর্ম মতের উপর ছিলাম মাওসেলের এক ব্যক্তি ছাড়া কাউকে তাতে দেখছি না। তিনি ধর্মে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করেননি। সুতরাং তুমি তাঁর নিকট যাও।

তিনি ইন্তেকাল করলে আমি মাওসেলের লোকটির নিকট গেলাম। এবং তাঁকে আমার বৃত্তান্ত শুনালাম। বললাম, অমুক পাদ্রী মৃত্যুর সময় আমাকে আপনার নিকট আসতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, আপনি তাঁর মত সত্য ধর্ম আঁকড়ে ধরে আছেন।

তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট থাক।

তারপর আমি তাঁর নিকট থাকলাম। তাঁকে আমি উত্তম অবস্থায় পেলাম। এর কিছুদিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর সময়

উপস্থিত হলে আমি তাঁকে বললাম, জনাব, আল্লাহর যে নির্দেশ আসার তা এসে গেছে আর আমার সবকিছুই আপনি জানেন। সুতরাং আপনি আমাকে কার নিকট যাওয়ার অসীয়ত করছেন এবং কার সাহচর্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি যে সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম সে ধর্মে নাস্‌সিবাইনের এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ প্রতিষ্ঠিত আছে বলে আমার জানা নেই। তুমি তাঁর নিকট চলে যাও।

মৃত্যুর পর তাঁকে দাফন করা হলে আমি নাস্‌সিবাইনের সেই ব্যক্তির নিকট গেলাম এবং আমার বৃত্তান্ত তাকে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন—

'তুমি আমাদের নিকট থাক। আমি তাঁর নিকট থাকলাম। পূর্ববর্তী দুই পাদ্রীর ন্যায় আমি তাঁকে ভাল অবস্থায় পেলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। আমি তখন তাঁকে বললাম—

'আমার সম্পর্কে আপনার যা জানার তা আপনি জানেন। সুতরাং এখন আপনি আমাকে কার নিকট যেতে অসীয়ত করছেন?

তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমাদের ধর্মমতের উপর আম্‌মুরিয়াতে এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং তুমি তাঁর নিকট যাও।

আমি তার নিকট গেলাম এবং আমার বৃত্তান্ত অবহিত করালাম। তিনি বললেন—

'তুমি আমার নিকট থাক। আমি তাঁর নিকট থাকলাম। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তাঁকে পূর্ববর্তী পাদ্রীদের মতই হিদায়াতের উপর পেয়েছি। আমি তাঁর নিকট থেকে কিছু গরু ও বকরীর মালিক হলাম।

কিছুদিন পর অন্যান্য পাদ্রীর ন্যায় তাঁরও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। আমি তখন তাঁকে বললাম—

'আমার অবস্থা আপনি ভালভাবেই জানেন। সুতরাং আপনি আমাকে কার নিকট যাওয়ার অসীয়ত করছেন? কি কাজ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা যে ধর্মমত আঁকড়ে ধরেছিলাম পৃথিবীর বুকে অন্য কেউ তা ধারণ করে আছে

বলে আমাদের জানা নেই। তবে এমন একটি সময় ঘনিয়ে এসেছে যখন আরব ভূমিতে ইবরাহীম (আ.)এর ধর্ম নিয়ে এক নবী প্রেরিত হবেন। তারপর তিনি তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে কাল পাথরে ভরা দুই অঞ্চলের মাঝে খেজুর বৃক্ষে সুশোভিত এক অঞ্চলে হিজরত করবেন। তাঁর অনেকগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। তিনি উপহার সামগ্রী খাবেন। সদকার সামগ্রী খাবেন না। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুওয়াতের চিহ্ন রয়েছে। তুমি যদি সে দেশে যেতে পার তাহলে তাই কর।

তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আম্মুরিয়াতে কিছূকাল থাকলাম। একদিন কালব গোত্রের ব্যবসায়ীদের একটি দল আম্মুরিয়াতে এল। আমি তাদের বললাম—

'যদি তোমরা আমাকে তোমাদের সাথে আরবে নিয়ে যাও তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার এই গরু ও বকরীগুলো দিয়ে দিব।

তারা বলল, হাঁ, তোমাকে নিয়ে যাব। আমি তাদেরকে সেগুলো দিয়ে দিলাম। আর তারা আমাকে তাদের সাথে নিয়ে চলল। আমরা যখন ওয়াদিউল কুরায় পৌছলাম তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আমাকে একজন ইহুদীর নিকট বিক্রয় করে দিল। আমি তার সেবা করতে লাগলাম। এর কিছুদিন পর আমার মনিবের সাথে বনু কুরাইযা গোত্রের তার এক চাচাত ভাই সাক্ষাৎ করতে এল এবং আমাকে তার নিকট থেকে ক্রয় করল। সে আমাকে তার সাথে ইয়াসরিবে নিয়ে এল। আমি তখন ঐ খেজুর বৃক্ষ দেখলাম যার কথা আমাকে আম্মুরিয়ার পাদ্রী বলেছিল। আমি মদীনাকে তার বর্ণিত গুণাবলী দ্বারা চিনে ফেললাম। এবং তার সাথে সেখানেই থাকলাম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মক্কায় তার গোত্রের লোকদের আল্লাহর দিকে আহবান করছিলেন। কিন্তু দাসত্বের কারণে কাজের ব্যস্ততায় আমি তার কোন আলোচনাই শুনতে পেলাম না।

***

এর কিছুকাল পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইয়াসরিবে হিজরত করলেন। একদিন আমি আমার মনিবের একটি খেজুর গাছের মাথায় গাছের পরিচর্যার কিছু কাজ করছিলাম। আমার মনিব গাছের নীচে বসেছিল। ইতিমধ্যে তার এক চাচাত ভাই তার নিকট এল। তাকে বলল, আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের লোকদের আল্লাহ ধ্বংস করুন। কুবায় তারা আজ মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির নিকট সমবেত হচ্ছে। সে দাবী করে, সে একজন নবী।

তার কথা শুনামাত্র জ্বরের ন্যায় কি যেন আমাকে স্পর্শ করল। আমি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলাম। এমনকি আমি আমার মনিবের উপর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। আমি দ্রুত খেজুর গাছ থেকে নেমে পড়লাম এবং লোকটিকে বলতে লাগলাম—

'আপনি কী বলছেন? ! সংবাদটি আবার বলুন। একথা শুনে মনিব ক্ষিপ্ত হল এবং প্রচণ্ডভাবে আমাকে মুষ্টাঘাত করল। বলল, তোর সাথে এর কী সম্পর্ক? যা ভাগ, তোর কাজে তুই যা।

সন্ধ্যায় আমি আমার জমা করা কিছু খেজুর নিলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে রওনা হলাম। তার নিকট গিয়ে বললাম—

'আমি শুনতে পেলাম, আপনি একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। আপনার সাথে আপনার কিছু মুহতাজ পরদেশী লোক রয়েছে। এগুলো সদকার কিছু খেজুর আমার নিকট ছিল। আমি দেখলাম, অন্যদের তুলনায় আপনারাই তার বেশী হকদার। তারপর তা তার নিকটবর্তী করলাম। তিনি তখন তার সাথীদের বললেন—

'তোমরা খেয়ে নাও। তিনি তাঁর হাত গুটিয়ে রাখলেন। খেলেন না।

আমি তখন মনে মনে বললাম, 'এই হল একটি আলামত।'

তারপর চলে এলাম এবং কিছু খেজুর জমা করতে লাগলাম। রাসূল যখন কুবা থেকে মদীনায় চলে এলেন আমি তাঁর নিকট এসে বললাম—

আমি দেখেছি, আপনি সদকার খাবার খান না। এগুলো উপহার। এ দ্বারা আপনাকে সম্মান করলাম। তিনি তখন তা থেকে খেলেন এবং তাঁর সাথীদেরকেও খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা তাঁর সাথে খেল।

আমি তখন মনে মনে বললাম, 'এই হল দ্বিতীয় আলামত।'

তারপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি তখন বাকীউল গারকাদে ছিলেন। একজন সাহাবীকে দাফন করতে এসেছিলেন। দু'টি চাদর পরিহিত অবস্থায় আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর তাঁর পিঠের দিকে তাকাতে তাকাতে ঘুরে এলাম। হয়তো আমি তাঁর নবুয়তের ঐ চিহ্নটি দেখতে পারব যার বর্ণনা আম্মুরিয়ার পাদ্রী আমার নিকট করেছিল।

রাসূল যখন দেখতে পেলেন আমি তাঁর পিঠের দিকে তাকাচ্ছি আমার উদ্দেশ্যের কথা তিনি বুঝে ফেললেন। তিনি তাঁর পিঠ থেকে চাদর ফেলে দিলেন। আমি তখন তাকিয়ে তাঁর নবুয়তের চিহ্নটি দেখলাম। আমি তা চিনে ফেললাম এবং তাকে চুমু খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়লাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'তোমার বৃত্তান্ত কী, বল।'

আমি তখন আমার জীবন কাহিনী তাকে বললাম। তিনি তাতে বিস্মিত হলেন। তার সাথীরা তা শুনতে আগ্রহী হল। তাই আমি তা তাদের শুনালাম। ফলে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হল। অত্যন্ত আনন্দিত হল।

***

আল্লাহ সালমান ফারসী (রাযিঃ)এর উপর শান্তি বর্ষণ করুন, যেদিন তিনি সর্বত্র সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন।

আল্লাহ সালমান ফারসী (রাযিঃ)এর উপর শান্তি বর্ষণ করুন, যেদিন সত্যকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তার উপর মজবুত ঈমান এনেছিলেন।

তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং যেদিন তিনি পুনরুজ্জীবিত হবেন।

হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল

ঈমান এনে হিজরত করে সত্বর ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল আসবে। তোমরা তার পিতাকে গালমন্দ করো না। নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করা জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের গালমন্দ মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে না।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

শুভেচ্ছা স্বাগতম মুহাজির অশ্বারোহীর আগমন।

—ইকরামাকে দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভেচ্ছা বাণী

হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল

জীবনের তৃতীয় দশকের শেষ প্রান্তে যেদিন দয়ার নবী হেদায়াত ও সত্যের আহবান করলেন সেদিন তিনি কুরাইশের মাঝে পৈত্রিক ঐতিহ্যে ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত। ধনসম্পদে দারুণ ঐশ্বর্যবান। বংশ মর্যাদায় অধিক মর্যাদাবান।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, মুস'আব ইবনে উমাইরের মত মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদের ন্যায় তাঁর জন্য ইসলাম গ্রহণ করাই স্বাভাবিক ছিল যদি তাঁর পিতা না হত।

তাহলে ভেবে দেখেছো কি, সে পিতা কে ছিল? !

নিশ্চয় সে ছিল মক্কার সর্বোচ্চ প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব, শিরকের পতাকাবাহী প্রথম নেতা, মুসলমানদের নির্মম শাস্তিদানের শীর্ষস্থানীয় হোতা। যার মাধ্যমে আল্লাহ মু'মিনদের ঈমানের পরীক্ষা করেছেন। ফলে তারা সুদৃঢ় রয়েছেন। যার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সত্যাশ্রয়ীদের সততার পরীক্ষা করেছেন। ফলে তারা সততায় অবিচল রয়েছেন।

সে হল আবু জাহ্‌ল ..... ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট।

সে হল তার পিতা আর তিনি হলেন ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল। কুরাইশদের হাতেগোনা নেতৃস্থানীয় লোকদের একজন। কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অন্যতম।

***

ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল তার পিতার নেতৃত্বের সুবাদে রাসূলের শত্রুতার স্রোতে ভেসে গেল। তাই রাসূলের ঘোর শত্রুতায় লিপ্ত হল এবং সাহাবীদের নির্মমভাবে কষ্ট দিল। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন নিপীড়ন শুরু করল যা দেখে তার পিতার চোখ শীতল হল।

বদরের দিন শিরকের পক্ষে যুদ্ধে তাঁর পিতা নেতৃত্ব দিল। লাত ও

উয্যার কসম খেয়ে বলল, মুহাম্মদকে পরাজিত না করে মক্কায় আর ফিরে আসবে না। বদরে অবতীর্ণ হলে তিনদিন সেখানে থাকল। উট যবাহ করে খেল, মদপান করল। গায়িকারা তাকে আনন্দ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গান গাইল।

আবু জাহ্ল যখন এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দিল তখন তার ছেলে ইকরামা ছিল তার বাহু যার উপর ভরসা করত, তার হাত যা দ্বারা সে ধরত।

কিন্তু লাত ও উয্যা আবু জাহ্লের ডাকে সাড়া দিল না কারণ তারা তো শোনে না

রণক্ষেত্রে তারা তাকে সাহায্য করল না, কারণ তারা অক্ষম।

তাই বদর প্রান্তেই সে লুটিয়ে পড়ল। তার ছেলে ইকরামা তাকে স্বচক্ষে দেখল, মুসলমানদের তীর তার রক্ত চুষে খাচ্ছে। নিজ কানে শুনল, তার ওষ্ঠাধর চিরে জীবনের শেষ চিৎকার বেরিয়ে আসছে।

***

কুরাইশ সর্দার পিতা আবু জাহ্লের মৃত দেহ বদরে ফেলে ইকরামা মক্কায় ফিরে এল। পরাজয় বরণ করার কারণে সে তার লাশ মক্কায় এনে দাফন করতে পারল না এবং মুসলমানদের জন্য তা ফেলে পালিয়ে আসতে বাধ্য হল। তখন মুসলমানগণ অন্যান্য নিহত মুশরিকদের সাথে তাকেও বদরের কূপে নিক্ষেপ করল এবং তাতে বালি ঢেলে দিল।

সেদিন থেকে ইসলামের সাথে ইকরামা ইবনে আবু জাহ্লের অন্য অবস্থা সৃষ্টি হল।

শুরুতে পিতার আত্মমর্যাদা বোধের কারণে ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করত। আজ থেকে প্রতিশোধমূলক ভাবে ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে লাগল।

ইকরামা ও যাদের পিতাদের বদরে হত্যা করা হয়েছে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মুশরিকদের অন্তরে শত্রুতার আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে লাগল। বিদ্বেষের আগুন জ্বালাতে লাগল। ফলে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হল।

***

উহুদের যুদ্ধে ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল যোগদান করল। তার সাথে তার স্ত্রী উম্মে হাকীমও গেল। বদরে যেসব নারীদের নিকটতর কেউ নিহত হয়েছে তাদের সাথে ব্যূহের পশ্চাতে দাঁড়াবে। তাদের সাথে দফ বাজাবে। যুদ্ধে কুরাইশদের উৎসাহিত করবে এবং অশ্বারোহী যোদ্ধারা পলায়নের ইচ্ছে করলে তাদের অবিচল রাখবে।

***

কুরাইশরা তাদের অশ্বারোহী যোদ্ধাদের ডান পাশের সেনাপতিত্ব খালেদ ইবনে ওলীদকে দিল এবং বাম পাশের সেনাপতিত্ব ইকরামা ইবনে আবু জাহ্লকে দিল। সেদিন সেই অশ্বারোহী দুই যোদ্ধা মরণপণ এমন যুদ্ধ করল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীদের উপর কুরাইশদের পাল্লা ভারি করে ফেলল এবং মুশরিকদের জন্য বিরাট বিজয় বাস্তবায়িত করল। ফলে আবু সুফিয়ান বলতে লাগল, 'এটা হল বদর যুদ্ধের বিনিময়।'

***

খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকরা দীর্ঘদিন মদীনা অবরোধ করে রাখল। তখন ইকরামা ইবনে আবু জাহ্লের ধৈর্য নিঃশেষ হয়ে গেল এবং দীর্ঘ অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে গেল। খন্দকে একটি সংকীর্ণ স্থান দেখে সেখানেই সে তার ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং খন্দক অতিক্রম করল। তার সাথে সাথে অত্যন্ত দুঃসাহসী কয়েকজন খন্দক অতিক্রম করল। তখন আমর ইবনে আবদে উদ্দ আমেরী নিহত হল ও ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল পালিয়ে এসে প্রাণে বাঁচল।

***

মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশরা দেখল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত শক্তি আর

তাদের নেই। তাই তারা মক্কার পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত করল। তারা শুনতে পেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছেন, মক্কাবাসীদের যারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসবে শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ হবে। এ বিষয়টি তাদের ঐ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করল।

***

কিন্তু ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল ও তার কয়েকজন সঙ্গী কুরাইশদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং মুসলমানদের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াল। তখন একটি ছোট যুদ্ধে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ) তাদের পরাজিত করলেন। সে যুদ্ধে যাদের নিহত হওয়ার ছিল তারা নিহত হল। আর যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হল তারা পালিয়ে গেল। পলায়নকারীদের মাঝে ছিল ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল।

***

তখন ইকরামা আত্মানুশোচনায় নিমজ্জিত হল। মুসলমানদের হাতে মক্কার পতনের পর সেখানে আর তার অবস্থানের সুযোগ রইল না।

এদিকে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যা করেছিল তিনি তা মাফ করে দিলেন। তবে তিনি তাদের কয়েকজনকে তাদের থেকে বাদ দিলেন। তিনি তাদের নাম ঘোষণা করে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন, কাবার গিলাফের নিচেও তাদের পাওয়া গেলে হত্যা করা হবে।

***

এই দলের শীর্ষে ছিলেন ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল। তাই অত্যন্ত সন্তর্পণে আত্মগোপন করে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং ইয়ামেনের

দিকে ছুটে চলল। কারণ সেখানে ছাড়া তার আর কোন আশ্রয়স্থল ছিল না।

***

তখন ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকীম এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে গেল। তাদের সাথে দশজন মহিলা। তারা রাসূলের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। রাসূলের নিকট তাঁর দু'জন স্ত্রী, তাঁর মেয়ে ফাতেমা এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের কিছু মহিলা ছিল। নেকাব পরিহিতা হিন্দ বলল—

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর নির্বাচিত ধর্মকে বিজয় দান করেছেন। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, যেন আপনার আত্মীয়তার বন্ধন আমার সাথে কল্যাণের আচরণ করে। কারণ আমি একজন সত্যবাদী মু'মিন নারী। তারপর নেকাব খুলে ফেলে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হিন্দ বিনতে উতবা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, শুভেচ্ছা স্বাগতম হে হিন্দ!

হিন্দ বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভূপৃষ্ঠে আপনার পরিবার লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হোক এটাই ছিল আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় আর এখন ভূপৃষ্ঠে আপনার পরিবার সম্মানিত হোক এটাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর চেয়েও বেশী।

তারপর ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকীম দাঁড়িয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন—

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইকরামা ইয়ামেনে পালিয়ে গেছে। আপনি তাকে হত্যা করবেন এই তার ভয়। সুতরাং আপনি তাকে অভয় দিন, আল্লাহ আপনাকে অভয় দান করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে নিরাপদ।'

সাথে সাথে উম্মে হাকীম একজন রুমী গোলামকে নিয়ে ইকরামার

সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তারা যখন নির্জন পথে চলছিলেন তখন রুমী গোলাম তাঁকে পাপকার্যে ফুসলাতে লাগল। আর উম্মে হাকীম তাকে আশা দিতে লাগলেন এবং গড়িমসি করতে লাগলেন। অবশেষে এক আরব কবীলার নিকট পৌছলেন। তিনি তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা গোলামকে শিকল দিয়ে বেঁধে তাদের নিকট রেখে দিল।

উম্মে হাকীম এবার নিজ পথে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিহামা অঞ্চলে নদীর তীরে তিনি ইকরামাকে পেলেন। ইকরামা তখন এক মুসলমান মাঝির সাথে তাকে পার করে দেয়ার ব্যাপারে কথা বলছে।

মাঝি বলছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে যাও আমি তোমাকে পার করে দিব।

ইকরামা বলছেন, আমি কিভাবে একনিষ্ঠ হব?

মাঝি বলছে, তুমি বল, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ।

ইকরামা বলছে, আমি তো এ কালিমা থেকেই পালিয়ে এসেছি।

তারা যখন এ কথা বলছিল ঠিক তখন উম্মে হাকীম ইকরামার নিকট এসে বলল—

'হে ইকরামা! আমি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বাধিক পুণ্যবান মানুষ ও সর্বোত্তম মানুষের নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি।

আমি তোমার নিকট মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর নিকট থেকে এসেছি।

আমি তার নিকট তোমার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছি। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। সুতরাং তুমি আত্মহনন করো না।

ইকরামা বলল, তুমি নিজেই কি তার সাথে কথা বলেছো?

উম্মে হাকীম বলল, হাঁ, আমিই তার সাথে কথা বলেছি। তিনি তোমাকে অভয় দান করেছেন। উম্মে হাকীম তাকে বারবার অভয় ও সান্ত্বনার বাণী শুনাতে লাগলেন। অবশেষে ইকরামা তার সাথে ফিরে এল।

তারপর তিনি ইকরামাকে তার রুমী গোলামের কথা বলল। ইকরামা ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই গোলামের নিকট গেল এবং তাকে হত্যা করল।

পথে তারা যখন একটি বাড়ীতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করছিলেন তখন ইকরামা স্ত্রীসম্ভোগের ইচ্ছে করলে উম্মে হাকীম অত্যন্ত কঠিনভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, আমি একজন মুসলমান নারী আর তুমি একজন মুশরিক পুরুষ।

ইকরামা তার কথায় বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার ও আমার মাঝে যে বিষয়টি অন্তরায় সৃষ্টি করছে নিশ্চয় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইকরামা যখন মক্কার নিকটবর্তী হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

'ঈমান এনে হিজরত করে সত্বর ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল তোমাদের নিকট আসবে। তোমরা তার পিতাকে গালমন্দ করো না। নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করা জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়। আর তোমাদের গালমন্দ মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে না।'

এর কিছুক্ষণ পরই ইকরামা ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে গিয়ে পৌছলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে আনন্দে চাদর ফেলেই তার দিকে ছুটলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলে ইকরামা তার সামনে বসলেন এবং বললেন—

'হে মুহাম্মদ! উম্মে হাকীম আমাকে সংবাদ দিয়েছে, আপনি আমাকে অভয় দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্য বলেছে, তুমি নিরাপদ নির্ভয়।

ইকরামা বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি কিসের দিকে আহবান করছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এ দিকে আহবান করছি যে, তুমি বলবে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তুমি নামায কায়েম করবে। যাকাত আদায় করবে। এভাবে ইসলামের পাঁচটি আরকানের কথা বললেন।

ইকরামা বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি তো সত্যের

দিকেই আহবান করছেন। কল্যাণেরই নির্দেশ দিচ্ছেন। তারপর বলতে লাগলেন, ইসলামের দিকে আহবান করার পূর্বেও তো আপনি আমাদের মাঝে সত্যবাদী ও পুণ্যবান ছিলেন।

তারপর ইকরামা তার হাত প্রসারিত করলেন এবং বললেন—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

[অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তার বান্দা ও রাসূল।]

তারপর ইকরামা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সর্বোত্তম কিছু শিখিয়ে দিন আমি তা বলব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

ইকরামা বললেন, তারপর কি বলব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল, আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রাখছি। যারা উপস্থিত আছে তাদের সাক্ষ্য রাখছি যে, আমি একজন মুহাজির মুজাহিদ মুসলমান। ইকরামা তা বললেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আজ যদি তুমি আমার নিকট এমন কিছু চাও যা অন্যকে দিয়েছি তাহলে আমি তা তোমাকে দিব।'

ইকরামা বললেন, 'আমি আপনার নিকট চাচ্ছি, 'আপনি আমার ঐ শত্রুতার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে আমার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন যা আমি অপনার বিরুদ্ধে করেছি এবং এমন যুদ্ধের জন্য যা আমি আপনার বিরুদ্ধে করেছি এবং এমন কথার জন্য যা আপনার সম্মুখে বা পশ্চাতে বলেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! তার প্রত্যেক শত্রুতা ক্ষমা করে দিন যা সে আমার বিরুদ্ধে করেছে। প্রত্যেক যুদ্ধের পাপকেও মাফ করে দিন যা সে আপনার নূরকে নির্বাপিত করার জন্য করছে। আমার মানহানীকর যা কিছু সে আমার সম্মুখে বা পশ্চাতে বলেছে তা আপনি মাফ করে দিন।

তখন আনন্দে ইকরামার চেহারা আলোকময় হয়ে উঠল। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কসম করে বলছি, আল্লাহর পথের বিরুদ্ধে আমি যা কিছু খরচ করেছি তার দ্বিগুণ এখন আমি আল্লাহর পথে খরচ করব। আল্লাহর পথের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধবিগ্রহ করেছি, তার দ্বিগুণ আল্লাহর পথে করব।

***

সেদিন থেকে দাওয়াতের কাফেলায় রণক্ষেত্রের দুঃসাহসী এক অশ্বারোহী যোদ্ধা এসে যোগদান করলেন। রাত জেগে মসজিদে আল্লাহর কিতাব পাঠকারী এক আবেদ এসে যোগদান করলেন। তিনি আল্লাহর কিতাবকে চেহারায় রেখে আল্লাহর ভয়ে কেঁদে কেঁদে বলতেন, এ আমার রবের কালাম..... এ আমার রবের কালাম। ....

***

ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ইকরামাও তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। আর প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি অগ্রগামী বাহিনীতে ছিলেন।

প্রচণ্ড গরমের দিনে শীতল পানির দিকে পিপাসার্ত ব্যক্তির ছুটে যাওয়ার ন্যায় ইকরামা (রাযিঃ) ইয়ারমুকের দিনে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন।

এক স্থানে মুসলমানদের উপর যুদ্ধের মাত্রা তীব্র হলে ইকরামা (রাযিঃ) ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তরবারীর খাপ ভেঙে ফেললেন এবং রোমানদের ব্যুহে ঢুকে পড়লেন। তখন খালিদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ) তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, হে ইকরামা! এমন কাজ করো না। কারণ তা মুসলমানদের জন্য কষ্টদায়ক হবে।

তখন ইকরামা (রাযিঃ) বললেন, হে খালেদ! আমার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। কারণ রাসূলের সাহচর্য আপনি আমার চেয়ে বেশী

পেয়েছেন। আর আমি ও আমার পিতা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর দুশমন ছিলাম। তাই আমাকে পূর্বের পাপমোচন করার সুযোগ দিন। তারপর বললেন—

'বহু রণক্ষেত্রে রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আর আজ বুঝি রোমানদের থেকে পালিয়ে যাব?

নিশ্চয় তা কিছুতেই হবে না।

তারপর মুসলমানদের মাঝে আহবান করলেন, কে মৃত্যুর বাইয়াত গ্রহণ করবে? তখন তার চাচা হারেস ইবনে হিসাম, যিরার ইবনে আযওয়ারসহ চারশত মুসলমান তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করলেন। তারা খালিদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ)এর নেতৃত্বের বাইরে মরণপণ যুদ্ধ করলেন এবং প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন।

মুসলমানদের এই বিশাল বিজয় লাভের পর যখন ইয়ারমুকের রণাঙ্গন শান্ত হয়ে গেল, তখন দেখা গেল ইয়ারমুকের রণাঙ্গনে তিনজন মুজাহিদ পড়ে আছেন। ক্ষতস্থানগুলো তাদের অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলেছে। তারা হলেন, হারেস ইবনে হিসাম, আইয়াস ইবনে আবী রবীয়া ও ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল।

পান করার জন্য হারেস পানি চাইলেন। তাকে পানি দেয়া হলে ইকরামা তাঁর দিকে তাকালেন। হারেস তখন বললেন, তাকে পানি দাও।

ইকরামার নিকট পানি নেয়া হলে আইয়াস তা দেখলেন। ইকরামা তখন বললেন, আইয়াসকে পানি দাও।

আইয়াসের নিকটবর্তী হলে দেখা গেল তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তারপর তার সাথীদ্বয়ের নিকট এলে দেখা গেল তারাও ইন্তেকাল করেছেন।

আল্লাহ তাঁদের হাউজে কাউসারের পানি পান করান। যার পর তারা তার পিপাসার্ত হবেন না।

আল্লাহ তাঁদের জান্নাতুল ফেরদাউসের সবুজ শ্যামল বাগিচা দান করুন। যেখানে তারা চিরকাল আনন্দ-উল্লাসে থাকবেন।

হযরত যায়দুল খাইর (রাযিঃ)

নিশ্চয় তোমার মাঝে দু'টি গুণ রয়েছে যে গুণ দু'টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন, ধীরস্থিরতা ও সহনশীলতা।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত যায়দুল খাইর (রাযিঃ)

মানুষ ভূগর্ভস্থ খনির ন্যায়, জাহেলী যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ইসলামের যুগেও তারা শ্রেষ্ঠ।

এক মহান সাহাবীর দু'টি চিত্র আমি তুলে ধরছি, যার প্রথম চিত্রটি এঁকেছে জাহেলী যুগের হাত আর দ্বিতীয় চিত্রটি তৈরী করেছে ইসলামের হাত।

সেই সাহাবী হলেন যাইদুল খাইল। জাহেলী যুগে মানুষ তাকে এ নামে ডাকত। আর ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাইদুল খাইর নামে ডাকতেন।

প্রথম চিত্রটি সাহিত্যের গ্রন্থসমূহ বর্ণনা করে বলে—

'শাইবানী বনু আমেরের এক বৃদ্ধ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এক কঠিন দুর্ভিক্ষ এল। গৃহপালিত পশু আর শষ্য তাতে ধ্বংস হয়ে গেল। তখন আমাদের গোত্রের এক ব্যক্তি তার পরিবার পরিজন নিয়ে হীরায় চলে গেল। সে তাদের সেখানে রেখে বলল—

'আমি তোমাদের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

সে কসম খেল, তাদের জন্য কিছু উপার্জন করা ছাড়া তাদের নিকট ফিরে আসবে না অথবা সে মৃত্যুবরণ করবে।

সে কিছু পাথেয় নিল এবং সারাদিন হাঁটল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সামনে একটি তাঁবু দেখতে পেল। তাঁবুর অদূরে একটি ঘোড়ার বাচ্চা বাঁধা। সে বলল, এ হল প্রথম লব্ধ সম্পদ। ঘোড়ার বাচ্চার নিকট গিয়ে তার বাঁধন খুলতে লাগল। সে যখন তাতে আরোহণ করার ইচ্ছা করল তখন একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তাকে ডেকে বলছে, ঘোড়াটি ছেড়ে দাও। নিজের জীবন বাঁচাও। লোকটি তা রেখে চলে গেল।

তারপর সাতদিন হাঁটল। অবশেষে এক উটের চারণ ভূমিতে গিয়ে পৌঁছল। তার পাশে একটি বিরাট তাঁবু। তাঁবুতে একটি চামড়ার গম্বুজ। লোকটি মনে মনে বলল—নিশ্চয় এ চারণ ভূমিতে উট আছে আর এ তাঁবুতেও নিশ্চয় কোন মানুষ আছে।

লোকটি তাঁবুতে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখল। সূর্য তখন অস্তমিত হচ্ছে।

দেখল, একজন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁবুর মাঝে বসে আছে। লোকটি বৃদ্ধ লোকটির অজ্ঞাতসারে তার পশ্চাতে গিয়ে বসল।

অল্প কিছুক্ষণ পরই সূর্য অস্তমিত হল। একজন অশ্বারোহী এল। তার চেয়ে বিশাল ও দীর্ঘদেহী অশ্বারোহী ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। সে একটি উঁচু ঘোড়ায় আরোহণ করে এল। তার উভয় পাশে দু'জন দাস। একজন ডান পাশে, আরেক জন বাম পাশে। তার সাথে রয়েছে প্রায় একশত উষ্ট্রী, সবার সামনে একটি বিরাট উষ্ট্র। উষ্ট্র বসে পড়লে তার পাশে উষ্ট্রীগুলো বসে পড়ল।

তখন অশ্বারোহী ব্যক্তিটি একটি হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্রীর দিকে ইঙ্গিত করল এবং একজন দাসকে বলল, এই উষ্ট্রীটির দুধ দোহন কর। দাস তা থেকে দুধ দোহন করল। পাত্র ভরে তা বৃদ্ধের সামনে রাখল এবং দূরে সরে গেল। বৃদ্ধ তা থেকে এক ঢোক বা দুই ঢোক পান করে রেখে দিল।

লোকটি বলেছে, আমি তখন লুকিয়ে সন্তর্পণে তার নিকট গেলাম এবং পাত্রটি নিলাম। তারপর সবটুকু দুধপান করলাম। দাস এসে পাত্রটি নিল এবং বলল—'হে মনিব! সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলেছেন।

অশ্বারোহী আনন্দিত হয়ে অন্য একটি উষ্ট্রীর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এই উষ্ট্রীটির দুধ দোহন কর। দাস তার নির্দেশ পালন করল। বৃদ্ধ তার থেকে এক ঢোক পান করে রেখে দিল। আমি তখন তা নিলাম এবং তার অর্ধেক পান করলাম। সবটুকু পান করতে অপছন্দ করলাম। যেন অশ্বারোহীর মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

তারপর অশ্বারোহী দ্বিতীয় দাসকে একটি বকরী যবাহ করতে নির্দেশ দিল। দাস তা যবাহ করলে অশ্বারোহী নিজে বৃদ্ধের জন্য তা থেকে গোশত ভুনা করল এবং তাকে খাওয়াল। বৃদ্ধ তৃপ্ত হলে সে ও তার দাস খেল।

এর কিছুক্ষণ পরই সবাই তাদের বিছানায় গেল এবং গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হয়ে নাক ডাকতে লাগল।

আমি তখন উষ্ট্রটির নিকট গেলাম। তার বাঁধন খুলে ফেললাম। তাতে আরোহণ করলাম। উষ্ট্রটি চলতে লাগল। তার পিছু পিছু সবগুলো উষ্ট্রী চলতে শুরু করল। সারারাত আমি চললাম। দিনের আলো ছড়িয়ে

পড়লে আমি চারদিকে দৃষ্টি ফেল্‌লাম। কিন্তু কাউকে আমার অনুসন্ধানী দেখলাম না। আমি আবার ছুটতে লাগলাম। দিবসের সূর্য বেশ উপরে উঠে গেছে।

তারপর আমি ফিরে তাকিয়ে কিছু একটা দেখতে পেলাম। যেন তা একটি ঈগল বা অন্য কোন বড় পাখি। তা আমার নিকটবর্তী হতে লাগল। অবশেষে আমি তাকে চিনতে পারলাম। সে এক অশ্বারোহী। আমার আরো নিকটবর্তী হলে আমি বুঝলাম, সে এগুলোর মালিক। এগুলোর তালাশেই এসেছে।

আমি তখন উষ্ট্রটি বেঁধে তুনীর থেকে তীর নিলাম এবং ধনুকে তা যোজনা করলাম। উষ্ট্রটি আমার পশ্চাতে দাঁড় করালাম। তখন অশ্বারোহী দূরে দাঁড়িয়ে গেল। আমাকে বলল, উষ্ট্রের বাঁধন খুলে দাও।

আমি বললাম, মোটেও না। আমি হীরায় ক্ষুধার্ত পরিবার রেখে এসেছি। আমি কসম করেছি, আমি সম্পদ না নিয়ে তাদের নিকট ফিরে যাব না, অথবা মৃত্যুবরণ করব।

অশ্বারোহী বলল, নিশ্চয়, তুমি মৃত। উষ্ট্রটির বাঁধন খুলে দাও। হতভাগ্য কোথাকার।

আমি বললাম, আমি কিছুতেই তা খুলব না।

অশ্বারোহী বলল, তোর মরণ হবে দেখছি, নিশ্চয় তুই প্রবঞ্চিত। তারপর বলল, উষ্ট্রের রশিটি তুলে ধর। তাতে তিনটি গ্রন্থি ছিল, সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, বলতো কোন গ্রন্থিটিতে আমি তীর বিদ্ধ করব। আমি মাঝের গ্রন্থিটির দিকে ইঙ্গিত করলাম। সে তীর ছুঁড়ে মারল। তাতে প্রবিষ্ট করাল। যেন হাত দিয়ে সে তা সেখানে রেখে দিল। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থিটিতে বিদ্ধ করল। আমি তখন আমার তীর তুনীরে রেখে দিলাম এবং আত্মসমর্পণ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে আমার নিকটবর্তী হয়ে আমার তীর ও ধনুক নিয়ে নিল। বলল, আমার পশ্চাতে আরোহণ কর। আমি তার পশ্চাতে আরোহণ করলাম।

সে বলল, তোমার কেমন ধারণা? আমি তোমার সাথে কী আচরণ করতে পারি?

আমি বললাম, অত্যন্ত খারাপ ধারণা করছি।

সে বলল, কেন?

আমি বললাম, আমি যা করেছি আর আপনাকে যে কষ্টে ফেলেছি। তারপর আল্লাহ্ আপনাকে বিজয় দান করেছেন।

সে বলল, তুমি কি মনে কর, আমি তোমার সাথে খারাপ আচরণ করব। অথচ তুমি সে রাতে আমার পিতা মুহালহিলের সাথে পানাহারে অংশগ্রহণ করেছো। এক সাথে খেয়েছো।

আমি মুহালহিল নাম শুনে বললাম, আপনি কি যাইদুল খাইল?

সে বলল, হ্যাঁ।

আমি বললাম, উত্তম গ্রেফতারকারী হন।

সে বলল, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমাকে নিয়ে সে তার স্থানে ফিরে এল। বলল, আল্লাহর কসম, যদি এ উটগুলো আমার হত তাহলে আমি তা তোমাকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু উটগুলো আমার এক বোনের। তুমি কয়েকদিন এখানে থাক। সত্বর আমি একটি যুদ্ধে যাব এবং সেখান থেকে কিছু সম্পদ পাব।

তিনদিন পরই সে বনু নুমাইয়ের উপর আক্রমণ করল এবং প্রায় একশ'র মত উট পেল। আমাকে সবগুলো উট দিয়ে দিল। আমার সাথে তার কয়েকজন লোক পাঠাল। হীরায় পৌছা পর্যন্ত তারা আমাকে হেফাজত করল।

***

এটা ছিল যাইদুল খাইলের জাহেলী যুগের একটি চিত্র। আর ইসলামী যুগের চিত্রটির কথা ইতিহাস গ্রন্থসমূহ বর্ণনা করে বলে—

'যাইদুল খাইল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ শুনতে পেল। তিনি যার দিকে আহবান করেন তার কিছু জানতে পারল। সে তার বাহন প্রস্তুত করল এবং গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের ইয়াসরিবে গমন করে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের আহবান জানাল। তখন তাঈ গোত্রের এক বিরাট প্রতিনিধিদল তার সাথে এল। তাদের মাঝে ছিলেন যুর ইবনে সাদুস, মালেক ইবনে জুবাইর, আমের ইবনে জুয়াইন, আরো অনেকে। তারা মদীনায় পৌছে মসজিদে নববীতে এল এবং মসজিদের দরজায় তাদের বাহনগুলোকে বসাল।

তারা মসজিদে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল। তিনি মিম্বারে বসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। রাসূলের কথা তাদের বিস্মিত করল। তাঁর সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের বিষয়টি তাদের বিমোহিত করল। সাহাবায়ে কেরামের নিরবতা ও রাসূলের কথায় তাদের প্রভাব প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি তাদের হতবাক করল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন—

اِنِّیْ خَیْرٌ لَّکُمْ مِنَ الْعُزّٰی وَ مِنْ کُلِّ مَا تَعْبُدُوْنَ.....

اِنِّیْ خَیْرٌ لَّکُمْ مِّنَ الْجَمَلِ الْاَسْوَدِ الَّذِیْ تَعْبُدُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

[অর্থ ঃ উয্যা এবং তোমরা যার ইবাদত কর সে সব কিছু থেকে আমি তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকামী .:....

আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যে কালো উটের পূজা কর আমি তোমাদের জন্য তার চেয়ে অধিক কল্যাণকামী।]

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাটি যাইদুল খাইল ও তার সঙ্গী লোকদের মাঝে ভিন্ন দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কেউ সত্যের আহবানে সাড়া দিল। তা গ্রহণে এগিয়ে এল। কেউ বিমুখ হল। অহংকারী হল।

একদল জান্নাতের পথ অবলম্বন করল। আরেক দল জাহান্নামের পথ অবলম্বন করল।

তবে যুর ইবনে সাদুস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক বিস্ময়কর অবস্থানে দেখল। দেখল, মুমিনদের হৃদয় তাকে ঘিরে আছে। প্রেমময় চোখগুলো তাকে পরিবেষ্টন করে আছে। তার হৃদয়ে তখন হিংসা-বিদ্বেষ অনুপ্রবেশ করল। ভয়-ভীতিতে তার হৃদয় ভরে গেল। সাথীদের বলল—'আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখছি যে গোটা আরবকে পদানত করবে। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি কখনো তাকে আমার শির পদানত করতে দিব না।'

তারপর সে শামে চলে গেল এবং মাথা মুণ্ডিয়ে খৃষ্টান হয়ে গেল।

যায়েদ ও তার সঙ্গীদের অবস্থা হল অন্যরূপ। রাসূল তাঁর বক্তৃতা শেষ করলে যাইদুল খাইল সমবেত মুসলমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশ্রী, নিখুঁত সুন্দর ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করলে তার পা মাটি স্পর্শ করত। যেমন গাধায় আরোহণ করলে তা হত।

বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল এবং উচ্চ কণ্ঠ ছেড়ে বলল, হে মুহাম্মদ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আপনি আল্লাহর রাসূল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, তুমি কে?

সে বলল, আমি মুহালহিলের পুত্র যাইদুল খাইল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তুমি যাইদুল খাইর। যাইদুল খাইল নও। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাকে তোমার অঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছেন এবং ইসলামের জন্য তোমার হৃদয়কে কোমল করেছেন।

এরপর থেকে তিনি যাইদুল খাইর নামে পরিচিতি লাভ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তার সাথে রয়েছেন উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) এবং বেশ কিছু সাহাবী। ঘরে পৌছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে হেলান দেয়ার জন্য একটি বালিশ দিলেন। রাসূলের বালিশটি তিনি ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে রাসূল তাকে তিনবার দিলেন তার তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। সবাই বসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইদুল খাইরকে বললেন, হে যায়েদ, আমার নিকট যত ব্যক্তির গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, আমি তাকে তার বর্ণিত গুণের কম পেয়েছি। তবে তুমি তার ব্যতিক্রম।

তারপর বললেন, তোমার মাঝে দু'টি চরিত্র আছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা ভালবাসেন। যায়েদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কী?

রাসূল বললেন, ধীরস্থিরতা ও সহনশীলতা।

যায়েদ বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এমন গুণ দান করেছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে তিনশত অশ্বারোহী যোদ্ধা দিন। আমি দায়িত্ব নিলাম, তাদের নিয়ে আমি রোম দেশ আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে আনব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই মনোবলকে গুরুত্ব দিলেন এবং বললেন, হে যায়েদ! সবকিছু আল্লাহর দান .....।

তারপর যায়েদের সাথে তাঁর গোত্রের সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

যায়েদ ও তার সাথীরা যখন নজদে তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যেতে চাইলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিদায় জানালেন। বললেন, লোকটি দারুণ দুঃসাহসী। সে অবশ্যই বড় কিছু হবে, যদি মদীনার জ্বরের প্রকোপ থেকে নিরাপদে থাকে।

তখন মদীনা মুনাওওয়ারায় জ্বরের প্রকোপ মহামারী আকার ধারণ করেছিল। মদীনায় পৌঁছার পরই তাঁকে জ্বরে আক্রান্ত করেছিল।

তিনি তার সাথীদের বললেন, কাইশ কবিলার এলাকা থেকে আমাকে দূরে রেখ। আমাদের মাঝে জাহেলী যুগের বেশ কিছু যুদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত কোন মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করব না।

***

যাইদুল খাইর নজদে তার গোত্রের নিকট পৌঁছার জন্য বিরামহীনভাবে ছুটে চললেন। অথচ সময়ের তালে তালে জ্বরের প্রচণ্ডতা বেড়েই চলছে। তাঁর আশা ছিল, গোত্রের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন আর আল্লাহর ফয়সালায় তারা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করবেন।

তিনি মৃত্যুর সাথে প্রতিযোগিতা করে ছুটে চললেন। মৃত্যুও তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করতে লাগল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় মৃত্যু অগ্রসর হয়ে গেল এবং পথেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যুর মাঝে দীর্ঘ সময় ছিল না। তিনি এ অল্প সময়ে কোন পাপও করেননি।

হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাযিঃ)

তুমি ঈমান এনেছো যখন তারা ঈমান আনেনি। তুমি চিনতে পেরেছো যখন তারা চিনতে পারেনি। তুমি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছো যখন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। তুমি এগিয়ে এসেছো যখন তারা ফিরে গেছে।

—হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)

হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাযিঃ)

হিজরী নবম বর্ষে আরবের এক বাদশাহ ইসলামকে ঘৃণা করার পর ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে নিল। বিরোধিতা করা ও বিমুখ হওয়ার পর ইসলামের সামনে অবনমিত হল। অস্বীকার করার পর রাসূলের কথা মেনে নিল।

তিনি হলেন আদী ইবনে হাতেম তাঈ। যার পিতা দানশীলতার ক্ষেত্রে উপমা হয়ে আছেন।

***

আদী তার পিতার উত্তরাধিকারী হল। ফলে তাঈ গোত্রের লোকেরা তাকে তাদের বাদশাহ বানাল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তার হবে এক চতুর্থাংশ, একথা মেনে নিল এবং তার হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিদায়াত ও সত্যের আহবান করলেন, আরবের গোত্রসমূহ একের পর এক তার আনুগত্য করতে লাগল। তখন আদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে এমন এক নেতৃত্ব দেখতে পেল যার কারণে তার নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাবে। এমন এক রাজত্ব দেখতে পেল যার কারণে তার রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। তাই মনের অজান্তে রাসূলের সাথে চরম হিংসা করতে লাগল। রাসূলকে দেখার পূর্বেই তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতে লাগল।

প্রায় বিশ বৎসর ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করল। অবশেষে আল্লাহ তার হৃদয়কে হিদায়াত ও সত্যের জন্য উন্মোচন করে দিলেন।

***

আদী ইবনে হাতেম তাঈ এর ইসলাম গ্রহণকে কেন্দ্র করে এমন এক ঘটনা ঘটে যা কখনো ভুলে যাওয়ার নয়। আসুন, আমরা তার ভাষায় ঘটনাটি শুনি। তিনি তা সমধিক জানেন। তিনি তা বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য।

আদী বলেন, রাসূলের কথা শুনার পর থেকে আরবের কোন ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী রাসূলকে ঘৃণা করত না। আমি ছিলাম ভদ্র মানুষ। ছিলাম খৃষ্টান। আরবের অন্যান্য রাজা বাদশাহদের ন্যায় আমি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে এক চতুর্থাংশ নিয়ে চলতাম।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে তাঁকে ঘৃণা করলাম।

কিন্তু যখন তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল এবং তার শক্তিমত্তা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল এবং তার প্রেরিত সৈন্যবাহিনী আরবের পূর্ব পশ্চিমে যাতায়াত করতে লাগল তখন আমি আমার এক রাখাল দাসকে বললাম—'তুমি আমার জন্য পরিচালনায় সহজ হৃষ্টপুষ্ট একটি উট প্রস্তুত করে আমার অদূরে বেধে রাখবে। যদি শোন, মুহাম্মদের বাহিনী বা তার কোন সৈন্যদল আমাদের অঞ্চলে এসেছে তাহলে আমাকে তা জানাবে।

একদিন সকালে দাসটি ছুটে এসে আমাকে বলল, হে মনিব! মুহাম্মদের বাহিনী আমাদের অঞ্চলে এলে আপনি যা করার ইচ্ছে করেছিলেন তা করুন।

আমি বললাম, কেন?

সে বলল, আমি কয়েকটি পতাকা দেখতে পেলাম যা পল্লীর ভিতর উড়ছে। আমি তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলল, এরা মুহাম্মদের বাহিনী।

আমি বললাম, তোমাকে যে উটটি প্রস্তুত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলাম তুমি তা প্রস্তুত কর এবং আমার নিকট নিয়ে এস।

তারপর শীঘ্রই উঠে গিয়ে আমার পরিজন ও সন্তানদের প্রিয়ভূমি ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আহবান করলাম। আর আমি দ্রুত শাম দেশের দিকে ছুটে চললাম। সেখানে আমার ধর্মীয় খৃষ্টান ভাইদের নিকট যাব। তাদের মাঝে অবস্থান করব।

তাড়াহুড়া করার কারণে আমি আমার পরিজনের সবাইকে একত্রিত ও গণনা করতে ব্যর্থ হলাম। আশংকাজনক স্থানসমূহ অতিক্রম করার পর পরিজনের খোঁজখবর নিলাম। দেখলাম, আমি আমার এক বোনকে নজদে তাঈ গোত্রের অন্যান্যদের সাথে আমাদের অঞ্চলে রেখে এসেছি।

তখন আর তার নিকট ফিরে আসার কোন সুযোগ ছিল না। তাই যারা সাথে ছিল তাদের নিয়ে যাত্রা করলাম এবং শামে গিয়ে পৌছলাম। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ভাইদের মাঝে অবস্থান গ্রহণ করলাম। আর আমার বোনের উপর ঐ বিপদ এল আমি যার আশংকা করতাম ও ভয় করতাম।

***

শামে অবস্থানকালে আমি শুনতে পেলাম, মুহাম্মদের বাহিনী আমাদের পল্লীতে আক্রমণ করেছে এবং অন্যান্য বন্দিনীদের সাথে আমার বোনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তাদেরকে ইয়াসরিবে নেয়া হয়েছে।

সেখানে মসজিদের দরজার সামনে অন্যান্য বন্দীনীদের সাথে তাকে রাখা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। পরিজনের লোকেরা চলে গেছে। সুতরাং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পরিজন কে?

সে বলল, আদী ইবনে হাতেম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে পলায়নকারী।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রেখে চলে গেলেন।

পরদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে গেলেন তখন সে গতকালের মত বলল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুরূপ উত্তর দিলেন।

তৃতীয় দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে গেলেন সে নিরাশ হওয়ার কারণে কিছুই বলল না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পশ্চাত থেকে একব্যক্তি ইঙ্গিত করে বলল, দাঁড়াও, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বল। তখন সে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন।

পরিজনের লোকেরা চলে গেছে। সুতরাং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আমি তা করলাম।

সে বলল, আমি শামে অবস্থিত আমার পরিজনের নিকট যেতে চাই।

তিনি বললেন, তবে যাওয়ার জন্য তুমি তাড়াহুড়া করো না। তোমার গোত্রের বিশ্বস্ত কাউকে যদি পাও যে তোমাকে শামে পৌছে দিবে তাহলে আমাকে জানাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পর সে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যে তাকে ইঙ্গিতে কথা বলতে বলেছে। তাকে বলা হল, তিনি হলেন আলী ইবনে আবু তালেব।

তারপর সে সেখানে অবস্থান করতে থাকল। অবশেষে একটি কাফেলা এল যাদের মাঝে তার একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি রয়েছে। তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল—

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোত্রের একদল লোক এসেছে। তাদের মাঝে বিশ্বস্ত এবং আমাকে পরিজনের নিকট পৌছে দিতে সক্ষম এক ব্যক্তি রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে পরার জন্য কাপড় দিলেন এবং তাকে বহন করে নেয়ার জন্য একটি উষ্ট্রী দিলেন। পর্যাপ্ত পরিমাণের পাথেয়ও দিলেন। তখন সে কাফেলার সাথে চলে গেল।

আদী বলেন, তারপর আমরা তার সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলাম। তার আগমনের প্রত্যাশায় রইলাম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদ্বেষ থাকার কারণে সে তার প্রতি যে ইহসান করেছে এবং তার সাথে যে আচরণ করেছে আমি তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি পরিজনের মাঝে বসে আছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন মহিলা হাওদায় চড়ে আমাদের দিকে আসছে।

আমি বললাম, মনে হয় হাতেমের কন্যা। তারপর বাস্তবেও তাই

হল। সে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম আমাকে লক্ষ্য করে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, যালিম। তুমি তো তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে এলে আর তোমার পিতার সন্তানদের রেখে এলে।

আমি বললাম, হে বোন! ভাল ও কল্যাণকর কথা বল। আমি তার সন্তুষ্টি কামনা করতে লাগলাম। অবশেষে সে সন্তুষ্ট হল এবং আমার নিকট তার কাহিনী বর্ণনা করল। দেখলাম, আমরা যা শুনেছি তাতে কোন তফাৎ নেই। সে ছিল বুদ্ধিমতী, দৃঢ় হৃদয়ের অধিকারিণী। তাই আমি তাকে বললাম, ঐ মুহাম্মদের ব্যাপারে তোমার মতামত কী?

সে বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি। আমার মনে হয় দ্রুত তার সাথে গিয়ে মিলিত হওয়া চাই। তিনি যদি নবী হন তাহলে অগ্রগামীর জন্য অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

আর যদি বাদশাহ হন তাহলে তুমি তার নিকট অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হবে না। তুমি তোমার অবস্থায়ই থাকবে।

***

আদী বলেন, আমি পাথেয় প্রস্তুত করলাম এবং মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলাম। আমার নিকট কোন নিরাপত্তা বাণী বা পত্র ছিল না। তবে আমি শুনতে পেয়েছি, তিনি বলেছেন—

'আমি চাই, আল্লাহ আদীর হাতকে আমার হাতে স্থাপিত করুন। আমি তার নিকট গেলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সালাম দিলাম।

তিনি বললেন, কে?

আমি বললাম, আদী ইবনে হাতেম।

তিনি উঠে আমার নিকট এলেন। আমার হাত ধরলেন। আমাকে নিয়ে তাঁর গৃহে গেলেন।

আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি যখন আমাকে নিয়ে তাঁর গৃহে যাচ্ছেন তখন পথে একজন দুর্বল মহিলা, তার সাথে একজন বাচ্চা রয়েছে, তাকে দাঁড় করান। এক প্রয়োজনে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করলেন।

আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম

আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! ইনি বাদশাহ নন।

তারপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। আমরা তাঁর বাড়ীতে পৌঁছলাম। খেজুরের ছাল ভরা একটি চামড়ার বালিশ নিয়ে আমার দিকে দিয়ে বললেন, এটার উপর বস।

আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, আপনি এটায় বসুন।

তিনি বললেন, বরং তুমি বসবে। আমি তাঁর নির্দেশ মেনে নিলাম। তাতে বসলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে বসলেন। কারণ গৃহে বসার জন্য তা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! এতো কোন বাদশাহর চরিত্র নয়।

তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, হে আদী! তুমি কি খৃষ্টান ও সাবেয়ী ধর্মের মধ্যবর্তী রুকুসী ধর্মাবলম্বী ছিলে না?

আমি বললাম, হাঁ।

তিনি বললেন, তুমি কি তোমার গোত্রের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ নিয়ে চলতে না, যা তোমার ধর্ম মতানুসারে বৈধ নয়।

আমি বললাম, হাঁ। আর আমি চিনে ফেললাম যে, তিনি একজন প্রেরিত নবী।

তারপর তিনি বললেন, হে আদী! তুমি হয় তো এ কারণে এ ধর্ম গ্রহণ করছো না যে, তুমি মুসলমানদের দারিদ্র ও অসচ্ছল অবস্থা দেখছো। আল্লাহর কসম করে বলছি, সত্বর তাদের মাঝে এতো সম্পদ উপচে পড়বে যে, নেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হে আদী! তুমি হয়তো এ কারণে এ ধর্ম গ্রহণ করছো না যে, তুমি মুসলমানদের সংখ্যায় একেবারে নগণ্য দেখছো আর তাদের শত্রুদের আধিক্য দেখতে পাচ্ছো। আল্লাহর কসম করে বলছি, সত্বর তুমি এমন মহিলার কথা শুনতে পাবে যে, কাদেসিয়া থেকে তার উষ্ট্রীতে আরোহণ করে এই ঘর যেয়ারত করে যাবে। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।

হয়তো তুমি এ কারণে এ ধর্ম গ্রহণ করছো না যে, তুমি রাজত্ব আর বাদশাহী অমুসলিমদের মাঝে দেখতে পাচ্ছো। আল্লাহর কসম করে

বলছি, সত্বর তুমি শুনতে পাবে, ব্যাবিলনের শ্বেত প্রাসাদগুলো তারা পদানত করেছে আর কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার তাদের হস্তগত হয়েছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার?

তিনি বলেন, হাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার।

আদী বলেন, তখন আমি চিরন্তন সত্য কালিমার সাক্ষ্য দিলাম এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম।

***

আদী ইবনে হাতেম তাঈ দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, দু'টি বিষয় বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। তৃতীয় বিষয়টি বাকি আছে। আর আল্লাহর কসম করে বলছি, তা অবশ্যই হবে।

আমি দেখেছি, কাদেসিয়া থেকে মহিলা তার উষ্ট্রীতে চড়ে চলে আসে। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। তারপর এই ঘরে (মসজিদে নববীতে) এসে পৌছে।

আমি ছিলাম ঐ অশ্ববাহিনীর শুরুতে যারা কিসরার ধনসম্পদে আক্রমণ করেছিল এবং তা ছিনিয়ে এনেছিল।

আর আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, অবশ্যই তৃতীয়টি বাস্তবায়িত হবে।

***

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর কথাটি বাস্তবায়িত করার ইচ্ছে করলেন। ফলে তৃতীয় বিষয়টি দুনিয়া বিরাগ আবেদ খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)এর আমলে বাস্তবায়িত হল। মুসলমানদের উপর ধনসম্পদ এমনিভাবে উপচে পড়ল যে, ঘোষক ঘোষণা করতে লাগল, দরিদ্র মুসলমান কেউ আছে কি যাকাতের সম্পদ নিবে। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।

আদী ইবনে হাতেম তাঈ এর কসমকে আল্লাহ তা'আলা বাস্তবায়িত করেছেন।

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ)

ধূলিমলিন আকাশ আর সবুজ শ্যামল পৃথিবী আবু যরের চেয়ে সত্যবাদী আর কাউকে ধারণ করেনি।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ)

ওয়াদ্‌দান উপত্যকা। যা বাইরের জগতের সাথে মক্কার মিলন ঘটিয়েছে। সেখানে গিফার গোত্রের লোকেরা বসবাস করত।

শামে যাতায়াতের পথে কুরাইশের তেজারতী কাফেলাগুলো যে অল্প খাবার দিত তা দিয়েই গিফার গোত্র জীবন যাপন করত।

জুনদুব ইবনে জুনাদা। তাঁর উপনাম আবু যর। তিনি এ গোত্রেরই একজন লোক ছিলেন। তবে তিনি হৃদয়ের দুঃসাহসিকতা, বুদ্ধির পরিপক্কতা ও দূরদৃষ্টিতে তাদের মাঝে বৈশিষ্ট্যময় ছিলেন।

তার গোত্রের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মূর্তিসমূহের পূজা করত তিনি তার কারণে অত্যন্ত সংকীর্ণমনা হয়ে থাকতেন।

আরবদের এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতা ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকে তিনি অপছন্দ করতেন।

নতুন নবীর আগমনের পথ চেয়ে থাকতেন। যিনি মানুষের জ্ঞান–বুদ্ধি ও হৃদয়কে পরিপূর্ণ করবেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবেন।

***

আবু যর তাঁর পল্লীতে থেকেই মক্কায় আবির্ভূত নতুন নবীর সংবাদ শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর ভাই আনীসকে বললেন—

‘তুমি মক্কায় যাও। যে ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবী করছে আর এ দাবী করছে যে, আকাশ থেকে তাঁর নিকট ওহী আসে, তুমি তাঁর খবরাখবর নিয়ে এসো। তার কিছু কথা শুন এবং তা মুখস্ত করে এসো।

***

আনীস মক্কায় এল। রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করল। তাঁর কথা শুনল। তারপর পল্লীতে ফিরে গেল। আবু যর সাগ্রহে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন

এবং নতুন নবীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন।

আনীস বলল, আমি দেখলাম, তিনি মানুষকে উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করেন। এমন কথা বলেন, যা কবিতা নয়।

আবু যর বললেন, মানুষ তার ব্যাপারে কি বলে?

আনীস বলল, লোকেরা বলে, তিনি যাদুকর, জ্যোতিষ, কবি।

আবু যর বললেন, তুমি আমার পিয়াসা নিবারণ করতে পারলে না। আমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারলে না। আমি তাঁর বিষয়টি দেখে আসা পর্যন্ত তুমি কি আমার পরিবারের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট হবে?

আনীস বলল, হাঁ, তবে আপনি মক্কার অধিবাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

***

আবু যর কিছু পাথেয় নিলেন। সাথে পানির একটি ছোট মশক নিলেন। তার পরদিনই তিনি রাসূলের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এবং নিজেই তার সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্যে মক্কার পথে রওনা হলেন।

***

দুরুদুরু অন্তরে আবু যর মক্কায় পৌছলেন। কারণ, যারাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে তাদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন ও মূর্তিসমূহের জন্য কুরাইশদের ক্ষুব্ধতার অনেক সংবাদ তার নিকট পৌছেছে।

তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করাকে অপছন্দ করলেন। কারণ তিনি তো জানেন না এই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি তাঁর সহায়ক হবে, না শত্রু হবে?

রাত হলে আবু যর বাইতুল্লায় শুয়ে পড়লেন। আলী ইবনে আবু তালেব তাঁর পাশ কেটে গেলেন। তিনি বুঝলেন, লোকটি ভিনদেশী। তাই বললেন—

ভাই! আসুন, আমাদের নিকট রাত্রি যাপন করুন।

আবু যর (রাযিঃ) তাঁর সাথে গেলেন এবং তাঁর নিকট রাত কাটালেন। সকালে তিনি তার মশক ও পাথেয় নিলেন এবং মসজিদে ফিরে এলেন। তাদের কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

দ্বিতীয় দিন আবু যর (রাযিঃ) কাটিয়ে দিলেন। অথচ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারলেন না। সন্ধ্যায় তিনি বাইতুল্লায় শোয়ার আয়োজন করলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন—

'লোকটি কি এখনো তার মনজিল চিনতে পারেনি।

তারপর তিনি আবু যর (রাযিঃ)কে সাথে করে নিয়ে গেলেন এবং দ্বিতীয় রাত তিনি তাঁর নিকটে কাটালেন। অথচ তাদের কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

তৃতীয় রাতে হযরত আলী (রাযিঃ) আবু যর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আপনি মক্কায় এলেন, তা কি আমাকে বলবেন?

আবু যর (রাযিঃ) বললেন, যদি তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমাকে আমার লক্ষ্যস্থলের সঠিক পথ দেখাবে, তাহলে আমি বলব। তখন আলী (রাযিঃ) তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আবু যর (রাযিঃ) বললেন, আমি দূর দেশ থেকে মক্কায় এসেছি। আমার উদ্দেশ্য নতুন নবীর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর কিছু কথা শোনা।

তখন আনন্দের আভা হযরত আলী (রাযিঃ)–এর চেহারায় ছড়িয়ে পড়ল। বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসূল। নিশ্চয়.... নিশ্চয়.... নিশ্চয়....।

সকালে আমি যেখানেই যাই আপনি তার অনুসরণ করবেন। যদি ভয়ের কিছু দেখতে পাই তাহলে আমি দাঁড়িয়ে যাব। যেন আমি পেশাব করছি। তারপর আমি অগ্রসর হলে আপনি আমার অনুসরণ করবেন। এভাবে আপনি আপনার গন্তব্যস্থল পৌঁছতে পারবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার তীব্র আগ্রহে এবং তার নিকট যে ওহী অবতীর্ণ হয় তার কিছু শোনার প্রবল আকর্ষণে সে রাতে আবু যর (রাযিঃ)এর আর ঘুম হল না।

সকালে হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁর মেহমানকে নিয়ে রাসূলের বাড়ীতে গেলেন। আবু যর (রাযিঃ) তাঁর পিছু পিছু হেঁটে যাচ্ছেন আর তাঁকে অনুসরণ করছেন। রাসূলের সাক্ষাৎ ছাড়া অন্য কোন দিকে এখন আর তাঁর খেয়াল নেই। মনোযোগ নেই। অবশেষে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। আবু যর (রাযিঃ) বললেন, আস্‌সালাম আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়া আলাইকা সালামুল্লাহি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আবু যর (রাযিঃ)ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামের পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়েছেন। তারপর তা ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর (রাযিঃ)কে ইসলামের দিকে আহবান করতে লাগলেন এবং কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি কালিমা পাঠ করলেন এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাই তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি।

এখন আমরা হযরত আবু যর (রাযিঃ)কেই অবকাশ দেই। যেন তিনি তার অবশিষ্ট কাহিনী আমাদের শুনান। তিনি বলেন—

"তারপর আমি মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকলাম। তিনি আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন এবং কুরআনের কিছু শিক্ষা দিলেন। তারপর আমাকে বললেন—

'তুমি তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা মক্কায় কাউকে বলো না। আমার ভয় হচ্ছে, তারা তোমাকে হত্যা করবে।'

আমি বললাম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, বাইতুল্লায় গিয়ে কুরাইশের মাঝে সত্যের আহবানের ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমি মক্কা ত্যাগ করব না।

তাই আমি মসজিদে গেলাম। কুরাইশরা তখন বসে কথাবার্তা বলছে।

আমি তাদের মাঝে পৌঁছলাম এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলাম, হে কুরাইশের লোকেরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

আমার কথা কুরাইশের লোকদের কানে পৌঁছামাত্র তারা ভয় পেয়ে গেল। তারপরই মজলিস থেকে উঠে ছুটে এল। বলল, এই ধর্মত্যাগীকে ধর।

তারা আমাকে ধরে মারতে লাগল যেন আমি মরে যাই। কিন্তু রাসূলের চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব আমাকে ধরলেন। আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার উপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর তাদের দিকে ফিরে বললেন, এ কী হল তোমাদের! তোমরা কি গিফার গোত্রের লোকটিকে হত্যা করবে অথচ তোমাদের কাফেলা তাদের পল্লী অতিক্রম করে যায়। তখন তারা আমাকে ছেড়ে দিল।

জ্ঞান ফিরে এলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন, 'আমি কি তোমাকে তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতে নিষেধ করিনি?'

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার হৃদয়ে একটি আশা ও আবেগ ছিল আমি তা আদায় করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি তোমার গোত্রের নিকট ফিরে যাও। তুমি যা দেখলে এবং শুনলে তা তাদের নিকট প্রচার কর। তাদের আল্লাহর দিকে আহবান কর। হয়তো আল্লাহ তোমার দ্বারা তাদের উপকৃত করবেন আর তাদের কারণে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

যখন তুমি শুনতে পাবে, আমি বিজয় লাভ করেছি তখন আমার নিকট এসো।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার গোত্রের লোকদের নিকট ফিরে এলাম। আমার ভাই আনীস আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। বলল, আপনি কী করেছেন?

আমি বললাম, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তা বিশ্বাস করেছি।

আল্লাহ তার হৃদয়কে উন্মোচিত করে দিলেন। বলল, আপনার ধর্ম

গ্রহণের ব্যাপার আমার কোন প্রকার অনাগ্রহ নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করলাম ও তা বিশ্বাস করলাম।

তারপর আমরা মায়ের নিকট এলাম এবং তাঁকে ইসলামের দিকে আহবান করলাম।

তিনি বললেন, তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে আমার কোন প্রকার অনাগ্রহ নেই। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তারপর থেকে এই মুমিন পরিবার গিফার গোত্রকে আল্লাহর দিকে ডাকতে লাগল। তারা এতে ক্লান্ত হলেন না। বিতৃষ্ণ হলেন না। ফলে গিফার গোত্রের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদের মাঝে নামায আদায় হতে লাগল।

তাদের একদল বলল, আমরা আমাদের ধর্মের উপর থাকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এলে আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এলে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ গিফার গোত্রকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপদে রেখেছেন।'

***

হযরত আবু যর (রাযিঃ) তাঁর পল্লীতেই রইলেন। ইতিমধ্যে বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধ হয়ে গেল। তারপর তিনি মদীনায় এলেন। নিজেকে রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সঁপে দিলেন এবং তাঁর খেদমতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। ফলে আবু যর (রাযিঃ) তাঁর খেদমতে ও সাহচর্যে ভাগ্যবান হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁর সাথে দেখা হলেই মোসাফাহা করতেন। আনন্দ ও খুশির আভা তাঁর চেহারায় ছড়িয়ে পড়ত।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু যর (রাযিঃ)এর পক্ষে মদীনায় থাকা সম্ভব হল না। তিনি শামের পল্লীতে চলে গেলেন এবং আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক (রাযিঃ)এর খিলাফতকাল পর্যন্ত সেখানেই রইলেন।

উসমান (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে তিনি দামেস্কে এলেন। তিনি দুনিয়ার প্রতি মুসলমানদের ঝুঁকে পড়ার কারণে এবং সুখ স্বাচ্ছন্দে ডুবে যাওয়ার কারণে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তা মেনে না নিতে উদ্বুদ্ধ হলেন। তাই উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) তাকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। তিনি মদীনায় চলে এলেন। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি মানুষের ঝোঁক দেখে অল্প কয়েকদিনেই তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। লোকেরাও তাঁর কঠোরতার কারণে এবং তাঁর শক্ত কথা ও ব্যবহারের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

তখন উসমান (রাযিঃ) তাকে 'রাবযায়' চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। রাবযা হল মদীনার একটি ছোট্ট পল্লী। তিনি সেখানে চলে গেলেন এবং মানুষ থেকে দূরে রইলেন। মানুষের হাতে দুনিয়ার যেসব সম্পদ রয়েছে তা থেকে বিমুখ হয়ে রইলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীদ্বয়ের আদর্শ 'পরকালকে ইহকালের চেয়ে প্রাধান্য দেয়া'–এর উপরই অবিচল রইলেন।

***

একদা এক ব্যক্তি তাঁর গৃহে প্রবেশ করল এবং চারদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। কিন্তু তাঁর বাড়ীতে কোন আসবাবপত্র পেল না।

বলল,'হে আবু যর ! আপনার আসবাবপত্র কোথায়?'

আবু যর (রাযিঃ) বললেন, সেই পরকালে আমাদের একটি বাড়ী আছে, সেখানে আমাদের উত্তম আসবাবপত্রগুলো পাঠিয়ে দেই।

লোকটি তাঁর কথা বুঝে ফেলল। বলল, কিন্তু আপনার তো দুনিয়ায় থাকতে হলে কিছু আসবাবপত্রের প্রয়োজন।

উত্তরে আবু যর (রাযিঃ) বললেন, কিন্তু বাড়ীর মালিক তো আমাদের এখানে রাখবে না।

শামের আমীর তাঁর নিকট তিনশত দীনার পাঠালেন। বললেন, এগুলো দ্বারা আপনি আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন। আবু যর (রাযিঃ) তা ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, শামের আমীর কি আল্লাহর এমন কোন বান্দা পেল না, যে তার নিকট আমার চেয়ে বেশী হীন, তুচ্ছ?

***

হিজরী বত্রিশ সালে মৃত্যুর হাত ঐ আবেদ ও যাহেদ বান্দাকে পৃথিবীর বুক থেকে তুলে নিল যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'ধুলিমলিন আকাশ আর সবুজ শ্যামল পৃথিবী আবু যরের চেয়ে সত্যবাদী আর কাউকে ধারণ করেনি।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)

একজন অন্ধ ব্যক্তি যাঁর শানে সতেরটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা তিলাওয়াত করা হয়েছে এবং রাত–দিনের আবর্তে তা তিলাওয়াত করা হবে।

—মুফাস্‌সিরগণ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)

কে এই ব্যক্তি যাঁকে কেন্দ্র করে সপ্ত আকাশের উপর থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কঠিন ও বেদনাদায়কভাবে তিরস্কার করা হয়েছে?

কে এই ব্যক্তি যাঁর শানে জিবরাঈল আমীন রাসূলের হৃদয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে এলেন।

নিশ্চয় তিনি হলেন রাসূলের মুয়ায্যিন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)।

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) হলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত মক্কার অধিবাসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের মামার ছেলে (মামাতো ভাই) ছিলেন।

তাঁর পিতা ছিলেন কাইস ইবনে যায়েদ আর মাতা ছিলেন আতেকা বিনতে আবদুল্লাহ। তাঁকে উম্মে মাকতূম বলে ডাকা হত। কারণ তিনি তাকে মাকতূম অর্থাৎ অন্ধ জন্ম দিয়েছেন।

***

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) মক্কায় নূরের উদয় দেখতে পেলেন। তাই আল্লাহ তাঁর হৃদয়কে ঈমানের জন্য উন্মোচিত করে দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) আত্মত্যাগ, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও জীবনোৎসর্গের মহান গুণাবলীর কারণে মক্কায় পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে জীবন কাটালেন। অন্যান্য সাহাবীদের মত তিনিও কুরাইশদের

নির্যাতন সহ্য করলেন। তাদের ধরপাকড়, নিষ্ঠুরতা আর নিপীড়ন বরদাস্ত করলেন। তারপরও তিনি নমনীয় হলেন না। তাঁর বীরত্বে ত্রুটি দেখা গেল না। তার ঈমান দুর্বল হল না।

বরং আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে, আল্লাহর কিতাবের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে, আল্লাহর বিধানকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঝুঁকে পড়তে দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি করল।

***

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর ঝোঁক এবং কুরআন মুখস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ও স্পৃহা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছল যে সুযোগ পেলেই তিনি তা লুফে নিতেন। সময় পেলেই ছুটে যেতেন।

বরং তাঁর এই প্রচণ্ড আগ্রহ তাঁকে মাঝে মাঝে উৎসাহিত করত। ফলে রাসূলের দেয়া তাঁর জন্য নির্ধারিত সময়ের অংশটুকু গ্রহণ করার পর অন্যের সময়ও নিয়ে নিতে।

এ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই বেশী পিছু নিয়েছিলেন। তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাই একদিন তিনি উৎবা ইবনে রবীয়া, তার ভাই শাইবা ইবনে রবীয়া, আমর ইবনে হিসাম ওরফে আবু জাহ্ল, উমাইয়া ইবনে খালফ, খালিদ (রাযিঃ)এর পিতা ওলীদ ইবনে মুগীরার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাদের সাথে আলোচনা ও কথাবার্তা শুরু করলেন এবং তাদের সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করতে লাগলেন। তাঁর একান্ত আশা, তারা তাঁর আহবানে সাড়া দিবে অথবা সাহাবীদের নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে বিরত থাকবে।

***

ঠিক এমনি অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) তাঁর

নিকট এলেন। তার নিকট কুরআনের একটি আয়াত শিখবেন। বললেন—

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মুখ মলিন করে ফেললেন এবং কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দিকে তাকালেন। তাদের ব্যাপারেই মনোযোগী হলেন। তাঁর আশা, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। ফলে তাদের কারণে আল্লাহর ধর্মের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। রাসূলের দাওয়াতের সহায়তা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে কথা শেষ করে, আলাপ আলোচনা থেকে অবসর হয়ে যেই মাত্র তাঁর পরিজনের নিকট যাওয়ার ইচ্ছে করলেন, ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা তা কিছু দৃষ্টিশক্তি তুলে নিলেন। তিনি অনুভব করলেন, যেন কেউ তার মাথায় আলতোভাবে আঘাত করছে। তারপর অবতীর্ণ হল—

عَبَسَ وَتَوَلّٰى × اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى × وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى × اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى × اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى × فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى × وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى × وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى × وَهُوَ يَخْشٰى × فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى × كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ × فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ × فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ × مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ × بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ × كِرَامٍ بَرَرَةٍ ×

[অর্থ ঃ তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর নিকট এক অন্ধ আগমন করেছে। আপনি কি জানেন, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হবে অথবা উপদেশ গ্রহণ করবে আর উপদেশে তার উপকার করবে। উপরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। আর যে আপনার কাছে ছুটে এল আর সে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। কখনো এরূপ করবেন না। নিশ্চয় এটা উপদেশ বাণী। অতএব যে ইচ্ছে করবে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। এটা লিপিবদ্ধ রয়েছে সম্মানিত উঁচু পবিত্র পত্রসমূহে। লিপিকারের হস্তে। যারা মহৎ ও পূতপবিত্র। (সূরা আবাসা, ১–১৬)]

জিবরাঈল আমীন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ)এর শানে এ ষোলটি আয়াত নিয়ে রাসূলের নিকট এলেন। অবতীর্ণ হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত তা তিলাওয়াত হচ্ছে এবং পৃথিবী ও তার সমুদয় কিছু আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তা তিলাওয়াত হতে থাকবে।

***

সেদিন থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) এলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁকে কাছে এনে বসাতেন। তাঁর খবরাখবর নিতেন। তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতেন।

এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ তাকে কেন্দ্র করেই তো সপ্ত আকাশের উপর থেকে রাসূলকে কঠিন ভাবে তিরস্কার করা হয়েছে।

কুরাইশরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের নির্যাতন শুরু করলেন এবং তাদের নির্যাতনের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) তখন স্বদেশ ত্যাগ করা ও দ্বীন নিয়ে সরে পড়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রগামী ছিলেন।

তিনি ও মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ) মদীনায় আগমনকারী সাহাবীদের মাঝে অগ্রগণ্য ছিলেন।

মদীনায় পৌছেই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) ও তার সাথী মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ) মানুষের নিকট গমনাগমন করতে লাগলেন। তাদের কুরআন পড়াতে লাগলেন। আল্লাহর দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) ও বিলাল ইবনে রাবাহ (রাযিঃ)কে মুয়াযযিন বানালেন। তাঁরা প্রত্যহ পাঁচবার উচ্চস্বরে তাওহীদের কালিমা ঘোষণা করেন। মানুষকে আমলের দিকে আহবান করেন। কল্যাণের কাজে উৎসাহিত করেন।

তাই বিলাল (রাযিঃ) আযান দিতেন আর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) ইকামত দিতেন। কখনো কখনো আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) আযান দিতেন আর বিলাল (রাযিঃ) ইকামত দিতেন।

বিলাল (রাযিঃ) রাত থাকতেই আযান দিতেন। মানুষকে জাগিয়ে তুলতেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) সুবহে সাদেকের অপেক্ষা করতেন। ফলে তিনি ভুল করতেন না।

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)কে এতো সম্মান করতেন যে, দশের অধিক বার তিনি অনুপস্থিত কালে মদীনায় তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় মদীনা ত্যাগ করার দিনও তিনি তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর উপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ করলেন। তিনি তা দ্বারা মুজাহিদদের মর্যাদাকে সমুন্নত করলেন। পশ্চাতে অবস্থানকারীদের উপর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করলেন। যেন মুজাহিদরা জিহাদের ব্যাপারে তৎপর হন আর পশ্চাতে অবস্থানকারীরা অনুতপ্ত হন। তখন এ বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)এর মাঝে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল এবং এ শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া তার নিকট অসহনীয় হয়ে উঠল। তাই তিনি বললেন—

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি জিহাদ করতে পারতাম, তাহলে জিহাদ করতাম। তারপর বিনয় বিগলিত কণ্ঠে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, যেন আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে এবং যাদেরকে তাদের অক্ষমতা জিহাদে যেতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে তাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন এবং তিনি এ ব্যাপারে কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে লাগলেন।

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عُذْرِىْ....... اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عُذْرِىْ.

হে আল্লাহ, আমার অক্ষমতার ব্যাপারে আপনি আয়াত অবতীর্ণ করুন। আমার অক্ষমতার ব্যাপারে আপনি আয়াত অবতীর্ণ করুন।

তখন সত্বর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁর দু'আ কবুল করলেন।

***

ওহী লিখক বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে ছিলাম। তখন ঊর্ধ্বলোকের এক বিশেষ প্রশান্ত অবস্থা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তাঁর উরু আমার উরুর উপর পড়ল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরুর চেয়ে বেশী ভারী কোন উরু পেলাম না। তারপর সে অবস্থা দূরীভূত হয়ে গেলে তিনি বললেন, হে যায়েদ! লিখ, আমি লিখলাম—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ، فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

[অর্থ ঃ মুমিনদের মধ্যে থেকে যাঁরা পশ্চাতে অবস্থান করেছে আর যাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা বরাবর নয়।]

তখন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি জিহাদ করতে পারে না তার কী অবস্থা হবে? তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই ঊর্ধ্বলোকের সেই বিশেষ প্রশান্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আচ্ছাদিত করে ফেলল। আর তার উরু আমার উরুর উপর পড়ল। আমি তখন প্রথম বারের মতই ভীষণ ভার অনুভব করলাম। তারপর সে অবস্থা দূরীভূত হয়ে গেল। রাসূল বললেন, হে যায়েদ! তুমি যা লিখেছো তা পাঠ কর।

তখন আমি পাঠ করলাম—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

[অর্থ ঃ মুমিনদের মধ্যে যাঁরা পশ্চাতে অবস্থান করে তারা বরাবর নয়।]

রাসূল বললেন, লিখ—

غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ

[অর্থ ঃ অক্ষম ব্যক্তিদের ছাড়া।]

আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) পূর্ববর্তী বিধান থেকে বাঁচার যে তামান্না করেছিলেন সে মর্মেই আয়াতের অংশটুকু অবতীর্ণ হল।

আল্লাহ্ তা'আলা আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)ও তার মত জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যাপারে ক্ষমার ঘোষণা করলেন। তবুও আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) জিহাদ থেকে পশ্চাতে থাকাকে অপছন্দ করলেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

তা এ কারণে যে মহান হৃদয়ের ব্যক্তিরা মহান কাজ না করে তৃপ্ত হতে পারেন না।

সেদিন থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, কোন জিহাদ থেকে তিনি পিছনে থাকবেন না। আর রণাঙ্গনে তিনি তাঁর কর্তব্যকেও নির্ধারিত করে নিলেন। তাই বলতেন, আমাকে দুই সারির মাঝে দাঁড় করিয়ে দাও এবং পতাকাটি আমাকে দিয়ে দাও। আমি তা বহন করব এবং হিফাজত করব। আর আমি তো অন্ধ পলায়ন করতে পারি না।

***

চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) ইচ্ছে করলেন, পারসিকদের সাথে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন, যা তাদের সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিবে। তাদের রাজত্বে ভিত স্থানচ্যুত করবে এবং মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ পথ খুলে দিবে। তাই তিনি গভর্নরদের লিখে পাঠালেন—

'যার অস্ত্র, ঘোড়া, বীরত্ব বা বুদ্ধিমত্তা আছে তাকেই আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। দ্রুত কর। তাড়াতাড়ি কর।'

মুসলমানগণ দলে দলে হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)এর আহবানে সাড়া দিল এবং সকল দিক থেকে মদীনায় উপচে পড়ল। এসব আত্মনিবেদিত প্রাণ মুজাহিদদের মাঝে ছিলেন অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)।

হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে এ বিশাল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। তাকে অন্তিম উপদেশ

দিলেন ও বিদায় জানালেন।

এ বাহিনী কাদেসিয়ায় পৌঁছলে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) বর্ম পরিধান করে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং মুসলমানদের পতাকা বহন করা এবং আমরণ তার হিফাজতের প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে পেশ করলেন।

***

উভয় বাহিনী বিমর্ষ মলিন নিষ্ঠুর তিন দিন যুদ্ধ করল এবং এমন ভয়াবহ যুদ্ধ করল যে, বিজয়ের ইতিহাসে তার কোন উপমা খুঁজে পাওয়া যায় না। তৃতীয় দিনে মুসলমানদের বিরাট বিজয় প্রতিভাত হল। ফলে পৃথিবীর বিশাল সাম্রাজ্যের একটি পতনোন্মুখ হল।

প্রাচীনতম একটি সিংহাসনের পতন ঘটল।

মূর্তিপূজারীর দেশে তাওহীদের পতাকা উড্ডিন হল।

শত শত শহীদদের মূল্যের বিনিময়ে এ বিজয় অর্জিত হল। এ শহীদদের মাঝে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ)।

মুসলমানদের পতাকাকে আঁকড়ে ধরে রক্তাপ্লুত হয়ে তিনি রণাঙ্গনে পড়ে রইলেন।

হযরত মাজ্যাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)

মাজ্যাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) একজন সশস্ত্র বীরযোদ্ধা যিনি মল্লযুদ্ধে একশত মুশরিককে হত্যা করেছেন। সুতরাং রণসমুদ্রে তিনি যাদের হত্যা করেছেন তাদের সংখ্যার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা হতে পারে ! !

—ঐতিহাসিকগণ

হযরত মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)

ঐ তো আল্লাহর সৈনিক বীর মুজাহিদরা আল্লাহর দেয়া সাহায্যে আনন্দিত উৎফুল্ল হয়ে কাদেসিয়ার রণাঙ্গনের ধূলিবালি শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলছেন।

শহীদ ভাইদের জন্য যে পুরস্কার লিখিত হয়েছে তাতে তারা ঈর্ষান্বিত।

কাদেসিয়ার ন্যায় ভয়াবহ ও গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনের তারা প্রত্যাশী।

কিসরার সিংহাসনকে উৎপাটন করার জন্য ক্রমাগত জিহাদ চালিয়ে যাবার লক্ষ্যে খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর নির্দেশাগমনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান।

***

মুজাহিদদের আগ্রহ আর উদ্দীপনার কাল বেশী দীর্ঘ হল না।

ঐ তো হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)এর দূত মদীনা থেকে কুফায় আগমন করছে। সাথে রয়েছে কুফার গভর্নর আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ)কে দেয়া নির্দেশ। যেন তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান এবং বসরা থেকে আগত মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হন। তারপর এক সাথে আহওয়াজে যান। হরমুজানকে ধাওয়া করে শেষ করতে হবে। পারস্যের মুক্তা আর কিসরার মুকুটের মতি তুসতার শহরকে মুক্ত করতে হবে।

খলীফাতুল মুসলিমীন আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ)কে যে নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন তাতে রয়েছে, 'তিনি যেন বনু বকর গোত্রের সর্দার, তাদের অবিসংবাদিত নেতা বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)কে তাঁর সাথে নিয়ে নেন।

***

আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) খলীফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশের কথা

প্রচার করলেন। তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত করলেন। বাম পাশের বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)কে। তারপর তিনি বসরা থেকে আগত মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন এবং একই সাথে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

তারা একের পর এক শহর জয় করতে লাগলেন এবং সেনাবাহিনীর দূর্গগুলো পবিত্র করতে লাগলেন। আর হরমুজান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে তুসতার শহরে গিয়ে পৌঁছল এবং তার দূর্গম দূর্গে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করল।

***

হরমুজান যে তুসতার শহরে আশ্রয় নিয়েছে, তা ছিল পারস্যের সবচেয়ে মনোরম শহর। নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ছিল বিস্ময়কর, অত্যন্ত মজবুত ও অলংঘনীয়।

তাছাড়া তা অত্যন্ত প্রাচীন শহর। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার উপমা বিদ্যমান। ঘোড়ার ন্যায় সুউচ্চ ভূমিতে তা প্রতিষ্ঠিত। দুজাইল নামক এক বিরাট নদী তার পিয়াসা নিবারণ করে।

তার উপর রয়েছে বিরাট ফোয়ারা। বাদশাহ শাবূর তা নির্মাণ করেছে। ভূগর্ভস্থিত সুড়ঙ্গ পথ দ্বারা তাতে নদীর পানি তোলা হয়।

তুসতার শহরের ফোয়ারা ও তার সুড়ঙ্গ পথ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কঠিন মজবুত পাথর আর লোহার স্তম্ভের মাধ্যমে তা তৈরী করা হয়েছে আর সীসা দ্বারা তার সুড়ঙ্গ পথগুলোকে ঢালাই করা হয়েছে।

তুসতার নগরী চারপাশ ঘিরে আছে সুউচ্চ মজবুত নগর প্রাচীর যেমন বাহুকে কংকন ঘিরে রাখে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, তা হল সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ নগর প্রাচীর যা পৃথিবীতে তৈরী করা হয়েছে।

তারপর হরমুজান নগর প্রাচীরের চারপাশে বিরাট পরিখা খনন করল, যা অতিক্রম করা অসম্ভব এবং তার পশ্চাতে পারসিকদের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সমাবেশ করল।

মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী তুসতার নগরীর পরিখার পাশে সৈন্য সমাবেশ ঘটাল। আঠার মাস কেটে গেল কিন্তু পরিখা অতিক্রম করতে পারল না।

সে দীর্ঘ সময়ে পারসিকদের বাহিনীর সাথে আশিবার যুদ্ধ হল।

সবগুলো যুদ্ধ অশ্বারোহীদের মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে শুরু হত। তারপর অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভয়ংকর যুদ্ধের রূপ ধারণ করত।

এ মল্লযুদ্ধগুলোতে মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) এমন নৈপুণ্য ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, যা শত্রু–মিত্র নির্বিশেষে সবাইকে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি করেছে। মল্লযুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের একশত সশস্ত্র অশ্বারোহী যোদ্ধাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তার নামই পারসিকদের সারিতে ত্রাস সৃষ্টি করত। আর মুসলমানদের অন্তরে ইজ্জত ও আত্মমর্যাদা সৃষ্টি করত।

ইতিপূর্বে যারা তাঁকে চিনত না তারা বুঝতে পারল, কেন আমীরুল মু'মিন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) এই বীর যোদ্ধাকে মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে নিতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

***

সেই আশিটি যুদ্ধের সর্বশেষ যুদ্ধে মুসলমানগণ শত্রু বাহিনীর উপর এমন বীরত্বপূর্ণ দুর্বার আক্রমণ করল যে, পারিসকরা পরিখার উপরে স্থাপিত সেতুগুলো ফেলে রেখে শহরে আশ্রয় নিল এবং দুর্লঙ্ঘ দূর্গের দরজাগুলো বন্ধ করে দিল।

***

এ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মুসলমানগণ খারাপ অবস্থাকে পশ্চাতে ফেলে আরো ভীষণ খারাপ অবস্থার মুখোমুখি হল। পারসিকরা উঁচু উঁচু বুরূজ থেকে অব্যর্থ তীর নিক্ষেপ করতে লাগল।

নগর প্রাচীরের উপর থেকে লোহার শিকল ফেলতে লাগল যেগুলোর নিচের দিকে আগুনে দগদগে জ্বলা আংটা স্থাপিত।

মুসলিম বাহিনীর কেউ প্রাচীরে উঠতে চাইলে বা তার নিকটবর্তী হলে সেই আংটা তার গায়ে বিধাতো এবং টেনে তুলে নিয়ে যেত। ফলে তার শরীর পুড়ে যেত। গোশত খসে খসে পড়ত এবং মৃত্যুবরণ করত।

***

বিপদের ঘনঘটা তীব্র আকার ধারণ করল। মুসলিম মুজাহিদগণ বিনয় বিগলিত হৃদয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে লাগলেন। যেন আল্লাহ তাআলা তাদের বিপদ দূর করে দেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করেন।

***

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) যখন তুসতারের বিশাল নগর প্রাচীর নিয়ে চিন্তায় মগ্ন, তাকে পদানত করতে আশাহীনতায় নিমগ্ন, তখন তাঁর সামনে এসে একটি তীর পড়ল যা নগরপ্রাচীরের উপর থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি দেখলেন, তাতে একটি চিঠি বাধা। তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে—

'হে মুসলমান সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস করি। তাই আমি তোমাদের নিকট আমার, আমার ধনসম্পদের, পরিবার পরিজন ও অনুসারীদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। আমার প্রার্থনা কবুল করলে আমি তোমাদেরকে এমন একটি সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে দিব, যা দ্বারা তোমরা শহরে প্রবেশ করতে পারবে।'

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) তখন তীর নিক্ষেপকারীর জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পত্র লিখলেন এবং তীরের মাধ্যমে তা নিক্ষেপ করলেন।

প্রতিশ্রুতি পূরণে মুসলমানগণ প্রসিদ্ধি লাভের কারণে লোকটি তাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পত্রে নিশ্চিন্ত হল এবং রাতের অন্ধকার চিরে সন্তর্পণে তাদের নিকট এল তারপর হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ)এর নিকট তার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে বলল—

'আমরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। হরমুজান আমার সবচেয়ে বড় ভাইকে

হত্যা করেছে। তাঁর ধনসম্পদ ও পরিবার পরিজনের উপর সীমা লংঘন করেছে। আর আমার ব্যাপারে তার হৃদয়ে রয়েছে অশুভ চিন্তা। তাই আমি আমার ও আমার সন্তানদের নিরাপত্তা চেয়েছি।

আমি তার যুলুমের উপর আপনাদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছি। তার বিশ্বাসঘাতকতার উপর আপনাদের প্রতিশ্রুতি পূরণকে প্রাধান্য দিয়েছি। আর এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আমি আপনাদের এমন এক গোপন সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে দিব যা দ্বারা আপনারা তুসতার শহরে প্রবেশ করবেন।

তাই আমাকে একজন দুঃসাহসী বুদ্ধিমান ব্যক্তি দিন আর তাকে অবশ্যই সাঁতারে পারদর্শী হতে হবে। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিব।

***

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)কে ডেকে পাঠালেন। গোপনে বিষয়টি তাঁকে জানিয়ে বললেন, তোমার গোত্রের এমন একজন লোক দিয়ে আমাকে সাহায্য কর যার বুদ্ধি আছে, দৃঢ়তা আছে, আর সে সাঁতারে সক্ষম।

তখন মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) বললেন, হে আমীর! সেই ব্যক্তিটি আমাকেই নির্বাচিত করুন।

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) বললেন, যদি তুমি সে ব্যক্তি হতে চাও তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত।

তারপর হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) তাঁকে পথটি ভালভাবে চিনে নিতে, ফটকের স্থানটি জেনে নিতে, হরমুজানের অবস্থান ক্ষেত্রটি জেনে তার ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করতে উপদেশ দিলেন। এছাড়া অন্য কিছু না করারও উপদেশ দিলেন।

***

রাতের অন্ধকারে মাজযাআ ইবনে সাউর (রাযিঃ) তার পারসিক পথপ্রদর্শক ব্যক্তিটির সাথে যাত্রা শুরু করলেন। পথপ্রদর্শকটি তাকে ভূগর্ভস্থিত একটি সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করিয়ে দিল যা নদী থেকে শহরে

গিয়ে মিশেছে।

সুড়ঙ্গ পথটি কখনো বেশ প্রশস্ত হত। ফলে তাতে ডুব দেয়া সম্ভব হত আবার কখনো বেশ সংকীর্ণ হত। ফলে সোজা সাঁতরে যেতে হত।

কখনো আঁকাবাঁকা হত আবার কখনো সরল সোজা হত।

এভাবে চলতে চলতে সুড়ঙ্গ পথটি অবশেষে তাঁকে শহরে নিয়ে গেল। পারসিক লোকটি তাঁকে তার ভাইয়ের হত্যাকারী হরমুজানকে দেখাল এবং যে স্থানে সে নিরাপদে থাকে তাও দেখাল।

মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) হরমুযানকে দেখে তার কণ্ঠে তীর মেরে ফেলে দিতে চাইল। কিন্তু সাথে সাথে তার হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ)এর উপদেশের কথা মনে হল যে, অনাকাংখিত কিছু ঘটাবে না। তাই তিনি তাঁর মনের ইচ্ছেকে মনের মাঝেই রহিত করলেন এবং সূর্য উদয়ের আগেই আগমনের পথ দিয়ে প্রত্যাগমন করলেন।

***

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) বীর হৃদয় তিন শত মুজাহিদ প্রস্তুত করলেন। যাঁরা ধৈর্য ও সহনশীলতায় প্রচণ্ড, সাঁতারে পারদর্শী। মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)কে তাদের সেনাপতি বানিয়ে দিলেন। তাদের বিদায় জানালেন ও উপদেশ দিলেন। আর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিকে শহরে আক্রমণের জন্য মুজাহিদ বাহিনীকে আহবানের সাংকেতিক আওয়াজ নির্ধারণ করলেন।

মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) তার অধীনস্ত মুজাহিদদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন যথাসম্ভব হালকা কাপড় পরিধান করে। যেন পানি তাদের ভারাক্রান্ত করতে না পারে।

তাদের সতর্ক করে দিলেন, তারা যেন তাদের সাথে তলোয়ার ছাড়া অন্য কিছু না নেয়। আর তলোয়ারকে কাপড়ের নিচে শরীরের সাথে বেধে নেয়।

তারপর তাদের নিয়ে রাতের প্রথম প্রহরের শেষে রওনা দিলেন।

***

মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) ও তার বীর বাহিনী প্রায় দুই ঘন্টা ভয়াবহ দুর্গম এই সুড়ঙ্গ পথের সাথে মুকাবেলা করে চলতে লাগল। কখনো তাঁরা বিজয়ী হলেন। কখনো তারা বিজিত হলেন।

অবশেষে শহরে পৌছার মুখে গিয়ে মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) দেখলেন সুড়ঙ্গ পথে দু' শত বিশজন বীরযোদ্ধা হারিয়ে গেছে। মাত্র আশিজন বাকী আছে।

***

শহরের মাটিতে পৌছেই মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) ও তাঁর সাথীগণ তরবারী উন্মোচিত করলেন এবং দূর্গ প্রহরীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তরবারীগুলো তাদের বুকে প্রবিষ্ট করে দিলেন।

তারপর ফটকের দিকে ছুটে গেলেন। তাকবীর দিতে দিতে তা খুলে দিলেন।

ভিতরের মুজাহিদদের তাকবীর ধ্বনি বাইরের মুজাহিদদের তাকবীর ধ্বনির সাথে মিলিত হল। প্রত্যুষেই মুজাহিদগণ দলে দলে শহরে উপচে পড়লেন।

মুজাহিদদের মাঝে ও আল্লাহর শত্রুদের মাঝে অত্যন্ত ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চাকা ঘুরতে লাগল। ইতিহাস এ ধরনের ভয়াবহ, ভীতিপ্রদ ও নিহতে প্রাচুর্যময় যুদ্ধ কমই দেখেছে।

***

যুদ্ধ যখন পূর্ণমাত্রায় চলছে ঠিক তখন মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) হরমুজানকে রণক্ষেত্রে দেখতে পেলেন। তিনি তার দিকে ছুটে গেলেন। তরবারী দ্বারা আক্রমণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু যোদ্ধাদের তরঙ্গে তিনি হারিয়ে গেলেন। দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। তারপর আবার তাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুটে গেলেন এবং আক্রমণ করলেন।

মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) ও হরমুজান একে অপরের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই তরবারীর চূড়ান্ত আঘাত করল। মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)এর তরবারী ফিরে এল। আর হরমুজানের তরবারী আঘাতে সক্ষম হল। ফলে সশস্ত্র বীরযোদ্ধা রণাঙ্গনে লুটিয়ে পড়লেন। তবে তাঁর হাতে আল্লাহ তা'আলা যে বিজয় দান করেছেন তাতে তাঁর চক্ষু শীতল, পরিতৃপ্ত।

মুজাহিদ বাহিনী ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের বিজয় দান করলেন এবং হরমুজান মুজাহিদদের হাতে বন্দী হল।

***

খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্য সুসংবাদবাহী প্রতিনিধিদল ছুটে চলল।

তারা তাদের সামনে টেনে নিয়ে চলছে হরমুজানকে। তার মাথায় মণিমুক্তা খচিত মুকুট। তার কাঁধে স্বর্ণের সুতায় সজ্জিত জোড়া পোশাক। যেন খলীফা তাকে দেখেন।

তার সাথে প্রতিনিধিদল খলীফার নিকট বয়ে আনছে বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)এর শাহাদাতের শোকবার্তা।

সমাপ্ত

যে সকল সাহাবায়ে কেরামের বিরল বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে এই কিতাব

- হযরত সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী [রাযি.]
- হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাউসী [রাযি.]
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী [রাযি.]
- হযরত উমাইর ইবনে ওহাব [রাযি.]
- হযরত বারা ইবনে মালেক আনসারী [রাযি.]
- হযরত উম্মে সালামা [রাযি.]
- হযরত সুমামা ইবনে উসাল [রাযি.]
- হযরত আবু আইয়ুব আনসারী [রাযি.]
- হযরত আমর ইবনে জমূহ [রাযি.]
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাস [রাযি.]
- হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ [রাযি.]
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রাযি.]
- হযরত সালমান ফারসী [রাযি.]
- হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহেল [রাযি.]
- হযরত যায়দুল খাইর [রাযি.]
- হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ [রাযি.]
- হযরত আবুযর গিফারী [রাযি.]
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম [রাযি.]
- হযরত মাজযাআ ইবনে সাউর [রাযি.]

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, (দোকান নং-৫) | পাঠকবন্ধু মার্কেট, (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ | ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১-১৪১৭৬৪, ০১৭২-৮৯৫৭৮৫